"Narottama Vilasa"
by Srila Narahari Cakravarti

শ্রীশ্র নরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত

শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস

প্রকাশক

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

Published by
Kishori Das Babaji 1314 Bengabda
Halisahar W. Bengal

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৬৮

শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস

প্রথম সংস্করণ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী পুত্র

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ শ্বরপুরীর শ্রীপাট।

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করন

১৩১৪ বঙ্গাব্দ—১৩ শ্রাবন শ্রীগুরু পূর্ণিমা।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা পোঃ—তমলুক
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি।
পুরী—৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

ভিক্ষা- ষাট টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা॥ হালিসহর

॥ সম্পাদকীয় ॥

শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের অহৈতুকী করুণায় প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমশক্তির প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তমের জীবন আলেখ্য সমন্বিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থখানির শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তীর বিরচিত। গ্রন্থাকার আলোচ্য গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেই শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থখানি রচনা করেন। শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের মহিমার সঙ্গে গৌর পরিকরের মহিমা সহ শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের লীলা ভূমিগুলির বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তমের জন্ম হৈতে অন্তর্দ্ধানকাল পর্যন্ত লীলা কাহিনী উক্ত গ্রন্থের সুচারুরূপে বর্ণন সম্ভব হয় নাই, তাই গ্রন্থাকার শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই অভিলাষ পূরন করেন। শ্রীনরোত্তম বিলাস ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থখানির পরিপূরক গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের পুনঃ প্রকাশ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দর বিষয়ে শ্রীপ্রেম বিলাসের ১০ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার॥
শ্রীচৈতন্যের অংশ কলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশ কলা নরোত্তমে কয়॥
অদ্বৈতের অংশকলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সঙ্কীর্ত্তনানন্দে॥

ঠাকুর নরোত্তম প্রভু নিত্যানন্দের প্রেম শান্তিতেই আবির্ভূত হন। প্রভু নিতানন্দ পদ্মাগর্ভে প্রেম সংরক্ষণ করিয়া এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন।

সেই প্রেমশক্তির কৃপার প্রভাবে বাংলা দেশের জন মানসে সুনির্ম্মল গৌর প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহা অদ্যাপি জনমানসে প্রতিভতত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী। আলোচ্য গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ের বর্ণন :—

বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপাতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসী দিনে।

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পরে নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ রচিত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের প্রথম বিলাসের বর্ণন।

পরম অদ্ভুত যশে জগত ব্যাপিল। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল॥

এই ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থখানি অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থের পরেই লিখিত হয়। এতদ্বিষয়ে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ত্রয়োদশতরঙ্গের বর্ণন—

ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার। অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থে প্রচার॥

অনুরাগ বল্লী গ্রন্থের সমাপ্তি কাল বিষয়ে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের অষ্টম মঞ্জরীর বর্ণন—

বসু চন্দ্র কলা যুক্তে শাকে চৈত্র সিতহমেলে। বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগবল্লিকা॥

বসু (৮), চন্দ্র (১) কলা (১৬)—অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খৃঃ) চৈত্র মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে কোন এক গ্রামে বসিয়া অনুরাগবল্লী গ্রন্থখানি রচনা করেন। ১৬১৮ শকাব্দের(১৬৯৬ খৃঃ) পরবর্ত্তী ভক্তি রত্নাকর তৎপরবর্ত্তী নরোত্তম বিলাস গ্রন্থখানি রচিত হয়।

অধুনা শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তমের অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী সমন্বিত শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। সুধী ভক্ত মণ্ডলী আলোচ্য গ্রন্থ অধ্যয়নে ঠাকুর নরোত্তমের মহিমার রস মাধুর্য্য আস্বাদম করুন। আর সম্পাদনা বিষয়ে আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জ্জনা করুন।

শ্রীশ্রীপ্রান কৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগনা।

নিবেদব—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

॥ গ্রন্থকার ॥

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর জীবনী

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তিনি একাধারে সুনিপুন গায়ক—বাদক—পাচক—ছন্দোবিৎ—বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি রসুয়া নরহরি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থানুবাদে আত্ম পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার বর্ণন—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা মিশ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥

তথাহি—নরহরির বিশেষ পরিচয়ে

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ। ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত॥
পানিশালা পাশে রেঞাপুর গ্রাম। তথাই বৈসয়ে বিপ্র তীর্থে অবিশ্রাম॥

পানিশালা গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেঞাপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব! তাঁহার গুরু পরিচয় যথা— শ্রীনিবাস আচার্য্য—রামচন্দ্র কবিরাজ—হরিরামাচার্য্য—গোপীকান্ত—মনোহর—নন্দ কুমার—নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য নরহরি দাস। নরহরি দাসের পিতা জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বিবাহ করিয়া পরে সংসারে উদাসীন হইয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করেন। নিত্যানন্দ বংশানুজ রাম লক্ষ্মনের শিষ্য লক্ষ্মন দাস জগন্নাথকে গৃহে পাঠাইয়া বলিলেন, তোমার যে পুত্র হইবে তাঁহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তারপর ঘরে আসিলেই নরহরির জন্ম হয়। তারপর জগন্নাথ আবার বৃন্দাবনে গমন করতঃ অপ্রকট হন। এদিকে নরহরি অল্পদিনে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেম। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণববৃন্দ মহানন্দে পরিপুরিত হইলেন। সেই সময় লক্ষ্মন দাসের বর্ণন—

শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ের বর্ণন—

শ্রীলক্ষ্মন দাস কহে শুন ঘনশ্যাম। তুমি যে জন্মিবা মোরা পূর্বে জানিলাম॥
চক্রবর্ত্তী আজ্ঞা লৈয়া তোমার পিতার। গৃহবাস করালুঁ গৌরাঙ্গ ইচ্ছায়॥
তাহাতে জন্মিলা তুমি বাপ নরহরি। এতদিন আছি মোরা তোর পথ হেরি।
এবে স্থির হইয়া ব্রজে গোবিন্দ সেবহ। তোমার পিতার এত আছিল আগ্রহ॥

শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দকে পাইয়া ব্রজবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদবৃন্দ সকলে যে ভাবে মহানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আজ নরহরির আগমনে ব্রজবাসী বৈষ্ণব বৃন্দ তাদৃশ মহানন্দে পরিপূরিত হইলেন।

সকল বৈষ্ণবের ইচ্ছা নরহরি শ্রীগোবিন্দ দেবের পাক কার্য্যে নিযুক্ত হন! কিন্তু দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি নরহরি শ্রীগোবিন্দের বাহ্য সেবায় নিযুক্ত হইলেন। একদা নরহরি মানসে খিচুরি পাক করিয়া শ্রীগোবিন্দে ভোগ নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দদেব স্বপ্নে জয়পুর মহারাজকে দর্শন প্রদান করিয়া প্রসাদ অর্পণ করতঃ বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন গিয়া আমার আদেশ মত নরহরিকে আমার ভোগ রান্নায় নিযুক্ত কর। তখন রাজা মহানন্দে বৃন্দাবনে আগমন করতঃ শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া নরহরিকে রসুই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই হইতে রসুয়া নরহরি নামে খ্যাত হন। এতদ্বিষয়ে নরহরির বিশেষ পরিচয়ের বর্ণন—

সেকালে শ্রীজয়পুরে রাজা ভক্তরাজ স্বপ্নাবেশে শ্রীগোবিন্দে দেখিল অব্যাজ॥
গোবিন্দ হাসিয়া কহে শুন মহারাজ। বৃন্দাবনে আসি দেখ বৈষ্ণব সমাজ॥
আর এক কৌতুক তোমারে কিবা কব। লহ মোর ভুক্তশেষ খেচরান সব॥
নরহরি নামে এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মন। মানসে খাওয়ালো মোরে করিয়া রন্ধন॥
আমার মন্দিরে থাকে বহিঃসেবা করে। আমি তার পাকে ভুঞ্জি এ আশা অন্তরে॥
দৈন্য ভাবে তেঁহ তাহা না করয়ে কভু। মধ্যে মধ্যে তার অন্ন খাই আমি তবু॥
তুমি তথা গিয়া তারে যতন করিয়া। করাহ আমার জন্য পাকাদিক ক্রিয়া॥
নিশি শেষে রাজা এই দেখিয়া স্বপন। জাগিয়া গোবিন্দ বলি নেত্র উন্মিলন॥
সম্মুখে দেখয়ে এক স্বর্ণপত্র ভরি। ভাজি শাক অম্লাচার দধি সু খেচড়ি॥
দেখিয়া করয়ে রাজা অষ্টাঙ্গ প্রনাম। পরিক্রমা করে নেত্রে ধারা অবিরাম।

রাজা সবংশে পাত্রমিত্র সহ সেই প্রসাদ গ্রহন করিলেন এবং শ্রীগোবিন্দের আদেশ পালনের জন্য সপরিবারে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাজা নরহরিকে দর্শন করিয়া সষ্টাঙ্গে প্রনতি করতঃ সদৈন্যে স্তুতি সহকারে বলিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা কহে সর্ব্বজনে। গোবিন্দের কৃপাবধি এই সে ব্রাহ্মনে॥
ইহার পাচিত অন্ন গোবিন্দ খাইল। অবশেষে কিছু অন্ন মোরে কৃপা কৈল॥
তাহাই খাইয়া মোরা মাতিল সকলে। গোবিন্দের আজ্ঞায় ব্রজে আইলু কেবলে॥
সবে কহে নরহরি পাকনাহি করে। রাজা কহে পাক করে অন্তরে অন্তরে॥

এই বার্ত্তা শুনিয়া নরহরি সদৈন্যে সকল বৈষ্ণবগনের চরন বন্দনা করতঃ বহুত দৈন্যের প্রকাশ করিলেন! তখন রাজা সহ সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী পরমানন্দ সহকারে নরহরিকে শ্রীগোবিন্দদেবের পাককার্য্য করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন।

তবে রাজা আদি সবে আজ্ঞা যদি কৈল। শ্রীঅঙ্গনে নরহরি লুঠিতে লাগিল।
শ্রীলক্ষ্মণ দাস বৃদ্ধ করে ধরে তুলে। উঠ উঠ বাপ মোর এই মাত্র বলে
উঠিয়া নরহরি প্রনমি তাহায়। শ্রীগোবিন্দের পাকালয়ে তবে যায়॥
ভক্তি রসে বিবিধ প্রকার পাক কৈল। নানাযত্নে গোবিন্দের ভোগ লাগাইল॥
শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাসী সবে আইলা। সকলে অঙ্গনে বসি প্রসাদ পাইলা॥
স্বাদুগন্ধে আহ্লাদিত হইয়া সকলে। ধন্য ধন্য নরহরি এই মাত্র বলে॥
কেহ কেহ হাসিয়া বলয়ে শুনহ বাপ। কিবা যে আশ্চর্য্য তোমার শুভ পাক॥
ভাল যে পাচক তুমি পরম প্রবীন। এই মত পাক তুমি কর প্রতিদিন॥
আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে॥
সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগণ। গানাদি রচিবা সে অপূর্ব রসায়ন॥
এত কহি জয়ধ্বনি দিয়া সে সকলে। মুখভরি নিত্যানন্দ শ্রীগোবিন্দ বলে॥
ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সন্তোষিত হৈল॥
তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহ কৈল। অযাচক হৈল ব্রজে ভ্রমন করিল॥
মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মাগিয়া কিছু খান। কভু মহাপ্রসাদি তাঁহারেও দেন॥
বহু গ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌর চরিত্র চিন্তামন্যাদি গ্রন্থাদয়॥
অনুরাগবল্লী আর ভক্তি রত্নাকর। কি অপূর্ব বর্নিলেন নাহি যার পর॥
মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল। বহির্মুখ প্রকাশ আর নাম যে হইল॥
শ্রীনরোত্তম বিলাস করিল বর্ণন। এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণ রসায়ন॥
সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর। বর্নিতে বর্নিতে গ্রন্থ হৈল বৃহত্তর॥
শ্রীনিবাস চরিত্র আর পৃথক বর্নিল। সেই গ্রন্থের তাঁর শাখাগন বিস্তারিল॥

তারপর নরহরি রাজা সহ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগনের নির্দেশে গোবিন্দের পাক সেষাকার্য্যে পরম অনুরাগের সহিত ব্রতী হইলেন। 'মহোৎসবে শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগন উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহন করতঃ নরহরির গোবিন্দ সেবার মহিমা স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিলেন। লক্ষ্মন দাস বৈষ্ণব যাঁর বরে নরহরির আবির্ভাব তিনি বার্দ্ধক্য বয়সে নরহরির এই মহিমার প্রকাশ দেখিয়া পরিপুরিত হইলেন এবং রাজার নির্দ্দেশের পর নিজ হাতে ধরিয়া নরহরিকে উত্তোলন করতঃ পাক গৃহে পাঠাইলেন। ভাবিলেন আজ আমার পূর্ব্ব অভিলষিত বাসনা পূর্ণ হইল। এইভাবে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগনের অন্তরের নিধি হইয়া নরহরি শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাকার্যে ব্রতী হইলেন।

তারপর বৈষ্ণবগন স্বানন্দে বলিতে লাগিলেন, তুমি যেভাবে গোবিন্দের পাককার্য্য করিয়া গোবিন্দ সহ বৈষ্ণব বৃন্দকে আনন্দ প্রদান করিতেছ, এতাদৃশভাবে আর এক পাক কার্য্য করিবে॥

যাহার মাধ্যমে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের প্রেম প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের অপ্রাকৃত লীলা রস মাধুর্য্য তোমার লেখনী মুখে প্রতিভাত হইবে। যাহা আস্বাদন করিয়া আবহমান কাল বৈষ্ণব মণ্ডলী মহানন্দে পরিপূরিত হইবে। তৎসঙ্গে শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা রস মাধুর্য্য পদাবলী রচনার মাধ্যমে পরিবেশন করতঃ ভক্তকণ্ঠে চিরন্তন পরিস্ফুট করিবে।

গতকাল শ্রীগোবিন্দ দেবের পাককার্য করিয়া ত্রিভাগবয়সে নরহরি উপনীত ত্যাগ করতঃ অর্থাৎ বেশাশ্রয় গ্রহন করিয়া (বেশাশ্রয়ের নাম হয়ত ঘনশ্যাম হইতে পারে) অযাচকবৃত্তি গ্রহন করতঃ ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থলী দর্শন আনন্দে প্রেমানুরাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন মধ্যে মধ্যে শ্রীগোবিন্দ তাঁহার সমীপে চাহিয়া খায়। তৎসঙ্গে নিজ অধরামৃত প্রদান করিয়া নরহরিকে কৃতার্থ করেন। ভক্ত ভগবানের এই চিরন্তন প্রেমলীলা নরহরির প্রেম বৈচিত্রই তাঁর প্রকাট্য নিদর্শন ! তারপর নরহরি শ্রীগোবিন্দ দেবের আজ্ঞায় গ্রন্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তথাহি—শ্রীগ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে—

শ্রীমহাশয়ের চারু বিলাস বর্নিতে মোরে আজ্ঞা কৈল মুঞি হীন সর্ব্বমতে॥
শুনি মোমূখের মনে আনন্দ বাড়িল নরোত্তম বিলাসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল॥
বৈষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥
বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসীদিনে॥
মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। নরোত্তম বিলাস বর্ণিলু যত্ন করি॥

এইভাবে নরহরি দাস শ্রীগৌর চরিত চিন্তামনি (শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বিষয়ক পদাবলী গ্রন্থ) গীতচন্দ্রোদয় (শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী সংকলন গ্রন্থ) নামামৃত সমূদ্র (সপার্ষদ গৌরাঙ্গ বন্দনা) রাগ রত্নাকর (সঙ্গীতের ক্রম বিন্যাস) বহির্মুখ প্রকাশ, ছন্দ সমুদ্র, পদ্ধতী প্রদীপ, ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাসআচার্য্য চরিত প্রভৃতি গ্রন্থরাজী প্রনয়ন করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। ইনি একাধারে বৈষ্ণব সাহিত্যিক পদকর্ত্তা, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বৈষ্ণব জগতে তাঁহার অফুরন্ত অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিরস্মরণীয় ও গৌরবের সম্পদ।

———

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহিমা সূচক

ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কমল তনু শিরিষ কুসুম জনু জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি॥
অলপ বয়স তায় কোন সুখ নাহি চায় গোরা গুন শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্য ভোগ তেয়াগিয়া অতি লালায়িত হৈয়া গমন করিলা ব্রজপুরে॥
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে পরম আনন্দ মনে লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাথ রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি বৃন্দাবনে সবে সুখী প্রানের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য সনে যে মর্ম্মতা কেবা জানে প্রান এক ভিন্ন মাত্র দেহ॥
শ্রীরাধা বিনোদ দেখি সদাই জুড়াই আঁখি প্রভু লোকনাথ সেবা রত।
ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নে মহানন্দ বাসে মনে পূর্ণ কৈল অভিলাষ যত॥
প্রভু অনুমতি মতে শ্রীব্রজ মণ্ডল হৈতে শ্রীগৌড় মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ নীলাচলে ভক্ত গৃহে ভ্রমন করিলা॥
কিবা সে মধুর রীতি খেতুরী গ্রামেতে স্থিতি সেবে গৌর শ্রীরাধা রমন।
শ্রীবল্লভ কান্ত নাম রাধকান্ত রসধাম রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজ মোহন॥
এ ছয় বিগ্রহ যেন সাক্ষাৎ বিহরে হেন শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে নরোত্তম মহা রঙ্গে ভাসে সদা আনন্দ হিল্লোলে॥
নরোত্তম গুন যত কে তাহা কহিব কত প্রেম বৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যা ন্দ গন সহ গৌরচন্দ্র নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে॥
গৌরগন প্রিয় অতি নরোত্তম মহামতি বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান করে বা না করে দান নির্ম্মল ভকতি চিন্তামনি॥
পাষণ্ডী অসুর গনে মতাইয়া গৌর গুনে বিহ্বল হইলা প্রেম রসে।
অলৌকীক ক্রিয়া যার হেন কি হইবে আর সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে॥
কহে নরহরি দীন হবে এমন দিন নরোত্তম পদে বিকাইব।
সঘনে দু বাহু তুলি প্রভু নরোত্তম বলি কাঁদিয়া ধুলায় লোটাইব॥

——

জয়রে জয়রে জয়	ঠাকুর নরোত্তম	প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাঁকো মন্ত্রী	অভিন্ন কলেবর	রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম মুকুট মনি	ভূষন ভাবাবলী	অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন	খেতুরি মহা বৈঠত	সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপ কৃত	গ্রন্থ শ্রীভাগবত	অনুদিন করত্ত বিচার।
রাধা মাধব	যুগল উজ্বল রস	পরমানন্দ সুখ সার ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন	বিষয় রসে উপনত	ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ জ্ঞান ব্রত	আদি ভয়ে ভাগত	রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ	যো দেই ভকতি ধন	তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক	তর্কাদিক যত	কম্পিত দেখি পরতাপ ॥
অভকত চৌর	দূরহি ভাগি রহু	নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে	দেয়ল ভক্তি ধনে	বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

নরে নরোত্তম ধন্য	গ্রন্থ কার অগ্রগন্য	অগন্য পূন্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ	দয়াতে অতি গরিষ্ঠ	ইষ্ট প্রতি ভক্তি চৎকার ॥
চন্দ্রিকা পঞ্চম সার	তিন মনি সারৎসার	গুরু শিষ্য সংবাদ পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম	প্রার্থনা গ্রন্থের নাম	হাট পত্তন মধুর কেবল ॥
রচিলা অসংখ্য পদ	হৈয়া ভাবে গদগদ	কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে	যেবা গান করে	সেই জানে পদের গৌরব ॥
সদা সাধু মুখে শুনি	শ্রীচৈতন্য আসি পুনি	নরোত্তম রূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুনাধার	বল্লভে করহ পার	জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ মূর্ত্তি

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার প্রেমলীলা সম্বরনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকাশরূপে যে তিন শক্তির উদ্ভব হইয়া ছিল, ঠাকুর নরোত্তম তাহাদের মধ্যে একজন॥ প্রভু নিত্যানন্দের প্রেম শক্তির প্রকাশই ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা কালে গৌড়দেশে আগমন করতঃ কানাইর নাশটলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে পদ্মাগর্ভে প্রেমশক্তি রক্ষা করিয়া আসেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ৮ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু। গ্রাম উজাড় হয় হইা নাহি দেখি কভু॥
প্রভু বলে, পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ। নরোত্তম নামে প্রেম তারে তুমি দিহ॥
নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমাস্থানে। যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥
পদ্মাবতী বলে, প্রভু করো নিবেদন। কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম॥
যাহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥
প্রভু কহে, এই সব যে কহিলা তুমি। এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞাদিল আমি॥
আনন্দিত পদ্ম বতী রাখিলেন তাট। বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে॥

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ পদ্মাগর্ভে প্রেম সংরক্ষন করেন। ঠাকুর নরোত্তমের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়নী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত, তৎপুত্র রাধাবল্লভ, জ্যৈষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্ত তৎপুত্র সন্তোষ দত্ত।

তথাহি—ভক্তি ১ তরঙ্গে—

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম॥
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য॥

নরোত্তম বিলাসের—১২ বিলাস—

শ্রীমহাশয়ের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত। তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত॥

মাঘী পুর্নিমায় ঠাকুর নরোত্তম আবির্ভূত হন। অন্নপ্রাশন কালে গোবিন্দের প্রসাদ ভিন্ন অন্ন গ্রহন না করায় তদবধি প্রসাদ গ্রহন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পিতামাতা পুত্রে বিবাহ দিয়া রাজ্যাভিষেকের অভিপ্রায় করিলে সংবাদ শুনিয়া নরোত্তম অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। সহসা একদিন প্রভাতে একাকী পদ্মা স্নানে গমন করেন। সে সময় প্রভু নিত্যানন্দ রক্ষিত প্রেম সম্পদ পদ্মাদেবী প্রকট হইয়া তাহাকে অর্পন করেন। সেই প্রেম প্রভাবে নরোত্তমের বর্ণান্তর ঘটিল। এবং প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে পিতামাতা তাহার অনুসন্ধানে আসিয়া বর্ণান্তর ঘটায় সহসা তাহাকে চিন্তিতে পারে নাই। শেষে নরোত্তমের বাহ্যজ্ঞান হইয়া পিতামাতায় প্রণাম করিলে সকলে চিনিতে পারিলেন। কৃষ্ণকান্ত দেহ গৌর বর্ণ হইল। এবং বৃন্দাবন যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন।

পিতামাতায় আদেশ চাহিলে তাহারা বিষ পানে প্রান ত্যাগ করিতে চাহিলেন। তখন বিষয়ী প্রায় রহিলেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক বৈষ্ণব মুখে গৌরলীলা শেষে নিবাসের মহিমা শুনিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সে সময় জায়গীদার তাহাকে লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। সেই সুযোগে মাতার নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইলে পথে জায়গীদারের লোকদের বঞ্চনা করিয়া নবদ্বীপ আদি ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে রওনা হইলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু পথে চলিতে চলিতে পায়ে ব্রণাদি অবস্থায় বৃক্ষমূলে শায়িত আছেন, দুগ্ধ হস্তে গৌরসুন্দর স্বপ্নে রূপসনাতন দর্শন দিয়া অশেষ করুনা প্রকাশ করেন। তারপর ব্রজে পৌঁছিয়া গোবিন্দ মন্দিরে জীব গোস্বামীর দর্শন প্রাপ্ত হন। তারপর লোকনাথ প্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ ও শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঠাকুর মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ বৃন্দাবন মিলনে হইল। তারপর বৃন্দাবন লীলাস্থলী দর্শনাদি করতঃ বৃন্দাবনে কতকাল অবস্থান করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামী গ্রন্থ অপহৃত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাকে খেতুরী প্রেরণ করেন। নরোত্তম খেতুরী গিয়া পিতামাতাদির সহিত মিলন করতঃ কতককাল অবস্থান করিয়া নীলাচলে গমন করেন। তথায় তৎ-কালীন প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ গৌড়দেশে আসেন। তথায় নবদ্বীপ আদি সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন ও গৌর পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ খেতুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে সময় বিগ্রহ স্থাপনের অভিলাষে পাঁচ মূর্ত্তি প্রিয়াসহ কৃষ্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মান করেন।

তথাহি—নরোত্তম বিলাসে ৯ বিলাস

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজ মোহন
রাধারমন হে রাধে রাধাকান্ত নামোহ স্তুতে ॥

গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পাছ পাড়া গ্রামবাসী বিপ্রদাসের ধান্য গোলা হইতে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া প্রকট করেন। বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় বহুদিন যাবৎ সর্প ভয়ে কেহই তাহার পার্শ্বে যাইতে সক্ষম হইত না। ঠাকুর নরোত্তম স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া তথায় গমন করতঃ প্রিয়সহ গৌরসুন্দরকে প্রকট করেন। গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভাবাবেশে সঙ্কীর্তন কালে নব তালের সৃজন করেন। তাহাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত। গরান হাট পরগণায় এই তালে সৃজন তাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত।

তথাহি নরোত্তম বিলাসে—৬ষ্ঠ বিলাস

অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়। নৃত্যগীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয় ॥
সেইক্ষনে মহাশয় হাস্তে তালি দিয়া। গায় গৌরচন্দ্র গুন নিজগন লৈয়া ॥
কি অদ্ভুত গান সৃষ্ঠী কৈলা মহাশয়। দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্ব্বের গর্ব্বক্ষয় ॥

এভাবে নবতালের সৃষ্ঠি হইল। তারপর ফাল্গুনী পূর্নিমায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন উৎসবে বিশাল বৈষ্ণব সমাবেশ ঘটিয়া ছিল। তৎকালীন প্রকট শ্রীজাহ্নবা দেবী সহ সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ একত্রিত হইয়াছিল। এতবড় বৈষ্ণব সমাবেশ ও মহোৎসব তৎপূর্বে ও পরে হয় নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য সপার্ষদে উৎসবের সহযোগিতা করিয়া ছিলেন। সেই উৎসবে সংকীর্ত্তণে গৌরসুন্দর সপার্ষদে প্রকট হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে কালে প্রকটাপ্রকটের এক অভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ সহ নরোত্তমের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্র স্থাপিত হইল। তদবধি রামচন্দ্র খেতুরীতে নরোত্তম সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সহ প্রেমরসে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। নরোত্তম প্রভাবে কত দস্যু যে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। দস্যু চাঁদরায় দস্যু আদি উদ্ধার তাহার প্রকাট্য প্রমান। নরোত্তন শূদ্র হইয়া গঙ্গানারায়ন চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মণ শিষ্য করায় ব্রাহ্মন সমাজ ঈর্ষান্বিত হন। সে কারন খেতুরী গ্রামে দিব্য উপবীত প্রদর্শন ও গাম্ভীল গ্রামে প্রানত্যাগ এবং চিতার অগ্নির মধ্যে ঐশ্চর্য্য প্রকাশাদি লীলা করেন। বৃন্দাবনে গিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ অন্তর্দ্ধান করায় প্রিয়বিচ্ছেদ বিরহাক্রান্ত নরোত্তম প্রেমাবেশে পদাবলী সৃজন করেন।

তথাহি—পদকল্পতরু—৪/৩৫/১ পদ

শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস আছিনু তাঁহার দাস, কথা শুনি জুড়াইত প্রান।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা দুঃখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজলে বিষখাই মরিয়া নাহিক যাই ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার মধ্যে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের অভিন্নতা ও শুদ্ধ রাগমার্গীয় সাধকগনের সাধনের পথ নির্দ্দেশ নির্দ্দেশিত রহিয়াছে। ঠাকুর নরোত্তমের রচনা বিষয়ে বল্লভ দাসের বর্ণন—

নরে নরোত্তম ধন্য গ্রন্থকার অগ্রগণ্য অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার॥
চন্দ্রিকা পঞ্চম সার তিনমনি সারাৎসার গুরু শিষ্য সংবাদ পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম হাট পত্তন মধুর কেবল॥
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদগদ কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে যেবা তা গান করে সেই জানে পদের গৌরব॥

চন্দ্রিকা পঞ্চম অর্থ্যাৎ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেম চন্দ্রিকা, সাধন ভক্তি চন্দ্রিকা ও চমৎকার চন্দ্রিকা। তিনমনি অর্থাৎ সুর্য্যমনি- চন্দ্রমনি ও প্রেমভক্তি চিন্তামনি, গুরুশিষ্য সংবাদ ও উপাসনা পটল। এইভাবে কতকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীপাট খেতুরী হইতে গাম্ভীলায় আগমন করতঃ গঙ্গাস্নান কালে অন্তর্দ্ধান করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের বর্ণন—

বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে। গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গা কুলে॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গা নারায়নে। মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে॥
দোঁহা কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে। দুগ্ধ প্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্দ্ধান। অত্যন্ত দুর্জ্জেয় ইহা বুঝিবে কি আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল। দেখিয়া লোকের মহাবিস্ময় হইল॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন। বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগন॥

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তম আবির্ভূত হইয়া নামে প্রেমে জগতে ধন্য করতঃ অন্তর্দ্ধান করেন। তাঁহার মহিমা প্রেম বিলাস, ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থাদিতে বিশেষ ভাবে বর্নিত রহিয়াছে।

—:—

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাদয় নমঃ

শ্রীশ্রীনরোত্তম-বিলাস

* প্রথম বিলাস *

শ্রীশপ্রপন্ন প্রিয় শ্রীনটেন্দ্র স্বপ্রেমসম্পদ
প্রদানৈকদক্ষ।
শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর প্রাণবন্ধো, হে লোকনাথ
প্রভো মাং প্রসীদ॥
বন্দে শ্রীমল্লোকনাথং শ্রীমচ্চৈতন্য পার্ষদম্।
শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকজীবনং জনজীবনম্॥
শ্রীমদ্গৌরপ্রিয় লোকনাথপাদাব্জষট্পদম্॥
রাধাকৃষ্ণরসোন্মত্তং বন্দে শ্রীমন্নরোত্তমম্।
সর্ব্বসদগুণসম্পন্নান্ সর্ব্বানর্থানিবর্ত্তকান্।
শ্রীমন্নরোত্তম প্রভোঃ শাখাবর্গানহং ভজে॥
শ্রীবৈষ্ণবপ্রমোদায় নিজাভীষ্টার্থ সিদ্ধয়ে।
নরোত্তমবিলাসাখ্যং গ্রন্থং সংক্ষেপতোক্রতে॥
জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর।
ভুবনমোহন প্রেমময় কলেবর॥৬
জয় শচী জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈতের জীবন॥ ৭
জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণনাথ।
জয় শ্রীবাসের প্রভু জগৎ বিখ্যাত॥৮
জয় হরিদাস বক্রেশ্বর প্রেমাধীন।
জয় মুরারির মোদবর্দ্ধনে প্রবীণ॥৯
জয় গৌরীদাস গদাধরের বান্ধব।
জয় নরহরি শ্রেষ্ঠ পরম বৈভব।১০
জর স্বরূপের প্রিয় গুণের নিধান।
জয় সনাতন রূপ গোপালের প্রাণ ১১
জয় জয় প্রভুভক্ত গোষ্ঠীর সহিত।
স্ফুরাহ স্বাভীষ্ট ভক্তবিলাস কিঞ্চিৎ॥১২

মো হেন মুর্খের বাক্য শুন শ্রোতৃগণ।
সভে অনুগ্রহ কর দেখি আকিঞ্চন॥১৩
ভালমন্দ নাহি নানি নাহি কোন জ্ঞান।
যে কিছু কহিয়ে সাধু আজ্ঞা বলবান্॥১৪
নরোত্তম বিলাস এ গ্রন্থ মনোহর।
করি পরিশোধন আস্বাদ নিরন্তর॥১৫
পূর্বপদ্যে কৈল যৈছে মঙ্গলাচরণ।
সেইক্রম কহি এবে শুন দিয়া মন॥১৬
জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রিয় লোকনাথ।
বিপ্রবংশ প্রদীপ যে সর্বাংশে বিখ্যাত॥১৭
ঞিঁহার চরিত্র এথা কহি যে কিঞ্চিৎ।
করহ শ্রবণ ইহা জগতে বিদিত॥১৮
যশোর দেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম।
তথাতে প্রকট সর্ব্বমতে অনুপম॥১৯
মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি সে দোঁহার যৈছে কীর্ত্তি॥২০
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে।
প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে॥৩১
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্বকাজ।
সর্বগুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্ররাজ॥২২
দিবানিশি সংকীর্ত্তনে মত্ত অতিশয়।
দেখি সে নেত্রের ধারা কেবা ধৈর্য্য হয়॥১৩
শ্রীঅদ্বৈত কৃপায় সে মহাহর্ষ মনে।
নদীয়া আইসে সদা গৌরাঙ্গদর্শনে।২৪
দেশে গেলে পদ্মনাভে কিছুই না তায়।
পত্নীসহ সদা গৌরচন্দ্র গুণ গায়॥২৫

যৈছে পদ্মনাভ তৈছে তাঁর পত্নী সীতা।
পরমা বৈষ্ণবী যেহো অতি পতিব্রতা ॥২৬
লোকনাথ হেন পুত্রে পায়্যা পুণ্যবতী।
করয়ে পালন যৈছে কহি কি শকতি ॥২৭
পুত্রে সমর্পিয়া গৌরচন্দ্রের চরণে।
দেখয়ে পুত্রের চেষ্টা মহানন্দমনে ॥২৮
শ্রীলোকনাথের ভক্তিপথে মহা আর্ত্তি।
সর্বাঙ্গ সুন্দর যেন করুণার মুর্ত্তি ॥
অল্প বয়সে বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
অত্যন্ত নিপূণ বাপ মায়ের সেবাতে ॥৩০
নিরন্তর আরাধয়ে কৃষ্ণের চরণ।
ভক্তিবলে করে সর্ব চিত্ত আকর্ষণ ॥৩১
পিতামাতা অদর্শন হৈলে কথো দিনে।
মনের বৃত্তান্ত জানাইলা বন্ধুগণে ॥৩২
বিষয় সংসার সুখ ত্যাগি মল প্রায়।
প্রভু সন্দর্শনে যাত্রা কৈল নদীয়ায় ॥৩৩
প্রভুপদে আত্মা সমর্পিয়া নবদ্বীপে।
প্রভু অনুগ্রহ করি রাখিলা সমীপে ॥৩৪
সন্ন্যাস করিব প্রভু উদ্বিগ্ন অন্তরে।
শীঘ্র লোকনাথ পাঠাইয়েন ব্রজপূরে ॥৩৫
কে ধুঝে প্রভুর চেষ্টা অত্যন্ত গভীর।
লোকনাথে বিদায় করিয়া নহে স্থির ॥৩৬
লোকনাথে জানিলেন প্রভুর অন্তর।
দুই চারি দিবসেই ছাড়িবেন ঘর ॥৩৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভূ তাঁর ইচ্ছামতে।
লোকনাথ যাত্রা যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥৩৮
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দুনয়নে।
দিবসের পথ চলে চারি পাঁচ দিনে ॥৩৯
কথোদূরে শুনে প্রভু সন্যাস করিয়া।
নীলাচলে গেলা প্রিয়ভক্তে প্রবোধিয়া ॥৪০

প্রভুর মস্তকে শ্রীকেশের অদর্শন।
সোঙরিয়া উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥৪১
মৃতপ্রায় হইয়া প্রভুর আজ্ঞামতে।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা কথোক দিনেতে ॥৪২
বৃন্দাবন শোভাদেখি রহে কথোদিন।
তথা শুনিলেন প্রভু গেলেন দক্ষিণ ॥৪৩
লোকনাথ হইয়া অতি উদ্বিগ্ন অন্তর।
চলয়ে দক্ষিণ যথা শ্রীগৌরসুন্দর ॥৪৪
কথোদূরে শুনিলেন বৃত্তান্ত সকল।
দক্ষিণ হইতে প্রভু আইলা নীলাচল ॥৪৫
বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন গৌড়পথে।
গৌড় হৈতে ক্ষেত্র গেলা ভক্ত ইচ্ছামতে ॥৪৬
পূনঃ শুমিলেন প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ ব্রজে যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ ॥৪৭
বৃন্দাবনে আসি সর্ব্ব সংবাদ শুনিলা।
এই কথোদিনে প্রভু প্রয়াগে চলিলা ॥৪৮
লোকনাথ দুঃখী হইয়া দাঢ়াইলা মনে।
প্রয়াগে চলিব প্রাতে প্রভুর দর্শনে ॥৪৯
প্রভুগুণ সোঙরিয়া করয়ে ক্রন্দন।
ধরণী লোটায় অঙ্গ না যায় ধারণ ॥৫০
রাত্রিশেষে নিদ্রা হৈল প্রচুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্রে দেখে নদীয়ায় ॥৫১
চন্দনে চর্চ্চিত তনু জিনি কাঁচা সোনা ॥
সুচারু চাঁচর কেশে পূষ্পের রচনা ॥৫২
কপালে তিলক দিব্য যজ্ঞসূত্র গলে।
নেত্র ভুরু ভঙ্গিমাতে কেবা নাহি ভুলে ॥৫৩
কিঁ মধুর মুখে মন্দ হাসিয়া হাসিয়া।
চান্দের গরব নাশে বরিষে অমিয়া ॥৫৪
কিবা সে অজানু বাহু বক্ষ পরিসর।
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন মনোহর ॥৫৫

নানারত্ন ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ।
কিশোর বয়সে তাহে রসের করঙ্গ ॥৫৬
মধুর বচনে কহে লোকনাথ প্রতি।
তো' সভা সহিত মোর সদা এথা স্থিতি। ৫৭
এই নবদ্বীপে মোর অশেষ বিহার।
ব্রহ্মাদিক কেহ অন্ত নারে করিবার ॥৫৮
ঐছে কত কহি লোকনাথে আলিঙ্গিতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল, দুঃখ না পারে সহিতে ॥৫৯
প্রভু ইচ্ছামতে পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল।
পুনঃ লোকনাথ আগে প্রত্যক্ষ হইল৬০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
লোকনাথ প্রতি কহে সুমধুর বাণী ॥৬১
প্রয়াগে যাইবা তুমি করিয়াছ চিতে।
কি লাগি যাইবা মোরে দেখহ সাক্ষাতে ॥৬২
ওহে লোকনাথ বড় সাধ ছিল মনে।
তোমা সহ একত্র রহিব বৃন্দাবনে ॥৬৩
তেঞি তোমা শীঘ্র পাঠাইয়া বৃন্দাবন।
ভারতীর স্থানে কৈল স ্যাস গ্রহন ॥৬৪
হইলু উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিম দেখিতে।
তাহা না হইল গেলু অদ্বৈত গৃহেতে ॥৬৫
সভে মহাদুঃখী হৈলা আমার স ্যাস।
সভা প্রবোধিলু রহি অদ্বৈতের বাস ॥৬৬
সভা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেলু।
তাঁহা কথোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলু ॥৬৭
মোর লাগি তুমিও দক্ষিণ যাত্রা কৈল।
ব্রজে আমি আইলু শুনি তুমি ব্রজে আইলা ॥৬৮
দৈবযেগে আমা সহ না হইল দেখা।
পাইলে যতেকদুঃখ নাহি তার লেখা ॥৬৯
প্রয়াগে গমন মোর শুনি লোকস্থানে।
প্রভাতে যাইবা তথা করিয়াছ মনে ॥৭০
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি ॥৭১
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর সব বৃত্তান্ত সকল ৭২
সনাতন রূপ আদি মোর প্রিয়গণে।
দেখিতে পা'ইবে এথা অর্তি অল্পদিনে!
তা সভার দ্বারে মনোবৃত্তি প্রকাশিব।
বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্র উথলিব ৭৪
সে সুখ-তরঙ্গে তুমি সতত ভাসিবে।
তোমার মনেতে যাহা সর্ব্বসিদ্ধি হবে ॥৭৬
কথোদিন পরে এক নৃপতি নন্দন।
হইবে তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম ॥৭৬
তেঁহো প্রেমভক্তি রসে ভাসিব সদায়।
জীবের কলুব নাশ করিব হেলায় ॥৭৭
প্রকাশিব পরম মধূর উচ্চ গান।
যাহার শ্রবণে দ্রবে এ দারু পাষাণ ॥৭৮
ঐছে কহি লোকনাথে কৈল আলিঙ্গন।
লোকনাথ ভূমে পড়ি বন্দিলা চরণ ৭৯
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ প্রভু অন্তর্দ্ধান।
লোকনাথ ব্যাকুল ধরিতে মারে প্রাণ ॥৮০
গৌরাঙ্গচান্দের গুণ সঙরি সঙরি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কাঁদে গুমরি গুমরি ॥৮১
আপনা প্রবোধি স্থির হৈলাকতক্ষণে।
তথাপিহ প্রেমধারা বহে দুনয়নে ॥৮২
হইল প্রভাত দেখি করি প্রাতঃক্রিয়া।
শ্রীনামকীর্ত্তন করে নিভৃতে বসিয়া ॥৮৩
ব্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে যথাকালে।
ফলাদি ভক্ষণ করি রহে বৃক্ষতলে ॥৮৪
একস্থান স্থির হইয়া কভু নাহি রয়।
বৃন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমন করয় ॥৮৫

অপূর্ব্ব বনের শোভা দেখি কোন স্থানৈ।
কথোদিন রহে তথা অতি সঙ্গোপনে॥৮৬
অকস্মাৎ কার মুখে করয়ে শ্রবন।
শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র আইলেন বৃন্দাবন॥৮৭
শ্রীরূপগোস্বামী আইলেন তারপর।
পুনঃ তিহো গেলা যথা শ্রীগৌরসুন্দর॥৮৮
সনাতন আসিয়া গেলেন নীলাচল।
এসব শুনিতে নেত্রে বহে প্রেমজল ৮৯
সনাতন রূপ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
আর কথোদিন হবে একত্র নিবাস॥৯০
ঐছে কহি অত্যন্ত ব্যাকুল হেনকালে।
হইল আকাশবাণী আসিব সকলে॥৯১
কিছুদিনে আইলা যৈছে রূপ সনাতন।
যে সকল অন্য গ্রন্থে বিস্তার বর্ণন॥৯২
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি আইলা বৃন্দাবনে।
লোকনাথ গোস্বামী মিলিলা সভাসনে॥৯৩
পরস্পর মিলনে যে আনন্দ হইল।
মুঞি মুর্খ তার লেশ বর্ণিতে নারিল।৯৪
শ্রীরূপ গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামীতে।
সদা সর্ব্বপ্রকারে তোষয়ে সদাদরে॥৯৫
সনাতন গোস্বামীর যৈছে ব্যবহায়।
তাহা তেঁহো নিজ গ্রন্থে করিলা প্রচার॥৯৬
তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতোষিণ্যাম্।
বৃন্দাবন প্রিয়ান বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিতান।
শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্॥৯৭
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট আদি।
লোকনাথ প্রেমেতে বিহ্বল নিরবধি॥৮৯
লোকনাথ তাঁ সভা সহিত প্রেমাবেশে।
বিলসয়ে বৃন্দাবনে মনের উল্লাসে॥৯৯
কহিতে না পারি তাঁর অদ্ভুত চরিত।

ভূগর্ভ গোস্বামী সহ সখ্যতা বিদিত॥১০০
তনু মন এক ইথে ভিন্ন কিছু নয়।
প্রণয় প্রসঙ্গ এথা নারি বিস্তারিতে॥১০১
লোকনাথ মনোহিত কৈল সর্বমতে॥
কি কহিব গোস্বামীর বৈরাগ্য শুনিয়া।
বিদরহে পাষাণ সমান যার হিয়া॥১০২
সদা নিরপেক্ষ ভক্তিশাস্ত্র সুসম্মত।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ সেবারত॥১০৪
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাপ্তি যেরূপে হইল।
তাহা ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে জানাইল॥১০৫
শ্রীরাধাবিনোদ রূপ মাধুর্য্য দেখিতে।
গৌররূপ মাধুর্য্য দেখয়ে আচম্বিতে॥১০৬
প্রভু স্বপ্নাদেশ স্থিতি হইল তখন।
প্রেমেতে বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥১০৭
গৌরাঙ্গচান্দের চারু চরিত্র কহিতে।
আউলিয়া পড়ে অঙ্গ লোটায় ভূমেতে॥১০৮
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার॥১০৯
যবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীরে।
আজ্ঞা মাগিলেন গ্রন্থ বর্নিবার তরে॥ ১১০
গোস্বামী হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥১১১
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লইতে।
ঐছে নিষেধিলা তেঁহো অতি খেদমতে॥
শুনিলুঁ প্রাচীন মুখে এসব আখ্যান।
কিঞ্চিৎ বর্ণিলুঁ এ আস্বাদে ভাগ্যবান॥১১৩
লোকনাথ গোস্বামী পরম দয়াময়।
শ্রীচৈতন্য কৃপাপাত্র প্রেম রত্নময়॥১১৪
বৃন্দাবনে বাস নিত্য কে বুঝে আশয়।
নরোত্তম কৈলা কৃপা প্রসন্ন হৃদয়॥১১৫

তথাপি ঃ—

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য কৃপৈকবিত্তস্তৎ প্রেমহেমা-
ভরনাচাচিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম্, স্তং লোকনাথং
প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ১১৬

যোলদ্ধ বৃন্দাবনমিত্যবাসঃ পরিস্ফুরৎ
কৃষ্ণবিলাস রাসঃ।
স্বাচারচর্য্যা সততং বিরাম, স্তং লোকনাথং
প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ১১৭

কৃপাবলং যস্য বিবেক কশ্চিন্নরোত্তমো নাম
মহান্‌বিপশ্চিৎ।
যস্য পৃথীয়ান বিষয়োপরাম স্তং লোকনাথং
প্রভূমাশ্রয়ামি ॥১১৮

জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম।
লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য প্রিয়তম ॥১১৯
শ্রীপুরোষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তাঁর পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্বত্র ॥১২০
নরোত্তম তাঁর গৃহে যেরূপে জন্মিল।
সে কথা বিস্তারি এথা বর্ণিতে নারিল ॥১২১
তথাপি বর্ণি যে কিছু শুন সাবধানে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥১২২
গৌড়ে রামকেলি গ্রাম অপূর্ব বসতি।
তথা রূপ সনাতন গোস্বামী স্থিতি ॥১২৩
মহারাজ মন্ত্রী সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্রচর্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ ॥১২৪
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।
উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥১২৫
কাশী কাশ্মীরাদি স্থিত মহাবিদ্যাবান।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান ॥১২৬
পরম অদ্ভুত যশে জগৎ ব্যাপিল।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল ॥১২৭
সনাতন রূপ গৌড়রাজ প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি ।১২৮
নবদ্বীপে বিহরয়ে শ্রীগৌরসুন্দর।
লোকমুখে শুনি মহা আনন্দ অন্তর ॥১২৯
দৈন্য পত্রী প্রভুকে পাঠান বারবার।
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ প্রচার।১৩০
প্রভুপদে আত্মা সমর্পিয়া সাবহিত।
প্রভু সন্দর্শন লাগি সদা উৎকণ্ঠিত ॥১৩১
ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর।
সনাতম রূপ লাগি উদ্বিগ্ন অন্তর ॥১৩২
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া ॥১৩৩
গৌড়দেশ পথে হৈল প্রভুর গমন।
না ছাড়ে প্রভুর সঙ্গ প্রিয় ভক্তগণ ॥১৩৩
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
ঐছে রামকেলী আইলা প্রভু গৌররায়। ১৩৫
এথা সনাতন রূপ প্রভু আগমনে।
মহাসুখ-সমুদ্রে ভাসয়ে গোষ্ঠি সনে ॥১৩৬
কেশব ছত্রীন আদি যত প্রিয়গণ।
সভাকার হৈল মহা উল্লাসিত মন ॥১৩৭
রাজমন্ত্রী সনাতন রূপ সঙ্গোপনে।
প্রথমে মিলিলা প্রভু প্রিয়বর্গ সনে ॥১৩৮
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে দোঁহে মিলাইলা ॥১৩৯
দোঁহে মিলি শ্রীগৌরসুন্দর হর্ষমনে।
সিঞ্চিলা অমৃত কত মধুর বচনে ॥১৪০
নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দাদি সভে সুখ পাইলা বিস্তর ॥১৪১
সনাতন রূপ প্রভু অনুগ্রহ মর্তে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥১৪২

অল্পদিন মহাপ্রভু রহেন তথাই।
ইথে লোক ভিড় যত তার অন্ত নেই ॥১৪৩
প্রভু সন্দর্শনে লোক স্থির হৈতে নারে।
নিরন্তর প্রেমানন্দ সমুদ্রে সাঁতারে ॥১৪৪
প্রভুর অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥১৪৫
একদিন প্রভু নিজ প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া ॥১৪৬
নিরখিয়া শ্রীখেতারি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দধারা বহে দু'নয়নে ॥১৪৭॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্তবৎসল্যেতে স্থির হইতে যে নারে।১৪৮
করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
করয়ে হুঙ্কার মহা আনন্দ হিয়ায় ॥১৪৯
হরিদাস বক্রেশ্বর আদি প্রেমময়।
তাঁ সভার চিত্তে হৈল মহাহর্ষোদয় ॥১৫০
প্রভুর অদ্ভুত ভাব দেখি সর্বজনে।
কেহ কার প্রতি কহে অতি সঙ্গোপনে ॥১৫১
নরোত্তম নাম প্রভু লন বারবার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার ॥১৫২
প্রভু প্রেমপাত্র কেহো নরোত্তম নামে।
জ্রিয়ার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে ॥১৫৩
না জানি যে কোন ভাগ্যবন্ত মহাশয়।
পাইল এ হেন পুত্র প্রভু প্রেমময় ॥১৫৪
হেন নরোত্তমে যেহো ধরিল উদরে।
তাঁর সম ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে ॥১৫৫
নরোত্তম দ্বারা কার্য্য সাধিব অনেক।
প্রভু ভাবাবেশে কিছু হইল পরতেক ॥১৫৬
ঐছে নীলাচলে প্রভু ভুবনমোহন।
শ্রীনিবাস নাম লৈয়া করিল ক্রন্দন ॥১৫৭

শ্রীনিবাস প্রকট হইল যার ঘরে।
তাহা মহাপ্রভু ব্যক্ত করিল সংসারে ॥১৫৮
শ্রীচৈতন্য দাস পিতা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া।
প্রভুকে দেখিলা দোঁহে নীলাচল গিয়া ॥১৫৯
দোঁহে গৌড়দেশ আইলা প্রভুর আজ্ঞায়।
মু অতি উল্লাসে তথা দেখিল দোঁহায় ॥১৬০
প্রভু ভক্তগণ এই কহে পরস্পরে।
সাধিব অনেক কার্য শ্রীনিবাস দ্বারে ॥১৬১
প্রেমময় মূর্ত্তি প্রকাশিব গৌরহরি।
হেন শ্রীনিবাসকে দেখিল নেত্রভরি ॥১৬২
ঐছে কত কহে তারা শুনিলুঁ শ্রবণে।
প্রভুর যে লীলা তা বুঝিব কোনজনে ॥১৬৩
নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইলা ॥
রামকেলি আসি নরোত্তমে আকর্ষিলা।১৬৪
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভুর কিঙ্কর।
এ দোঁহে হইব কি এ নয়ন গোচর ॥১৬৫
ঐছে কত কহি মহা আনন্দ অন্তরে।
ভক্তগোষ্ঠি মধ্যে দেখি গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥১৬৬
ঐছে প্রভু ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া।
নাচে কান্দে ভবিষ্য ভক্তের নাম লৈয়া ॥১৬৭
ওহে ভাই কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত্র।
রামকেলি গ্রাম কৈলা সকল পবিত্র ॥১৬৮
সনাতন রূপের প্রেমেতে বন্ধি হৈলা।
কানাই নাট্যশালা গেলা নীলাচলে গেলা ॥১৬৯

এসব প্রসঙ্গ হৈল সর্ব্বত্র প্রচার।
নরোত্তন প্রকটিতে উৎকণ্ঠা সভার ॥১৭০
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥১৭১

ইতি শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাসে—

লোকনাথ—শ্রীরূপ সনাতন মহিমা সহ নরোত্তম।
বির্ভাব পূর্ব্বাভাষ কথনং নাম প্রথমোবিলাস॥

—

দ্বিতীয় বিলাস—

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতৃগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥২
এথা কথোদিন পরে প্রভু ইচ্ছামতে।
জন্মিলেন নরোত্তম ভক্তি প্রকাশিতে॥৩
কিবা মাঘ পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব সুলক্ষণ হৈল প্রকট সময়॥৪
বাড়িল মায়ের শোভা অতি চমৎকার।
পুত্রে দেখি নেত্রে বহে আনন্দাশ্রুধার॥৫
ঝলমল করে দিবা সূতিকামন্দির।
তথা যে ছিলেন সে আনন্দে নহে স্থির॥৬
শ্রীখেতরি গ্রামে হৈল পরম মঙ্গল॥
ঘুচিল দুর্বুদ্ধি লোক আনন্দে বিহ্বল॥৭
হরি হরি ধ্বনি বিনা মুখে নাহি আর।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে অশ্রুধার॥৭
ভক্তিদেবী প্রবেশিলা সভার অন্তরে।
সভে ধাওয়াধাই ফরে কৃষ্ণনন্দ ঘরে॥৯
বিবিধ সামগ্রী ভেট দেন সর্বজন।
সভারে সম্মানে দত্ত মহাবিচক্ষণ॥১০
পুত্রমুখ দেখি আঁখি নারে ফিরাইতে।
কি অদ্ভুত সুখ হইল কৃষ্ণানন্দ চিতে॥১১
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান।
পৌত্রের কল্যাণে কৈল বহু অর্থ দান॥১২
গায়ক বাদক সূতমাগধ বন্দিরে।
যৈছে তুষ্ট কৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥১৩
প্রকটের কালে যে হইল চমৎকার।
বাল্ল্যের ভয়ে হেথা নারি বর্ণিবার॥১৪
গৌর নিত্যানন্দদ্বৈত গণের সহিতে।
নৃত্য কৈল নারায়ণী দেখিল সাক্ষাতে॥১৫
ঐছে ভাগবতী নাহি নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম॥১৫
দিনে দিনে বাড়ে নরোত্তম চন্দ্রপ্রায়।
পুত্রমুখ দেখি মাতা বিহ্বল সদায়॥১৫
ভাগ্যবন্ত কৃষ্ণানন্দ পায় পুত্ররত্ন।
প্রতিদিন বিপ্রে ভুঞ্জায়েন করি যত্ন॥১৮
পুত্রমুখ দেখিয়া জুড়ায় নেত্র প্রাণ।
শুভদিনে কৈলা অন্নপ্রাশন বিধান॥১৯
যে কৌতুক হৈল অন্নপ্রাসন সময়।
তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয়॥৬০
তথা এক দৈবজ্ঞ পরম ভাগ্যবান্।
শিশু সন্দর্শনেতে নির্মল হৈল জ্ঞান॥২১
রাজ আজ্ঞামতে দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কহিল ঞিহার যোগ্য নাম নরোত্তম॥২২
শুনি বিপ্রগণ কহে এই হয় হয়।
মনুষ্যের মধ্যে ঞিহো উত্তম নিশ্চয়॥২৩
অন্য স্ত্রী পুরুষ নামকরণ কালেতে।
যে যাহা কহিল তাহা নারি বিস্তারিতে॥২৪
অন্নপ্রাশনের কালে হৈল যে প্রকার।
তাহা কহি যাতে হয় লোক চমৎকার॥২৫
পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন রহে মুখ ফিরাইয়া॥২৬
অনেকপ্রকার কৈল না কৈল গ্রহণ।
হইল সভার মহা চিন্তাযুক্ত মন॥২৭

দৈবজ্ঞ কহেন ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু নৈবেদ্য এ কভু না ভুঞ্জিবে ॥২৮
সেইক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈয়া।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহো খাইলা হর্ষ হৈয়া ২৯
সেইদিন হৈতে রাজা কহিল সভারে।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না দিহ ইহারে ॥৩০
কৃষ্ণানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে।
বিষ্ণু প্রসাদান্ন শ্রেষ্ঠ বিচারিল চিতে ॥৩১
ছিলেন পূর্ব্বের সেবা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।
তাঁর সেবা প্রতি বাড়িল আগ্রহ ॥৩২
এইরূপে হইলেক শ্রীঅন্নপ্রাশন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৩৩
কথোদিন পরে কৈলা শ্রীচূড়াকরণ।
ব্যাকরণ আদি করাইলা অধ্যাপন ॥৩৪
নরোত্তমে যেই বিদ্যা যে জন পড়ায়।
তাঁহার সন্দেহ ঘুচে ঞিহার কৃপায় ॥৩৫
শ্রীনরোত্তমের চেষ্টা দেখি বিজ্ঞজন।
পরস্পর নিভৃতে করয়ে গুণগান ॥৩৬
কেহ কহে ঞিহো দেখ-অংশে অবতরে।
নহিলে কি মনুষ্যে এমন শক্তি ধরে ॥৩৭
এ নব বয়সে সর্ব্বকার্য্যে সুশিক্ষিত।
সর্ব্বমতে করে সবাকার মনোহিত ॥৩৮
কেহো কহে ঞিহারে ক্ষণেক মাত্র দেখি।
ভুলিয়ে সকল দুঃখে জুড়াই এ আঁখি ॥৩৯
কেহো কহে রাজপুত্র অতি সুকুমার।
সর্বাঙ্গ সুন্দর হেন না দেখয়ে আর ॥৪০
ঐছে কত কহি প্রশংসয়ে কৃষ্ণানন্দে।
কৃষ্ণানন্দ মগ্নপুত্র পালন আনন্দে।৪১
সর্ব্ব প্রকারেতে যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
বিচারয়ে সদা মহা আনন্দ অন্তরে ॥৪২

বিভা করাইয়া আমি পুত্রে রাজ্য দিব।
মোর পিতা সম মুঞি নিশ্চন্ত হইব ॥৪৩
ঐছে বিচারিয়া বিজ্ঞ কায়স্থবর্গেরে।
কহে বিবাহের কন্যা চেষ্টা করিবারে ॥৪৪
এথা নরোত্তম প্রেমাবেশে সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ আরাধয়ে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥৪৫
নিরন্তর পরম বৈরাগ্যভাব চিতে।
রাজভোগাদিক বার্ত্তা না পারে সহিতে ॥৪৬
পুত্রের বৈরাগ্য ক্রিয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দ রায় মহা চিন্তাযুক্তমনে ॥৪৭
নরোত্তম বিনা কিছু নাহি ভায় মনে।
তৈছে মাতা নারায়ণী পুত্রগত প্রাণে ॥৪৮
সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্রপাশে।
তথাপিহ নিরন্তর চিত্তে শঙ্কা বাসে ॥৪৯
নরোত্তম বন্দি প্রায় চিন্তে মনে মনে।
না দেখি উপায় গৃহ ছাড়িব কেমনে ॥৫০
ঐছে চিন্তি চিত্তবৃত্তি না করে প্রকাশ।
কি হবে গৌরাঙ্গ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥৫১
নিতাই অদ্বৈত বলি চারিদিকে ধায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধরণী লোটায় ॥৫২
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া ডাকয়ে বারেবার।
প্রভুগণ সহঁ মোরে করহ উদ্ধার ॥৫৩
ঐছে প্রতিদিন অতি নিভৃত পাইয়া।
ফুরারি কান্দয়ে যহা ব্যাকুল হইয়া ॥৫৪
জগতে ব্যাপিল গৌরচন্দ্রের চরিত।
শুনিতে না পায় তবু শুনে সাবহিত ॥৫৫
শ্রীখেতরি গ্রামে এক প্রাচীম ব্রাহ্মণ।
নাম তাঁর কৃষ্ণদাস কৃষ্ণপরায়ণ ॥৫৬
অতি জিতেন্দ্রিয় তাঁরে সভে করে ভয়।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কাহার সাধ্য নয় ॥৫৭

তেঁহো নরোত্তম বিনা নারে স্থির হৈতে।
কৃষ্ণসেবা সারি যান দেখিতে নিভৃতে ॥৫৮
নরোত্তম তাঁরে অতি আদর করিয়া।
আসনে বসান ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥৫৯
প্রভু ভক্তগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসয়।
তেঁহো সব পৃথক পৃথক করি কয় ॥৬০
চৈতন্যের আদি মধ্য অন্ত্যলীলামৃত।
ক্রমে শুনাইলা কিছু হৈয়া সাবহিত ॥৬১
নিত্যানন্দ অদ্বৈতচন্দ্রের ঐছে লীলা।
প্রেমাবেশে কহে শুনি দ্রবে দারু শিলা ॥৬২
পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস।
বক্রেশ্বর স্বরূপ মুরারি হরিদাস ॥৬৩
নরহরিদাস গৌরীদাস গদাধর।
বাসুঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় দামোদর ॥৬৪
কাশীশ্বর শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী লোকনাথ বর্য্য ॥৬৫
সনাতন রূপ শ্রীগোপাল রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টজীব জগত বিখ্যাত ॥৬৬
সুবুদ্ধি মিশ্র রাঘব কৃষ্ণ পণ্ডিতাদি।
এ সভার বৃত্তান্ত কহিলা যথাবিধি ॥৬৭
প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য কথা।
যেরূপে হইল জন্ম জন্মিলেন তথা ॥৬৮
কহিতে কহিতে দুই নেত্রে ধারা বহে।
নরোত্তম করে ধরি বিপ্র সম্বোধয়ে ॥৬৯
ওহে নরোত্তম তাঁর অদ্ভুত চরিত।
অল্পে সর্বশাস্ত্রে তেঁহো হইলা পণ্ডিত ॥৭০
প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি অতি উৎকণ্ঠাতে।
নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য দর্শনেতে ॥৭১
কথো দূরে শুনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গোপন।
হৈল মূর্চ্ছা সে ইচ্ছায় রহিল জীবন ॥৭২

তথাহি—শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ-কৃত তস্য গুণলেশসূচকে।

আবির্ভূয়কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয় ষণ্টেশ্বরৌ,
নানা শাস্ত্র সুবিজ্ঞ নির্ম্মলধিয়া বাল্যে বিজেতাদ্বিবান্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্বাত্যজন্ সর্ব্বকম্,
সোহয়ং মে করুণনিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭৪

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তম্ পথিশ্রুতশ্চৈতন্য-সংগোপনম্,
মুর্চ্ছীভূয়ঃ কচান্লুনন্ স্বশিরসোঘাতং দধদ্ধিকৃতঃ।
তৎপাদং হৃদি স নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ম্,
সোহয়ং মে করুণানিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥৭৪

প্রভু স্বপ্নে প্রবোদি নিলেন নীলাচলে।
শ্রীনিবাসে সবে দেখি ভাসে প্রেমজলে ॥৭৫

গদাধর ধক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি যত।
সভে শ্রীনিবাসে কৃপা কৈলা যথোচিত ॥৭৬

বৃন্দাবন যাইবারে সভে আজ্ঞা দিলা।
ইহো জগ.াথ দেখি গৌড়ে যাত্রা কৈলা ॥৭৭

শ্রীখণ্ড আসিয়া পুনঃ নীলাচল যাইতে।
পণ্ডিত গোস্বামী সঙ্গোপন শুনে পথে ॥৭৮

মৃতপ্রায় হইয়া আইসে গৌড়দেশে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীপণ্ডিত প্রবোধে অশেষে ॥৭৯

প্রভাতে ব্যাকুল হৈয়া চলে গৌড়পথে।
তথা ভেট হৈল গৌড়দেশী লোক সাথে ॥৮০
প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গোপন।
তা সবার মুখে শুনি হৈল অচেতন ॥৮১
চেতন পাইয়া অগ্নি জ্বালে পুড়িবারে।
দুই প্রভু স্বপ্নচ্ছলে প্রবোধিল তাঁরে ॥৮২
গৌড় হৈয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা।
রজনী প্রভাতে ইহো গৌড় যাত্রা কৈলা ॥৮৩
খণ্ডে গিয়া নরহরি শ্রীরঘুনন্দনে।
প্রণমি পাইয়া আজ্ঞা চলে সেইক্ষণে।৮৪

তথাপি তস্য গুণলেশসূচকে।

গচ্ছন্ ষঃ পথিখণ্ড - সংজ্ঞ-নগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ঃ,
নত্বা শ্রীরসকারঠাকুরবরং নীত্বাতদাজ্ঞাং তথা ॥
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যস্ত্ববন্,
সোহয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুঃ ॥ ৮৫

নবদ্বীপে আসিয়া দেখয়ে চমৎকার।
গণসহ গৌরাঙ্গের প্রকট বিহার ॥৮৬
বিস্মৃত হইয়া পুনঃ ঐছে নিরখয়ে।
নবদ্বীপে দুঃখের সমুদ্র উথলয়ে ॥৮৭
ব্যগ্র হৈয়া শ্রীনিবাস প্রভু গৃহে গেলা।
তথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বহু কৃপা কৈলা ॥৮৮
দাস গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীনিবাসে।
অনুগ্রহ করি সবে প্রেমজলে ভাসে ॥৮৯
তবে শান্তিপুর গিয়া দেখে সীতা মায় ॥
তাঁর যে বাৎসল্য তাহা কহা নাহি যায়।৯০
তথা হৈতে প্রেমাবেশে গেলা খড়দহ।
তথা শ্রীজাহ্নবা বহু কৈল অনুগ্রহ ॥৯১

খানাকুল গেলেন শ্রীঅভিরাম পাশে।
মালিনী সহিত কৃপা কৈল শ্রীনিবাসে ॥৯২
পুনঃ আইলা শ্রীখণ্ড শ্রীনরহরি তাঁরে।
অতি প্রীতে বিদায় করিলা ব্রজপুরে ॥৯৩
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে ব্যাকুল হইয়া।
গমন বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া ॥৯৪
শ্রীনিবাস জাজিগ্রামে প্রবোধি মায়েরে।
এই কথোদিনে একা গেলা ব্রজপুরে ॥৯৫
শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ প্রসঙ্গ শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে ॥৯৬
নরোত্তম ব্যগ্র হৈয়া চিন্তে মনে মনে।
না জানি ইহার সঙ্গ পাবো কথোদিনে ॥৯৭
ঐছে বিচারিতে নদী প্রবাহের পারা।
অতি সুমধুর নেত্রে বহে প্রেমধারা ॥৯৮
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের এ রীত।
পুনঃ পুনঃ প্রভু ভক্তের চরিত ॥৯৯
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া এ হেন প্রভুর অবতার ॥১১০
না ধরে ধৈরজ সদা উমড়য়ে হিয়া।
না পায় ভোজন নিশি পোহায় জাগিয়া ॥১০১
একদিন নিদ্রা হৈলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা গৌররায়।১০২
ভুবনমোহন রূপ রসের পাথার।
তড়িৎ কুঙ্কুম হেন উপমা কি তার ॥১০৩
চাঁচর কেশের বূটা পিঠেতে লোটায়।
কুলবতী কুলটা হইল হেরি তায়।১০৪
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড ঝলমল করে।
কপালে তিলক তাহে কেবা প্রাণ ধরে ॥ ১০৫
ভাঙধনু নয়ন কমল কাম ফান্দ।
হাসি মিশা মুণ্ড জিনি পূর্ণিমার চান্দ ॥ ১০৬

আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
কম্বুকণ্ঠে নানা মণিহার মনোহর ॥ ১০৭
ত্রিবলি বলিত নাভি গভীর সুঠাম।
সিংহ জিনি ক্ষীণ কটিদেশ নিরমাণ ॥ ১০৮
উলটি কদলী জানু মুনি মোহনীয়া।
সুচারু চরণ তল কমল জিনিয়া ॥ ১০৯
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
এ হেন অদ্ভুত শোভা দেখি নরোত্তম। ১১০
না হয় নিমিষ আখ্যে বহে প্রেমধারা।
কমল উপরে যেন মুকুতার হারা ॥ ১১১
অতি সুকোমল তনু ভরল পুলকে।
কদম্ব কেশর শোভা জিনি সে ঝলকে ১১২
উল্লাসে পড়িয়া ভূমে ধরে প্রভু পায়।
প্রভু পদ ধরে নরোত্তমের মাথায় ॥ ১১৩
দুই বাহু পসারি করেন আলিঙ্গন।
স্নেহে পরিপূর্ণ কহে মধুর বচন ॥ ১১৪
ওহে নরোত্তম এই দেখ বিদ্যমানে।
ধরিতে নারিয়ে হিয়া তোমার ক্রন্দনে ॥১১৫
চিন্তা না করিহ শীঘ্র বৃন্দাবন যাবে।
মোর প্রিয় লোকনাথ স্থানে শিষ্য হবে ॥ ১১৬
তেঁহো মহাহৃষ্ট হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিব।
তোমার দ্বারেতে কার্য্য অনেক সাধিব ॥ ১১৬
ঐছে বহু কহিতেই নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
প্রভু অদর্শনে বাড়ে দুঃখের তরঙ্গ ॥ ১১৮
ব্যাকুল হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়।
পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ১২৯
স্বপ্নচ্ছলে দেখে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত আনন্দে বিহরে ॥ ১২০
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ নরহরি।
হরিদাস বক্রেশ্বর মুকুন্দ মুরারি ॥ ১২১
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ শুক্লাম্বর।
গৌরীদাস শ্রীমান সঞ্জয় দামোদর ॥ ১২২
মহেশ শঙ্কর যদু আচার্য্য নন্দন।
প্রভু বেড়ি ভক্তগোষ্ঠী করে সংকীর্ত্তন ॥ ১২৩
নবদ্বীপবাসী লোক ধায় চারিভিতে।
না হয় কাহার সাধ সে শোভা দেখিতে ॥ ১২৪
ব্রহ্মাশিব শেষ সুখে মত্ত অতিশয়।
অনিমিখ নেত্রে রূপ নিরখিয়া রয় ॥ ১২৫
সর্বদেব সহিতে স্বর্গেতে পুরন্দর।
সে শোভা দেখিতে পুষ্প বর্ষে নিরন্তর ॥ ১২৬
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব মনুষ্যে মিশাই।
প্রভুগুণ গায় নাচে করে ধাওয়া ধাই ॥ ১২৭
উথলে সে প্রেমসিন্ধু ভুবন ভাসায়।
পতিত অধম জড় কেহ না এড়ায় ॥ ১২৮
লক্ষ লক্ষ পশু পক্ষী ভুলে শোভা দেখি।
জনমের অন্ধগণ ধায় পাঞা আঁখি ॥ ১২৯
এ হেন অদ্ভুত রঙ্গ দেখে নরোত্তম।
ঝরয়ে নয়নে নদী প্রবাহের সম ॥ ১৩০
প্রভু গৌরচন্দ্র নরোত্তমে নেহারিয়া।
ধরি কোলে না ধরিতে পারে হিয়া ॥ ১৩১
নরোত্তমে সিক্ত করিলেন নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িয়া প্রভুর পদতলে ॥১৩২
ভূমি হৈতে তুলি বাৎসল্যেতে গৌরহরি।
সমর্পিল নিত্যানন্দাদ্বৈত করে ধরি ॥ ১৩৩
প্রিয় ভক্তগণ অনুগ্রহ করাইয়া।
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া ॥ ১৩৪
পুনঃ কহে কৃপা কর মোর প্রিয়গণ।
ঐছে কহি বিদায় করিলা বৃন্দাবন ॥ ১৩৫
নরোত্তম তিলর্দ্ধেক নারে স্থির হৈতে।
প্রভু নিত্যানন্দ শোভা বারেক চাহিতে ॥ ১৩৬

ভূমিতে পড়িয়া প্রভুপদে প্রণমিলা।
প্রভু শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধরিলা॥ ১৩৭
শ্রীভুজ পসারি করিলেন আলিঙ্গন।
দিলেন অমূল্য গৌরাঙ্গের প্রেমধন॥ ১৩৮
বৃন্দাবন যাইবারে অনুমতি দিলা।
দেখিয়া ব্যাকুল বহু প্রবোধ করিলা॥ ১৩৯
প্রভু অদ্বৈতের মহা সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
নরোত্তম সে পদে পড়িলা লোটাইয়া॥ ১৪০
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
হাতে ধরি তুলি কোলে করে বারে বারে॥ ১৪১
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে করি সমর্পণ।
আজ্ঞা দিলা বৃন্দাবনে করহ গমন॥ ১৪২
গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
তাঁ সভার শোভা দেখি প্রফুল্ল নয়ন॥ ১৪৩
সভার চরণে প্রণময়ে পড়ি ভূমে।
সভে প্রেমাবেশে আলিঙ্গয়ে নরোত্তমে॥ ১৪৪
নরোত্তম সভা নেত্রজলে কৈলা স্নান।
সভার চরণে সমর্পিলা মনঃপ্রাণ॥ ১৪৫
প্রভু পরিকর নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
দিলেন বিদায় প্রভুপদে সমর্পিয়া॥ ১৩৬
নরোত্তম বৃন্দাবন গমন করিতে।
হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গ মহা দুঃখচিতে॥ ১৪৭
জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়।
প্রাতঃকৃত্য করি নিজ চিত্ত প্রবোধয়॥ ১৪৮
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্ট হৈল হেনকালে।
নরোত্তম উল্লাসে ভাসয়ে নেত্রজলে॥ ১৪৯
এথা নরোত্তমের জ ক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা ব লোক সাথ॥ ১৫০
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে॥ ১৫১
পরম সুবুদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা॥ ১৫২
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ।
লোকভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন॥ ১৫৩
ঐছে বেশ ধারন করিলা মহাশয়।
না চিনয়ে যদি কার সনে দেখা হয়॥ ১৫৪
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া॥ ১৫৫
এথা মাতা পিতা যৈছে নরোত্তম বিনে।
এক মুখে তাহা বা বর্ণিব কোন জনে॥ ১৫৬
গৌড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরস্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজপুরে॥ ১৫৭
রামকেলি গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিল।
সেই এই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল॥ ১৫৮
নহিলে কি এমন প্রভাব অন্যে হয়।
যে তাঁরে দেখিল তার গেল ভবভয়॥ ১৫৯
ঐছে কত কহে লোক করিয়া ক্রন্দন।
নরোত্তম প্রসঙ্গে সভার ব্যগ্র মন॥ ১৬০
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের প্রিয় যত।
নরোত্তম মঙ্গল চিন্তয়ে অবিরত॥ ১৬১
নরোত্তম নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে রাজপথে।
যৈছে প্রেম চেষ্টা তাহা কে পারে কহিতে॥ ১৬২
নরোত্তম গায়েন প্রভুর গুণগান।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন॥ ১৬৩
যে জন বারেক নরোত্তম পানে চায়।
সে হেন সংসার দুঃখ হইতে এড়ায়॥ ১৬৪
যে গ্রামেতে নরোত্তম করে রাত্রিবাস।
সে গ্রামী লোকের মনে বাড়য়ে উল্লাস॥ ১৬৫
কিবা স্ত্রী পুরুষ রহি নরোত্তম পাশে।
পরস্পর নানা কথা কহে মৃদুভাষে॥ ১৬৬

কেহ কহে কনক চম্পক বহু দূরে।
দেখ কি অপূর্ব রূপ ঝলমল করে॥ ১৬৭
কেহ কহে কিবা মুখ সুদীর্ঘ নয়ন।
কিবা নাসা গণ্ড ভূরু ললাট শ্রবণ॥ ১৬৮
কেহ কহে কিবা জানু বক্ষ পরিসর।
ত্রিবলী বলিত নাভী কিবা কৃশোদর॥ ১৬৯
কেহ কহে কিবা বাহু কি শোভা চরণে।
কি দিয়া গড়িল কেবা কত না যতনে॥ ১৭০
কেহ কহে সামান্য মনুষ্য এহোঁ নয়।
কিবা এ দেবতা কিবা রাজার তনয়॥১৭১
কেহ কহে আহা মরি অলপ বয়সে।
এহেন বৈরাগ্য করি ফিরে দেশে দেশে॥১৭১
কেহ কহে কি আর কহিব ইহা বিনে।
ইহার মা বাপ প্রাণ ধরিবা কেমনে॥১৭৩
কেহ কহে মরু নির্দ্দয় শরীর।
এ হেন বালকে কৈল ঘরের বাহির॥ ১৭৪
এইরূপ নানা কথা কহি পরস্পর।
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে নারে ঘর॥১৭৫
নানা দ্রব্য আনি যত্নে কিছু ভুঞ্জাইল।
শয়ন নিমিত্ত দিব্যাসন আনি দিল॥১৭৬
নরোত্তমে ভোজন শয়ন নাহি ভায়।
নাম সংকীর্ত্তনে নিশি জাগিয় পোহায়॥ ১৭৭
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধারা।
সে দশা দেখিতে প্রাণ কান্দয়ে সভার॥ ১৭৮
প্রভাত সময়ে চলে সভা সম্বোধিয়া।
পাছে পাছে ধায় লোক ব্যাকুল হইয়া॥১৭৯
যে জন দেখয়ে পথে এই দশা তার।
নরোত্তম চিত্তবৃত্তি হরয়ে সভার॥ ১৮০
সর্বতীর্থ দেখি নরোত্তম অল্পদিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে॥ ১৮১

প্রথমে শ্রীমথুরা বিশ্রাম ঘাট গেলা।
শ্রীযমুনা স্নান করি তথাই রহিলা॥১৮২
প্রহরেক রাত্রি গেল হইল নির্জ্জন।
প্রেমাবেশে করেন শ্রীনাম সংকীর্ত্তণ॥১৮৩
হেনই সময়ে এক বিপ্র মথুরার।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো অতি শুদ্ধাচার॥১৮৪
অপূর্ব সামগ্রী কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
নরোত্তমে ভুঞ্জাইল স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥ ১৮৫
বাৎসল্যে ব্যাকুল বিপ্র জিজ্ঞাসিলা যাহা।
স্নেহাধীন নরোত্তম নিবেদিলা তাহা॥১৮৬
ব্রজের বৃত্তান্ত নরোত্তম জিজ্ঞাসয়।
কাতর অন্তরে বিপ্র বিবরিয়া কয়॥১৮৭
রঘুনাথ কাশীশ্বর রূপ শ্রীসনাতন।
সঙ্গোপন হৈলা শুনি করয়ে ক্রন্দন॥ ১৮৮
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন নাম উচ্চারিতে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লুটায় ভূমিতে॥ ১৮৯
কাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীভট্ট রঘুনাথ।
এ নাম লইয়া শিরে করে করাঘাত॥১৯০
হায় হায় একি হৈল করে বারবার।
না পাইলুঁ দেখিতে শ্রীচরণ সভার॥১৯১
ঐছে কত কহি মুর্চ্ছাগত নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদীধারা সম॥১৯২
হইলেন মৃতপ্রায় দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে কোলে করি কান্দিলা বিস্তর॥১৯৩
কতক্ষণে অতিবৃদ্ধ বিপ্র মহাধীর।
আপনি সম্বরি নরোত্তমে কৈলা স্থির॥১৯৪
অনেক প্রসঙ্গে প্রায় রাত্রিশেষ হৈল।
প্রভু ইচ্ছামতে দোঁহে নিদ্রা আকর্ষিল॥১৯৫
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিল রূপ সনাতন।
রঘুনাথ ভট্ট কাশীশ্বর চারিজন॥১৯৬

নরোত্তম শোভা দেখি ভাসি নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িলা সভার পদতলে ॥১৯৭
এবে নরোত্তমে মহাস্নেহে আলিঙ্গিলা।
নরোত্তমের অঙ্গ প্রেমজলে সিক্ত কৈলা ॥১৯৮
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ বচন।
ভাগ্যবন্ত বিপ্র কিছু করিলা শ্রবণ ॥ ১৯৯
নরোত্তম প্রতি সভে মহা হৃষ্ট হৈয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ॥২০০
সে বিচ্ছেদে নরোত্তম অধৈর্য্য হিয়ায়।
করয়ে বিলাপ জাগি চতুর্দ্দিকে চায় ॥২০১
কোথা গেল বলি নেত্রে বহে অশ্রুধার।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি বিপ্রে চমৎকার ॥২০২
ব্যগ্র হৈয়া বিপ্র নরোত্তমে করি কোলে।
পবিত্র হইলুঁ বলি ভাসে নেত্রজলে ॥২০৩
নরোত্তমে কহি কত মধুর বচন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রাচীন ব্রাহ্মণ ॥২০৪
হইল প্রভাত নিশি দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে লইতে চাহেন নিজ ঘর ॥২০৫
নরোত্তম বিপ্রেরে করিয়া নমস্কার।
ব্যাকুল হইয়া আজ্ঞা মাগে বারবার ॥ ২০৬
অনুগ্রহ কর মোরে করিয়া গমন।
দেখি গিয়া শ্রীগোস্বামী সভার চরণ ॥ ২০৭
এই কর যেন পূর্ণহয় মোর সাধ।
বিপ্র স্নেহে করি কোলে কৈলা আশীর্বাদ ॥২০৮
নরোত্তম সঙ্গেতে চলিলা কথোদূর।
না চলে চরণ শ্রম হইল প্রচুর ॥২০৯
বৃন্দাবন পথ নরোত্তমে দেখাইয়া।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥২১০
নরোত্তম চলে প্রণমিয়া বিপ্র পায়।
বিচ্ছেদ ব্যাকুল বিপ্র পথপানে চায় ॥২১১

নরোত্তম চলিতে চিন্তয়ে মনে মনে।
মো হেন অযোগ্য আনিলেন বৃন্দাবনে ॥ ২১২
কৃপাময় প্রভু শ্রীগোস্বামী লোকনাথ।
মো হেন পতিতে কি করিব আত্মসাথ ॥২১৩
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি প্রেমের আলয় ॥ ২১৪
এ সভার পাদপদ্ম ধরিব কি মাথে।
সভে কি করিব কৃপা মো হেন অনাথে ॥২১৫
শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রেমের মূর্ত্তি যেঁহো।
মো হেন দীনে কি প্রীত করিবেন তেঁহো ॥২১৬
এতো কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমজল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল ॥ ২১৭
এথা অকস্মাৎ গতরাত্রে শ্রীনিবাস।
হইলা অধৈর্য্য চিত্ত ব্যাপিলা উল্লাস ॥ ২১৮
দেখি মহামঙ্গল চিন্তয়ে মনে মনে।
অবশ্য মিলিব কোন প্রাণবন্ধু সনে ॥ ২১৯
স্বাভাবিক প্রেমোদয়ে ঝরে দুনয়ন।
বহু রাত্রি কৈল সুখে নাম সংকীর্ত্তন ॥ ২২০
অকস্মাৎ অল্প নিদ্রা হৈল রাত্রিশেষে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপ কহেন শ্রীনিবাসে ॥ ২২১
ওহে শ্রীনিবাস এই রজনী প্রভাতে।
হইব তোমার দেখা নরোত্তম সাথে ॥ ২২২
ঐছে কহি গোস্বামী হইলা অন্তর্দ্ধান।
শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনী বিহান ॥২২৩
অতি শীঘ্র শ্রীজীব গোস্বামী পাশে গিয়া।
রজনী বৃত্তান্ত জানাইল প্রণমিয়া ॥২২৪
শ্রীজীব গোস্বামী কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
ঐছে প্রভু মোরে জানাইলা তাঁর গতি ॥২২৫
যাহার প্রসঙ্গ পূর্বে কহিল তোমায়।
এই সেই নরোত্তম আইসে এথায় ॥ ২২৬

তোমারে কহিতে স্বপ্ন উদ্বিগ্ন আছিলুঁ।
শুনিয়া তোমার মুখে মহাসুখ পাইলুঁ ॥২২৭
এত কহি শীঘ্র গেলা গোবিন্দ দর্শনে।
শ্রীনিবাস মহাহর্ষে আইলা নিজস্থানে॥ ২২৮
অকস্মাৎ কেহ আসি দিল সমাচার।
গৌড় হৈতে আইলা এক নৃপতি কুমার॥ ২২৯
অলপ বয়স মূর্ত্তি অতি মনোহর।
নিজ নেত্রজলে সদা সিক্ত কলেবর ॥২৩০
শ্রীগোবিন্দ দরশনে যে হৈল বিকার।
কে কহিতে পারে তাহা অতি চমৎকার॥ ২৩১
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে ধরি করি কোলে।
সিঞ্চিলা তাঁহার অঙ্গ নিজ নেত্রজলে ॥২৩২
অতি সুমধুর বাক্যে তাঁরে প্রবোধিলা।
তোমারে লইতে মোরে দিল পাঠাইয়া। ২৩৩
ঐছে শুনি শ্রীনিবাস স্থির হৈতে নারে।
মনের উল্লাসে গেলা গোবিন্দের দ্বারে ॥২৩৪
নরোত্তম সঙ্গে তথা হইল মিলন।
দরিদ্র পাইল যেত অমূল্য রতন ॥২৩৫
শ্রীনিবাস যে কহিলা আলিঙ্গন করি।
সে অতি মধুর কথা বিস্তারিতে নারি ॥২৩৬
নরোত্তম হৈলা যৈছে আচার্য্য দর্শন।
তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোন্‌জন॥ ২৩৭
কেহ কার প্রতি কহে হইয়া বিস্মিত।
দেখিলুঁ আশ্চার্য্য এই স্বাভাবিক প্রীত ॥২৩৮
শ্রীনিবাস নরোত্তম একত্র দোঁহারে।
দেখি কত বিতর্ক করয়ে পরস্পরে ॥২৩৯
নরোত্তম মনে অভিলাষ ছিল যাহা।
শ্রীগোবিন্দদেব পূর্ণ করিলেন তাহা ॥২৪০
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোবিন্দের অধিকারী।
তেঁহো মালা প্রসাদ দিলেন যত্ন করি ॥২৪১

প্রসঙ্গে কহিয়ে কৃষ্ণ পণ্ডিত আখ্যান।
চৈতন্য পার্ষদ যেঁহো মহা বিদ্যাবান ॥২৪২
কাশীশ্বর গোস্বামীর হইলে সঙ্গোপন।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেহে গোবিন্দ চরণ ॥২৪৩
সর্বত্র বিদিত এই নরোত্তম প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোস্বামীর প্রীত অতি ॥২৪৪
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত প্রণমিয়া।
যৈছে দৈন্য কৈলা শুনিতে কান্দে হিয়া ॥২৪৫
শ্রীজীব গোস্বামী শীঘ্র লৈয়া নরোত্তমে।
আইলেন লোকনাথ গোস্বামী আশ্রমে ॥২৪৬
অতি সে নির্জ্জন একা আছেন বসিয়া।
সনাতন রূপের বিচ্ছেদ দগ্ধ হিয়া ॥২৪৭
শ্রীজীব গোস্বামী প্রণমিয়া ধীরে ধীরে।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা গোস্বামীরে ॥২৪৮
শুনি নরোত্তমে দেখি ভাসে নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িল গোস্বামী পদতলে ॥২৪৯
পুরব সঙরি স্থির নহে বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ নরোত্তম মাথে ॥২৫০
নরোত্তমে সিক্ত করি অমৃত বচনে।
জানাইলা দীক্ষা বিধি হৈবে কিছুদিনে ॥২৫১
শ্রীজীব গোস্বামী প্রতি কহে বারবার।
এই কর ভক্তিগ্রন্থে হউক্ অধিকার ॥২৫২
শ্রীনিবাস প্রতি কহে অতি বাৎসল্যেতে।
সদা সাবধান করাইবা ভক্তিপথে ॥২৫৩
ঐছে কহি রূপসনাতন নাম লৈয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস মহা ব্যাকুল হইয়া ॥২৫৪
গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাঞি।
যে রূপ হইলা তা কহিতে সাধ্য নাই ॥২৫৫
নিবারিতে নারে নেত্রধারা নিরন্তর।
হইলেন বিদায় পাইয়া অবসর ॥২৫৬

শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্ম দরশনে।
যে হইল তাহা বা বর্ণিব কোন্‌জনে ॥২৫৭
তথা শ্রীনিবাস নরোত্তমে যে কহিলা।
সে প্রেম প্রসঙ্গ অন্যে বিস্তারি বর্ণিলা ॥২ ৮
নরোত্তমে স্থির করি শ্রীজীব গোসাঞি।
শীঘ্র হৈয়া গেল ভট্ট গোস্বামীর ঠাঞি ॥২৫৯
তেঁহো বসি আছে একা পরম নির্জ্জনে।
সদাই উদ্বিগ্ন রূপসনাতন বিনে ॥২৬০
সনাতন প্রতি যৈছে ব্যবহার তার।
কহিতে কি জানি তাহা সর্ব্বত্র প্রচার ॥২৬১

তথাহি শ্লোকঃ।

সনাতন প্রেমপরিপ্লুতান্তরং শ্রীরূপসখ্যেন-
বিলক্ষিতাখিলম্।
গোপাল ভট্টং ভজতামভীষ্টদং নমামি
রাধারমনৈক-জীবনম্ ॥২৬২

গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাঞি।
হইলেন যেরূপ কহিতে সাধ্য নাই ॥২৬৩
সবিনয় পূর্ব্ব প্রণমিয়া নিবেদিলা।
সেই এই নরোত্তম শুনি হর্ষ হৈলা ॥ ২৬৪
নরোত্তম পড়িয়া গোস্বামী পদতলে।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ ২৬৫
জিজ্ঞাসি মঙ্গল মহামধুর বাক্যেতে।
কৈলা যে বাৎসল্য তাহা না পারি বর্ণিতে ॥২৬৬
শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামীরে প্রণমিয়া।
চলিলেন শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া ॥২৬৭
শ্রীরাধারমণ শোভা দেখি নেত্রভরি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি ॥২৬৮

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
ক্রমে এ তিনের মুখ বক্ষঃ শ্রীচরণ ॥২৬৯
এক ঠাঞি তিনের দর্শন প্রাপ্ত কৈল।
শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমে জানাইল ॥২৭০
ঐছে কত প্রেমাবেশে কহিতে কহিতে।
প্রবেশিলা শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেতে ॥২৭১
শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীরে জানাইলা।
গৌড় হৈতে নরোত্তম অদ্য এথা আইলা ॥২৭২
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামী পদতলে।
তেঁহো মহাহৃষ্ট হৈয়া করিলেন কোলে ॥২৭৩
নেত্রের ধারায় নরোত্তমে সিক্ত করি।
কহিলা যতেক স্নেহে কহিতে না পারি ২৭৪
রাধা গোপীনাথের দর্শণ করাইলা।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি নরোত্তমে দিলা ॥২৭৫
নরোত্তম করি গোপীনাথের দর্শন।
যেরূপ হইল তা বর্ণিব কোন্‌জন ॥২৭৬
শ্রীজীব গোস্বামী দোঁহে লৈয়া তথা হৈতে।
ভূগর্ভ গোস্বামী বাসা গেলেন ত্বরিতে ॥ ২৭৭
তেঁহো প্রেমময় মহাপণ্ডিত গভীর।
লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর ॥২৭৮
চিন্তয়ে প্রভুর লীলা নির্জ্জনে বসিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামী তথা মিলিলেন গিয়া ॥২৭৯
প্রিয় নরোত্তমের দিলেন পরিচয়।
গোস্বামীর হইল পরম হর্ষের উদয় ॥২৮০
নরোত্তম পড়িয়া শ্রীভূগর্ভ চরণে।
তেঁহো মহাস্নেহ প্রকাশিলা আলিঙ্গনে ॥২৮১
নরোত্তমে কোলে করি না পারে ছাড়িতে।
কহিলা যে সব তাহা নারি বিস্তারিতে ॥২৮৩
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভূগর্ভে প্রণমিয়া।
বাসা গেলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া ॥২৮৩

রাধা দামোদরে দর্শন করাইলা ।
নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হইলা ॥ ২৮৪
তথা রূপ গোস্বামীর সমাধি দর্শনে ।
যে দশা হইল তা বর্ণিব কোন্‌জনে ॥ ২৮৫
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় নরোত্তম ।
নেত্রে ধারা বহে নদী প্রবাহের সম ॥২৮৬
হইল নিশ্চল দেহ না চলে নিশ্বাস ।
আস্তেব্যস্তে কোলে তুলি লৈলা শ্রীনিবাস ॥২৮৭
শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করি কতক্ষণে ।
আপন কুটীরে লৈয়া গেলা নরোত্তমে ॥২৮৮
হেনকালে কেহ জানাইলা গোস্বামীরে ।
শীঘ্র আগমন কর গোবিন্দ-মন্দিরে ॥২৮৯
শ্রবণ মাত্রেতে দোঁহে লৈয়া শীঘ্র গেলা ।
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দেখিলা ॥ ২৯০
তথায় হইল মহাপ্রসাদ সেবন ।
পুনঃ নিজ বাসা আইলা সঙ্গে দুইজন ॥২৯১
কতক্ষণ রহি কৃষ্ণ কথা আলাপনে ।
চলিলেন শ্রীমদনমোহন দর্শনে ॥২৯২
তথা গিয়া উত্থাপন আরতি দেখিলা ।
নরোত্তম বৃত্তান্ত সকলে জানাইলা ॥২৯৩
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী স্নেহেতে ।
যে কৃপা করিলা তাহা নারি বিস্তারিতে ॥২৯৪
নরোত্তম দেখিয়া শ্রীমদনমোহনে ।
ধরিতে না পারে অঙ্গ ধারা দু'নয়নে ॥ ২৯৫
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞি ।
যে সুখ হইল তা কহিতে সাধ্য নাই ॥২৯৬
সনাতন গোস্বামীর সমাধি যেখানে ।
নরোত্তমে দেখাইলা শ্রীজীব আপনে ॥২৯৭
নরোত্তম হৈলা যৈছে সমাধি দর্শনে ।
তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোন্‌জনে ॥২৯৮
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহ কে বর্ণিতেপারে ।
নরোত্তমে স্থির কৈলা অনেক প্রকারে ॥২৯৯
সভা লৈয়া শ্রীজীব গোস্বামী বাসা গেলা ।
প্রিয় শ্রীনিবাস নরোত্তমে সমর্পিলা ॥৩০০
মহাসুখে শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া ।
চলিলেন বাসা গোস্বামীরে প্রণমিয়া ॥৩০১
রাত্রি পোহাইলা দোঁহে কৃষ্ণ কথা রসে ।
প্রভাতে যমুনা স্নান কৈলা প্রেমাবেশে ॥৩০২
দোঁহে নিজ নিজাভীষ্ট চরণ বন্দিয়া ।
শ্রীজীব গোস্বামী পাশে গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥৩০৩
তেঁহো রাধাকুণ্ডে পাঠাইলা শীঘ্র করি ।
দেখিলেন গিয়া দুই কুণ্ডের মাধুরী ॥৩০৪
শ্রীনিবাস গিয়া দাস গোস্বামীর স্থানে ।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা সাবধানে ॥৩০৫
যদ্যপি গোস্বামী মহাব্যাকুল হৃদয় ।
তথাপিহ শুনি চিত্তে হৈল হর্ষোদয় ॥৩০৬
কোথা নরোত্তম বলি নেত্র প্রকাশিলা ।
নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥৩০৭
বাৎসল্যে বিহ্বল হৈয় শ্রীদাস গোসাঞি ।
যে কৃপা করিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই ॥৩০৮
তথাতে যে ছিলেন পরম বিজ্ঞগণ ।
সভাসহ হৈল নরোত্তমেরমিলন ॥৩০৯
শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোসাঞি গোবর্দ্ধনে ।
পাইলা পরমানন্দ দেখি নরোত্তমে ॥৩১০
শ্রীনিবাস নরোত্তম সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া ।
শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে নিবেদিল গিয়া ॥৩১১
শ্রীজীব গোস্বামী সব শুনি হৃষ্ট হৈলা ।
নরোত্তমে শীঘ্র পাঠারম্ভ করাইলা ॥ ৩১২

নরোত্তম করে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন।
অর্থের কৌশলে হরে সভাকার মন ॥ ৩১৩
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর।
লোকনাথ গোস্বামীর সেবায় তৎপর ॥৩১৪
যৈছে সে করে তাহা কহনে না যায়।
গোসাঞি প্রসন্ন নরোত্তমের সেবায় ॥৩১৫
একদিন নরোত্তমে ব্যাকুল দেখিয়া।
মনোরথ পূর্ণ কৈলা দীক্ষামন্ত্র দিয়া ॥৩১৬
কিবা সে অপূর্ব মন্ত্র দীক্ষার বিধান।
বিস্তারিতে নারি ভক্তি শাস্ত্রে সে প্রমাণ ॥৩১৭
বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সভাকার।
দেখি নরোত্তমের অদ্ভূত অধিকার ॥৩১৮
শ্রীজীব গোস্বামী বুঝি সভার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥৩১৯
শ্রীঠাকুর মহাশয় খ্যাতি মনোহর।
শুনি সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস অন্তর ॥৩২০
যৈছে নরোত্তম তৈছে পদবী তাঁহার।
এই কথা সর্বত্রই হইল প্রচার ॥৩২১
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
সভার পরম স্নেহপাত্র ব্রজপুরে ॥৩২২
বৃন্দাবনে মানসি সেবায় যৈছে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সে সব বিদিত ॥৩২৩
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবারে।
এবে কহি গৌড়ে পুনঃ আইলা যে প্রকারে ॥৩২৪
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥৩২৫

ইতি শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাসে নরোত্তমের অবির্ভাব বাল্য লীলা, কৃষ্ণদাস সমীপে শ্রীচৈতন্য লীলা শ্রবন, গৃহত্যাগ, বৃন্দাবনে গমন ব্রজের গৌরাঙ্গ পার্ষদগন সহ মিলন ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রসঙ্গাদি বর্ণন নাম দ্বিতীয় বিলাসঃ ॥

॥ তৃতীয় বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবন ॥২
শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব মহান্ত সহিতে।
শুভদিন কৈলা গৌড়ে গ্রন্থ পাঠাইতে ॥৩
শ্রীনিবাসাচার্য্যে সমর্পিলা গ্রন্থগণ।
যাঁর দ্বারা প্রভু করাবেন বিতরণ ॥৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজকৃত শ্লোকে।
বর্ণিলেন একথা বিদিত সর্বলোকে ॥ ৫

তথাহি শ্লোকঃ ॥

শ্রীরূপ প্রথৈকশক্তিকতমেনাবিষ্করোতি প্রভুঃ,
গ্রন্থোঽয়ং বিতনোতি শক্তি পরয়া
শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণতলে যেন সঃ,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি র্মমকদাদৃগ্‌গোচরং যাস্যতি ৬

শ্রীজীব গোস্বামী কোটি সমুদ্র গভীর।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত বাহে মহাধীর ॥৭
সর্বত্র বিদায় করাইয়া শ্রীনিবাসে।
শুভক্ষণে যাত্রা করাইলা গৌড়দেশে ॥৮
লোকনাথ গোস্বামী সে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া।
নরোত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া ॥৯
নরোত্তমে করিতে কহিলা বারবার।
শ্রীবিগ্রহ সেবা সংকীর্ত্তন সদাচার ॥১০
ঐছে বহু শুনি নরোত্তমের উল্লাস।
কে বর্ণিবে যে সুখ পাইলা শ্রীনিবাস ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তমে।
শ্যামানন্দে সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে ॥১২
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ দুই তোমার।
সর্বমতে তোমারে যে এ দোঁহার ভার ॥১৩
শ্যামানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়দেশে গিয়া।
যাইবে উৎকলে শ্রীঅম্বিকাপুরী হৈয়া ॥১৪
এসব প্রসঙ্গ এথা নারি বর্ণিবার।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে জানিবে বিস্তার ॥১৫
সর্ব মহান্তের করি চরণ বন্দন।
ভক্তিগ্রন্থ লৈয়া তিনে করয়ে গমন ॥১৬
শ্রীজীব গোস্বামী আদি ব্যাকুল অন্তর।
মথুরা পর্য্যন্ত সভে চলিলা সত্বর ॥১৭

আগে চলাইলা গ্রন্থরত্ন গাড়ী ভরি।
সঙ্গে একাদশ ব্রজবাসী অস্ত্রধারী ॥১৮
মথুরায় গিয়া সভে কৈলা রাত্রিবাস।
মথুরাবাসীর হৈল পরম উল্লাস ॥ ১৯
প্রাতঃকালে বিদায় সময়ে হৈল যাহা।
কোটি কোটি মুখেও বর্ণিতে নারি তাহা ॥২০
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
শ্রীগৌড়মণ্ডল প্রাপ্ত হৈলা কথো দিনে ॥২১
বনপথে বন বিষ্ণুপুর সন্নিধানে।
বনমধ্যে এক গ্রাম আইলা সেই খানে ॥২২
তথা সাবধানে বহু রাত্রি গোঙাইলা।
প্রভু ইচ্ছামতে সভে নিদ্রাগত হৈলা ॥২৩
রাজা বীর হাম্বিরে কহিল কোন জন।
গাড়ী পূরি রত্ন লৈয়া আইল মহাজন ॥২৪
শুনি রাজা দস্যু শীঘ্র প্রেরিয়া উল্লাসে।
গ্রন্থরত্নগণ আনাইলা অনায়াসে ॥২৫
সম্পুটের মধ্যে গ্রন্থ না করি বাহির।
সম্পুট দর্শনে রাজা হইলা অস্থির ॥২৬
বারবার প্রণময়ে ভূমিতে পড়িয়া।
রাজা এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া ॥২৭
রাজা কহে একি হৈল আমার অন্তরে।
না জানি কি রত্ন আছে সম্পুট ভিতরে ॥২৮
ঐছে কত কহে রাজা নেত্রে বহে জল।
ভক্তিদেবী দেখাইলা নানা সুমঙ্গল ॥২৯
রাজা বহু বিচার করিয়া মনে মনে।
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিলা নির্জ্জনে ॥৩০
সম্পুটের মধ্যে দেখে গ্রন্থরত্নগণ।
রাজা মহাখেদে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ ৩১
হায় হায় কি হইল দুর্দ্দৈব আমার।
কোন মহাশয়ে দুঃখ দিলুঁ মুঞি ছার ॥৩২

যদি মোর ভাগ্যে হয় তাঁর দরশন।
তবে গ্রন্থ রত্ন দিয়া লইমু শরণ ॥৩৩
ঐছে কত কহে রাজা বসিয়া বিরলে।
এথা গ্রন্থ চুরি হৈলে জাগিলা সকলে ॥৩৪
গ্রন্থ অদর্শনে হৈল যে দশা সভার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ॥৩৫
ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ কোনরূপে স্থির হইতে না পারে ॥৩৬
আচার্য্য ঠাকুর কিছু ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
কহয়ে মধুর বাক্য সভা সম্বোধিয়া ॥৩৭
সতর্কে দুর্গম পথ নির্বিঘ্নে আইলুঁ।
এথা অকস্মাৎ সভে নিদ্রাগত হৈলুঁ ॥৩৮
না জানিলুঁ গ্রন্থ কেবা হরিল কখন।
ইথে বুঝি আছে কিছু গূঢ় প্রয়োজন ॥৩৯
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহয়ে নিভৃতে।
বুঝি এই ছলে কৃপা হৈবে এদেশেতে ॥৪০
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে।
চিন্তা নাহি গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈবে অনায়াসে ॥৪১
এথা কেহ আচার্য্যে কহয়ে ধীরে ধীরে।
রাজার এ কার্য্যে যাহ বন বিষ্ণুপুরে ॥৪২
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য সভা প্রবোধিয়া।
বৃন্দাবনে লোক পাঠাইলা পত্রী দিয়া ॥৪৩
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে মহাযত্ন করি।
পুনঃ পুনঃ কহে শীঘ্র যাইতে খেতরি ॥৪৪
শ্যামানন্দ প্রতি কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
যাইবে উৎকলে শীঘ্র খেতরি যাইয়া ॥৪৫
বন বিষ্ণুপুরে আমি গ্রন্থ অন্বেষিব।
গ্রন্থপ্রাপ্তি সমাচার শীঘ্র পাঠাইব ॥৪৬
এবে আর চিন্তা কিছু না করিও মনে।
এত কহি বিদায় করিলা দুইজনে ॥৪৭
আচার্য্যের বাক্য দোঁহে না করে লঙ্ঘন।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হৈয়া করিলা গমন ॥৪৮
শ্রীখেতরি গিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দে তিলার্দ্ধেক ছাড়িতে নারয় ॥ ৪৯
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য বন বিষ্ণুপুরে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীর হাম্বিরে ॥৫০
গ্রহরত্ন দিয়া রাজা লইলা শরণ।
গোষ্ঠিসহ হৈলা মহাভক্তি পরায়ণ ॥৫১
এসব প্রসঙ্গ এথা সংক্ষেপে কহিল।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল ॥৫২
বন বিষ্ণুপুরের এ সব সমাচার।
সর্বত্র বিদিত সভে শুনি চমৎকার ॥৫৩
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর পরমানন্দ মনে।
গ্রন্থপ্রাপ্তি পত্রী পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥৫৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দে যথা।
শীঘ্র এ সংবাদ পত্রী পাঠাইলা তথা ॥৫৫
পত্রীপাঠ মাত্রে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কহি সাধ্য নয় ॥৫৬
শ্যামানন্দ আনন্দ আবেশে কথোক্ষণ।
উর্দ্ধবাহু করি কৈলা কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥৫৭
মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষদত্ত নাম গুণের আলয় ॥৫৮
শ্রীনরোত্তমের তেঁহো পিতৃব্য কুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যারে দিলা রাজ্যভার ॥৫৯
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গল বিধানে।
করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ সজ্জনে ॥৬০
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
বন বিষ্ণুপুরে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা ॥ ৬১
শ্যামানন্দ বিদায় হইলা তারপরে।
বিচ্ছেদ যে দুঃখ তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥৬২

বিদায়ের কালে যৈছে কথোপকথন।
তাহা শুনি পক্ষী করয়ে ক্রন্দন ॥৬৩
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহাব্যগ্র চিত্তে।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে উৎকল যাইতে ॥৬৪
চলিলেন শ্যামানন্দ কাতর অন্তরে।
নবদ্বীপ হৈয়া গেলা অম্বিকানগরে ॥৬৫
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মন্দির দর্শনে।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট ধারা বহে দুনয়নে ॥৬৬
শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি কোন মহাশয়।
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের আগে নিবেদয় ॥৬৭
আইলেন তোমার দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিলুঁ অদ্ভুত প্রেম ভক্তির প্রকাশ ॥৬৮
শ্রীমন্দির দূরে দেখি ভূমেতে পড়িয়া।
করেন প্রণতি কত অতি দীন হৈয়া ॥ ৬৯
কিবা দুই নয়নের জলে ভাসি যায়।
তেঁহো দূরে আইসে মুঞি আইলুঁ ত্বরায় ॥ ৭০
শুনিয়া ঠাকুর অতি আনন্দে অন্তরে।
কহে বারবার শীঘ্র আনহ তাহারে। ৭১
তার লাগি সদা মোর উদ্বিগ্ন হৃদয়।
যৈছে ভক্তি চেষ্টা তাহা কহিলে না হয় ॥৭২
দীক্ষামন্ত্র লৈয়া এথা রহি কথোদিন।
নিতাই চৈতন্যচান্দে কৈল প্রেমাধীন ॥৭৩
কত যত্ন করি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবন
তথা গিয়া ভক্তিশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥৭৪
নিজ মনোবৃত্তি মোরে লিখি পাঠাইল।
তার আর্ত্তি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞা দিল ॥৭৫
নিকুঞ্জ সেবায় রত হৈল অনিবার।
পাইল সুখ শ্যামানন্দ নাম হৈল তার ॥৭৬
বৃন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈল।
এথাতে আসিব পূর্বপত্রী পাঠাইলা ॥৭৭

নিতাই চৈতন্য কৃপা করি তাঁর দ্বারে।
যে কার্যে সাধিব তাহা ব্যাপিব সংসারে ॥৭৮
মোর প্রিয় শিষ্য সেই করিলুঁ তোমার।
অনেক দিনের পরে দেখিব তাহায় ॥৭৯
এত কহিতেই শ্যামানন্দ উপনীত।
পড়িলা চরণতলে হৈলা সাবহিত ॥৮০
শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ শ্যামানন্দ মাথে ॥৮১
আলিঙ্গন করিতেই দূরে গিয়া রয়।
ভাসে নেত্রজলে মহা উল্লাস হৃদয় ॥৮২
তথাপি ঠাকুর আলিঙ্গিয়া সেইক্ষণে।
প্রেমাবেশে লৈলা প্রভু মন্দির প্রাঙ্গণে ৮৩
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিল।
প্রভু দেখি শ্যামানন্দ অধৈর্য্য হইল ॥৮৪
যে ভাব বিকার তাহা কহিতে না পারি।
নিজস্থানে আনিলা ঠাকুর সঙ্গে করি ॥৮৫
নিজ ভুক্তশেষ সুখে দিলা শ্যামানন্দে।
ভুঞ্জিলেন শ্যামানন্দ পরম আনন্দে ॥৮৬
তবে শ্রীঠাকুর সমাচার জিজ্ঞাসিলা।
আদ্যোপান্ত শ্যামানন্দ সকলি কহিলা ॥৮৭
অতিপ্রিয় শিষ্য শ্যামানন্দের কথায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহা নাহি যায় ॥৮৮
কথোদিন শ্যামানন্দ রহি গুরুপাশে।
গুরুসেবা করে মহা মনের উল্লাসে ॥৮৯
একদিন হৃদয় চৈতন্য দয়াময়।
শ্যামানন্দে অতি সুমধুর বাক্য কয় ॥৯০
না কর বিলম্ব এবে উৎকল যাইতে।
বহুকার্য সিদ্ধ হবে তোমার দ্বারাতে ॥৯১
এত কহি নিতাই চৈতন্য আগে লৈলা।
শ্রীমালা প্রসাদ শ্যামানন্দে আনি দিলা ॥ ৯২

মহাশক্তি সঞ্চারিয়া করিলা বিদায়।
শ্যামানন্দ ব্যাকুল কান্দয়ে উভরায় ॥৯৩
যৈছে শ্যামানন্দ কৈলা উৎকল গমন।
এথা বিস্তারিয়া তাহা হয় না বর্ণন ॥৯৪
উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যানানন্দ তা সভার করিল নিস্তার॥৯৫
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহুশিষ্য কৈলা।
তাঁ সভার কৃপাবেশে দেশ ধন্য হৈলা ॥৯৬
এথা এ সকল কথা সংক্ষেপে কহিলুঁ।
ভক্তি রত্নাকরগ্রন্থে ইহা বিস্তারিলু॥৯৭
এবে কহি শামানন্দ মনের উল্লাসে।
শ্রীখেতরি হৈতে আইলা শ্রীউৎকলদেশে ॥০৮
শ্রীখেতরি হৈতে যে মনুষ্য সঙ্গে আইলা।
সমাচার পত্রী দিয়া তাঁরে পাঠাইলা ॥৯৯
এথা খেতারিতে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ বিনা অতি উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥৫০০
তাঁর মহামঙ্গল সংবাদ পত্রী পাঞা।
বন বিষ্ণুপুরে শীঘ্র দিলা পাঠাইয়া ॥১০১
পত্রী পাঠে ঠাকুর পরমানন্দমনে।
নিজ পত্রী পাঠাইলা শ্যামানন্দ স্থানে॥১০২
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে পত্রী পাঠাইলা।
পত্রী পাঠে মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা ॥১০৩
পুনঃ মহাশয় পত্রী পাঠাইলা ত্বরিতে।
নবদ্বীপে যাত্রা কৈলা খেতরী হইতে।১০৪
প্রেমাবেশে পথে চলে মত্ত হস্তী প্রায়।
মুখ বক্ষঃ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥১০৫
যে দেখে বারেক শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
সে নির্ম্মল প্রেম ভক্তি সমুদ্রে ভাসিয়ে ॥১০৬
ছাড়িতে নারয় সঙ্গ শোভা নিরখিয়া।
গলে লোক সব আইসে ধাইয়া ॥১০৭
নানাকথা কহি সভে করে নিরীক্ষণ।
গ্রাম হৈতে গেলে মহাদুঃখী সর্ব্বজন ॥১০৮
ঐছে কিছুদিনে নবদ্বীপ পাশে গিয়া।
করে মহাখেদ অতি ব্যাকুর হইয়া ॥১০৯
ওহে দয়াময় প্রভু দুঃখ ভুজাইতে।
এ হেন সময়ে জন্মাইলুঁ পৃথিবীতে ॥১১০
দেখিতে না পাইলুঁ এই নদীয়া বিহার।
তথা কহিংতই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥১১১
ধীরে ধীরে চলে দুঃখে ক্রন্দন করিয়া।
দেখয়ে আশ্চর্য্য নবদ্বীপে প্রবেশিয়া ॥১১২
প্রতি ঘরে ঘরে কিবা আনন্দ মঙ্গল।
নিরন্তর হরি হরি ধ্বনি কোলাহল ॥১১৩
কি নারী পুরুষ মহা মনের উল্লাসে।
চতুর্দ্দিক হৈতে চলে প্রভুর আবাসে ॥১১৪
পরিকর সহ বিহরয়ে গৌররায়।
সংকীর্ত্তন সুংখের পাথার নদীয়ায় ॥১১৫
ঐছে কথোক্ষণ দেখি দেখে তার পর।
দুঃখের সমুদ্রে ভাসে নদীয়া নগর ॥১১৬
কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বলে বার বার।
চলিতে না পারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥১১৭
কতক্ষণে মনে বিচারিয়া মহাশয়।
কথোদূরে গিয়া পুছে প্রভুর আলয় ॥১১৮
কেহ কেহ কান্দিয়া কহয়ে হেটমাথে।
অই দেখ প্রভু বাটী যাই এই পথে ॥১১৯
প্রভুর চলন দেখি কান্দে নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদীধারা সম ॥১২০
সেই পথে আইসে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
নরোত্তম দেখি হৈলা ব্যাকুল অন্তর॥১২১
নরোত্তম প্রণমিলা পড়ি ভূমিতলে।
দেহ পরিচয় বলি তেঁহো কৈলা কোলে ॥১২২

নরোত্তম নিজ পরিচয় নিবেদিতে।
পরম বাৎসল্যে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥১২৩
যবে গৌরচন্দ্র রামকেলি গ্রামে গেলা।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া তোমা আকর্ষিলা। ১২৪
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভুর চরিত।
পূর্বেই তোমার নাম করিলা বিদিত ॥১২৫
ওহে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিতে।
বড় সাধ ছিল সর্ব মহান্তের চিতে ॥১২৬
প্রভুর বিরহে স্থির নহে কার মন।
কেহ কেহ অল্পদিনে হৈলা অদর্শন ॥১২৭
এত কহি নিজ পরিচয় জানাইলা।
প্রভুভক্তগণে নরোত্তম মিলাইলা ॥১২৮
নরোত্তম বন্দিলেন সভার চরণ।
নরোত্তমে কৈলা সভে প্রেম আলিঙ্গন ॥১২৯
যদ্যপি ব্যাকুল মহাবিরহ ব্যথায়।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি সুখ পায় ॥১৩০
করি কত স্নেহ সমাচার জিজ্ঞাসিলা।
নরোত্তম আদ্যোপান্ত সব নিবেদিলা ॥১৩১
দামোদর পণ্ডিতাদি প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তম ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ ॥১৩২
কথোদিনে নরোত্তম নদীয়া নগরে।
রহিলেন প্রভু প্রিয় পার্ষদের ঘরে ॥১৩৩
নিরন্তর যত খেদ করে মহাশয়।
তাহা একমুখে বর্ণিবার সাধ্য নয় ॥১৩৪
যে যে ভক্ত না দেখিয়া করয়ে ক্রন্দন।
স্বপ্নছলে সে সকলে দিলা দরশন ॥ ১৩৫
যত অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তম প্রতি।
তাহা বিস্তারিতে মোর নাহিক শকতি ॥১৩৬
যে সকল মহান্ত প্রকট নবদ্বীপে।
মহা অনুগ্রহ কৈলা রাখিল সমীপে ॥১৩৭

কিছুদিন পরে অতি ব্যাকুল হইয়া।
করয়ে বিদায় সুমধুর বাক্য কৈয়া ॥১৩৮
তোমা সহ সাক্ষাৎ হইব একারণ।
ঐছে ক্লেশে প্রভু দেহে রাখিলা জীবন ॥১৩৯
শ্রীনিবাস সহ দেখা না হইল আর।
ঐছে কহি কণ্ঠরুদ্ধ নেত্রে অশ্রুধার ॥১৪০
অতি স্নেহাবেশে নরোত্তম মুখ চাঞা।
কৈলা সভে বিদায় বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥১৪১
নরোত্তম শিরে লৈয়া সভার চরণ।
চলিতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন ॥১৪২
প্রভুর ভবনে গিয়া ব্যাকুল হিয়ায়।
দেখয়ে সে দাসদাসী সেহো মৃতপ্রায় ॥১৪৩
নরোত্তম দেখি সভে ব্যাকুল অন্তরে।
কহিলেন বহুকার্য্য হৈবে তোমা দ্বারে ॥১৪৪
এত কহি কণ্ঠরুদ্ধ ধারা সে নয়নে।
নরোত্তম বিদায় করিলা হাতে সানে ॥১৪৫
নরোত্তম ব্যগ্র হৈয়া কান্দে উচ্চরায়।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি ধুলায় লুটায় ॥১৪৬
কতক্ষণে ক্রন্দন করিয়া সম্বরণ।
শান্তিপুর পথপানে করিলা গমন ॥১৪৭
গ্রামে প্রবেশিতে যে দেখিলা চমৎকার।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি নাহিক আমার ॥১৪৯
প্রভু অদ্বৈতের গৃহে করিয়ে গমন।
বন্দিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ ॥১৪৯
নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া বহু কৃপা কৈলা।
জিজ্ঞাসি সংবাদ প্রিয়গণে মিলাইলা ॥১৫০
আজ্ঞা দিলা নীলচল গিয়া শীঘ্র আসি।
প্রচারিবে সুচারু কীর্ত্তন রসরাশি ॥১৫১
এত কহি নেত্রধারা বহে নিরন্তর।
বাতাসে হেলয়ে অতি শুষ্ক কলেবর ॥১৫২

নরোত্তম সভার চরণ বন্দি শিরে।
বিদায় হইয়া চলিলেন ধীরে ধীরে ॥১৫৩
হরিনদী গ্রাম আসি গঙ্গা পার হৈয়া।
জিজ্ঞাসে পণ্ডিত গৃহে অম্বিকায় গিয়া ॥১৫৪
কেহ কেহ আইলে এই অতি অল্পদূর।
নরোত্তমে দেখি সুখ বাঢ়য়ে প্রচুর ॥১৫৫
কোন মহাশয় অগ্রে অতি শীঘ্র গিয়া।
শ্রীহৃদয় চৈতন্যে কহয়ে প্রণমিয়া ॥১৫৬
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এক পুরুষ সুন্দর।
গৌর নিত্যানন্দ প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥১৫৭
আসিবেন এথা পথ জিজ্ঞাসা করিতে।
কত ধারা বহে নেত্রে না পারে চলিতে ॥১৫৮
শ্রীহৃদয় চৈতন্য শুনিয়া এই কথা।
জানিলেন নরোত্তম আইসেন এথা ॥১৫৯
প্রেমের আবেশে শীঘ্র বহির্দ্বারে গিয়া।
আইসেন নরোত্তম দেখি জুড়াইল হিয়া ॥১৬০
নরোত্তম শ্রীহৃদয় চৈতন্য দর্শনে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ পড়িলা চরণে ॥১৬১
শ্রীহৃদয় চৈতন্য ধরিয়া বাহুমূলে।
নরোত্তমে কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে ॥১৬২
প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইল ॥১৬৩
নরোত্তম দুই প্রভু দর্শন করিয়া।
করয়ে ক্রন্দন ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥১৬৪
হৃদয় চৈতন্য স্থির করিয়া যতনে।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন নির্জ্জনে ॥১৬৫
পরস্পর যে প্রসঙ্গ হইল দোঁহার।
তাহা বিস্তারিতে শক্তি নাহিক আমার ॥১৬৬
শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুর কৃপা করি।
নরোত্তমে রাখিলেন দিন দুইচারি ॥১৬৭
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
নীলাচলে যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া ॥১৬৮
বিদায়ের কালে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
হইলেন যে রূপ কহিতে সাধ্য নয় ॥১৬৯
যে যে মহাভাগবত ছিলেন সেখানে।
নরোত্তম দশা দেখি ব্যাকুল পরাণে ॥ ১৭০
প্রভুভক্তগণ গুণে উথলয়ে হিয়া।
চলিতে অবশ অঙ্গ পড়ে এলাইয়া ॥১৭১
প্রেমের আবেশে কিবা অপূর্ব গমন।
যে দেখে বারেক তার স্থির নহে মন ॥১৭২
নরোত্তম চেষ্টা অন্যে বুঝিতে না পারে।
অতি উৎকণ্ঠিত খড়দহ যাইবারে ॥১৭৩
খড়দহ যাইতে যে পথে ভক্তালয়।
সেথা রহি তাঁরে মিলি চলে মহাশয় ॥১৭৪
খড়দহ প্রবেশিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য।
মহাবীর নরোত্তম হইলা অধৈর্য্য ॥১৭৫
হেনকালে মহেশ পণ্ডিত আদি দূরে।
নরোত্তমে দেখিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥১৭৬
প্রভুর বিয়োগে হইয়াছি মৃতপ্রায়।
ইহারে দেখিতে সুখ উপজে হিয়ায় ॥১৭৭
প্রভুশক্তি বিনা ইহা সম্ভব না হয়।
ঐছে কহি জিজ্ঞাসিতে পাইলা পরিচয় ॥১৭৮
নরোত্তম প্রতি সভে কহে বারে বারে।
পূর্ব্বেই তোমার নাম বিদিত সংসারে ॥১৭৯
গৃহ হৈতে যৈছে তুমি গেলা বৃন্দাবন।
লোকমুখে তাহা সব করিলুঁ শ্রবন ॥১৮০
বনপথে আইলা সভে বৃন্দাবন হৈতে।
গ্রন্থচুরি প্রাপ্তমাত্র পাইলুঁ শুনিতে ॥১৮১
নবদ্বীপে আইলে তুমি তাহাও শুনিলুঁ।
আছয়ে জীবন তেঞি নয়নে দেখিলুঁ ॥১৮২

ঐছে কহি সভে নিজ পরিচয় দিয়া।
প্রকাশে বাৎসল্য মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১৮৩
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়ে ভক্তবর্গ পদতলে ॥১৮৪
প্রভু প্রিয়গণ নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
সিঞ্চে নেত্রজলে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥১৮৫
নরোত্তমে লৈয়া স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
সভে প্রবেশিলা শীঘ্র প্রভুর ভবনে ॥১৮৬
শ্রীবসুজাহ্নবা নরোত্তম বিবরণ ॥
শুনি অন্তঃপূরে বোলাইলা সেইক্ষণ ॥১৮৭
নরোত্তম আপনাকে ধন্য করি মানে।
প্রণমিলা গিয়া দুই ঈশ্বরী চরণে ॥১৮৮
শ্রীবীরভদ্রের পাদপদ্মে প্রণমিলা।
দর্শন করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥১৮৯
শ্রীবসু জাহ্নবাদেবী দেখি নরোত্তমে।
হইলা অধৈর্য্য হিয়া উথলয়ে প্রেমে ॥১৯০
মহাশয় নাম সে ঞিঁহার যোগ্য হয়।
ঐছে পরস্পর কত স্নেহ প্রশংসয় ॥১৯১
নরোত্তম প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়।
রাখিলেন দিন চারি ছাড়িতে না রয় ॥১৯২
জিজ্ঞাসিলা ক্রমে ক্রমে সব সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা করিয়া বিস্তার ॥১৯৩
শুনিতে যে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাহা একমুখে কে কহিতে শক্তি ধরে ॥১৯৪
শ্রীবসু জাহ্নবা বীরচন্দ্রের সহিতে।
নরোত্তম তিলার্দ্ধের না পারে ছাড়িতে ॥১৯৫
খড়দহ প্রদেশেতে যে যে ভক্ত ছিলা।
খড়দহ আসি নরোত্তমে দেখা দিলা ॥১৯৬
যদ্যপি দুঃখিত তবু হৈল হর্ষোদয়।
যে স্নেহ করিলা তা কহিতে সাধ্য নয় ॥১৯৭
সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞাতা শ্রীজাহ্নবা গোস্বামী।
নরোত্তম নিভৃতে কহিলা কিনা জানি ॥১৯৮
নীলাচলে যাইতে শীঘ্র অনুমতি দিলা।
সাক্ষাতে সকল ভক্তে পুনঃ মিলাইলা ॥১৯৯
মহেশ পণ্ডিত আদি প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ কৈলা আলিঙ্গন ॥২০০
নীলাচল যাইতে কহিলা সর্বজনে।
নরোত্তম প্রণমিলা সভার চরণে ॥ ২০১
বিদায় হইয়া চলে কান্দিতে কান্দিতে।
কান্দে সর্ব ভক্ত অতিব্যাকুল স্নেহেতে ॥২০২
কথো দূর গিয়া স্থির হৈলা সর্ব্বজনে।
নরোত্তমে স্থির করি আইলা নিজস্থানে ॥২২৩
শ্রীনরোত্তমের এই শ্রীগৌড় ভ্রমণ।
যে শুনে তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥২০৪
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥২০৫

ইতি শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাসে শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ আনয়ন। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরি, গ্রন্থ উদ্ধার, নরোত্তমে সংবাদ, হৃদয় চৈতন্য—শ্যামানন্দ মিলন, শ্যামানন্দের উৎকলে গমন ও নরোত্তমের গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ নাম তৃতীয় বিলাসঃ।

——

॥ চতুর্থ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥২
নীলাচলে চলে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
চিন্তিতে চৈতন্য লীলা ব্যাকুল হৃদয় ॥৩
যে পথে চৈতন্যচন্দ্র গেলা নীলাচলে।
প্রশংসি পথের ভাগ্য সেই পথে চলে ॥৪
যথা প্রভু বিশ্রাম করিলা ভক্তসনে।
তথা রাত্রি রহে সেই কথা আলাপনে ॥৫
পথস্থিত যে দেখিলা শ্রীচৈতন্যচান্দে।
তারে দেখিতেই চিত্ত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥৬
তাঁ সভার ভাগ্য প্রশংসিয়া বারে বার।
চলয়ে সে সকলে করিয়া নমস্কার ॥৭
নরোত্তমে দেখি সভে হয় অনুরক্ত।
সভে কহে ঞিহো সেই চৈতন্যের ভক্ত ॥৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবন পাবন।
তার ভক্ত বিনা কেবা হইব এমন ॥৯
আহা মরি কি সৌন্দর্য্য কি মধুর গতি।
দেখিতে জুড়ায় নেত্র কিবা প্রেমরীতি ॥১০
এত কহি লোক সব পাছে পাছে ধায়।
নরোত্তম প্রিয় বাক্যে করেন বিদায় ॥১১
যে যে স্থানে কৈলা প্রভু যে রঙ্গ প্রকাশ।
তাহা লোকমুখে শুনি করি তথা বাস ॥১২
প্রাতঃকালে চলে তৈছে লোক চলে সাথে।
নিবারিতে নারে অতি ভিড় হয় পথে ॥১৩
নিত্যানন্দ প্রভু যথা শ্রীদণ্ড ভাঙ্গিলা।
তথা গিয়া প্রেমে মহাহ্বিল হইলা ॥১৪
যে প্রকারে হইল প্রভুর দণ্ডভঙ্গ।
লোকমুখে শুনিলেন সে সব সব প্রসঙ্গ ১৫
সে সকল লোকে করি অতি পুরস্কার।
চলয়ে অদ্ভূত গতি নেত্রে অশ্রুধার ॥১৬
সেইপথে আইসে এক প্রচীন ব্রাহ্মণ।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥১৭
দেখি নরোত্তমের আশ্চর্য্য প্রেমরীত।
অকস্মাৎ মনে উপজিল মহাপ্রীত ॥১৮
ধীরে ধীরে নরোত্তম নিকটে আসিয়া।
কহে মৃদুবাক্যে নরোত্তম মুখ চাঞা ॥১৯
কিনাম তোমার বাপু আইলা কোথা হৈতে।
শুনি নিবেদিলা প্রণমিয়া সাবহিতে ॥২০
নরোত্তম বাক্যে মহা বিহ্বল ব্রাহ্মণ।
নেত্রজলে সিক্ত করি কৈলা আলিঙ্গন ॥২১
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে।
সুমধুর বাক্যে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ।২২
তোমার প্রসঙ্গ শুনি বহুদিন হৈতে।
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে ।২২
আজু সুপ্রসন্ন বিধি হইলা আমায়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলুঁ পথে দেখিলুঁ তোমায় ॥২৪
প্রভুভক্তগণ যে প্রকট নীলাচলে।
অতি অনুগ্রহ মোরে করেন সকলে ॥২৫
অনুক্ষণ তোমা সভা প্রসঙ্গ তথায়।
শুনিয়া শ্রবণ ভরি পরাণ জুড়ায় ॥২৬
বৃন্দাবন হৈতে তোমা সভা আগমন।
পথে গ্রন্থচুরি প্রাপ্ত করিলুঁ শ্রবণ ॥২৭

ক্ষেত্রেতে আসিবে তুমি তৎকাল শুনিলুঁ।
তোমা লাগি উৎকণ্ঠিত সকলে দেখিলুঁ ॥২৮
গোপীনাথাচার্য্য আদি কাশীমিশ্র গৃহে।
কতদিন তোমার প্রসঙ্গ সভে কহে।২৯
রামকেলী গ্রামে প্রভু তোমা আকর্ষিল।
নিত্যানন্দ প্রভু চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥৩০
প্রভুভক্তগণের হইল চমৎকার।
সেই হৈতে তোমা দেখে এ সাধ সভার ॥৩১
সে সভে তোমার পথ করে নিরীক্ষণ।
অদ্য মুঞি তথা হৈতে করিলুঁ গমন ॥৩২
বিলম্বে নাহিক কাজ যাহ শীঘ্র তুমি।
বিলম্বেতে তথাই মিলিব গিয়া আমি ॥৩৩
এত কহিতেই তার পুত্র তথা আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে তারে মিলাইলা ॥৩৪
স্নেহাতুর বিপ্র পুত্র সর্ব কথা কৈয়া।
নরোত্তম সঙ্গে দিলা মহাকর্ম হৈয়া ॥৩৫
বিদায় লইয়া বিপ্র চলে ধীরে ধীরে।
নরোত্তম বিপ্র পদধূলি লৈলা শিরে ॥৩৬
বিপ্রপুত্র সঙ্গে নরোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া।
নরেন্দ্র শৌচের শোভা দেখে দাণ্ডাইয়া ॥৩৭
প্রভু জলকেলি রঙ্গ করিয়া স্মরণ।
হইলা অধৈর্য নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥৩৮
শ্রীশিখি মাহাতি মঙ্গরাজ প্রতি কয়।
অকস্মাৎ চিত্তে কেন হৈল হর্ষোদয় ॥৩৯
ক্যানাঞি থুঁটিয়া কহে না বুঝি কারণ।
যে মঙ্গল দেখি তাহে মিলে মহাধন ৪০
বাণীনাথ প্রতি গোপীনাথাচার্য্য কয়।
নরোত্তম এথা আজি আসিব নিশ্চয় ॥৪১
হেনকালে মহাযোগ্য সে বিপ্রকুমার।
আগে আসি দিলা নরোত্তম সমাচার ॥৪২

নরোত্তম সংবাদ শুনিয়া সর্বজন।
যেরূপ হইল তাহা না হয় বর্ণন ॥৪৩
পুনঃ বিপ্রপুত্র নরোত্তম পাশে গেলা।
দূর হৈতে এ সভারে পরিচয় দিলা ॥৪৪
নরোত্তম তাঁ সভারে করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দুনয়ন ॥৪৫
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার।
সে দশা দেখিয়া প্রাণ কান্দয়ে সভার ॥৪৬
গোপীনাথ আচার্য্যাদি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্রজলে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ॥৪৭
নরোত্তম মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
লক্ষ লক্ষ মুখে তাহা নারি বর্নিবার ॥৪৮
নরোত্তমে স্থির করি অনেক প্রকারে।
লইয়া চলিল জগন্নাথ দেখিবারে ॥৪৯
নরোত্তম সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে।
পতিত পাবনে দেখি প্রণমে ভূমিতে ॥৫০
শ্রীনৃসিংহদেবে দেখি নেত্রে ধারা বয়।
মনে যে উপজে সে কহিতে সাধ্য নয় ॥৫১
জগন্নাথ দর্শনেতে হইলা অধৈর্য্য।
নেত্রে ধারা বহে ভাব উপজে আশ্চর্য্য ॥৫২
সুভদ্রা সহিত জগন্নাথ বলরাম।
বিলসয়ে সিংহাসনে আনন্দের ধাম ॥৫৩
শ্রীপদ্মলোচন মহাকরুণার নিধি।
নরোত্তম প্রতি কৈলা কৃপার অবধি ॥৫৪
জগন্নাথ সেবক প্রভুর ভঙ্গী জানি।
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা নরোত্তমে আনি ॥৫৫
শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক সকলে।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্রজলে ॥৫৬
তিলে তিলে অধৈর্য্য হইল নরোত্তম।
নিবারিতে নারে নেত্র ধারা নদীসম ॥৫৭

শ্রীমন্দির হৈতে নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
গোপীনাথাচার্য্য গেলা নিজালয়ে লৈয়া ॥৫৮
প্রবীণ মনুষ্য সঙ্গে দিয়া সেইক্ষণে।
পাঠাইলা গোপীনাথ সমাধি দর্শনে ॥৫৯
নরোত্তম গমন সর্ব্বত্র জানাইলা।
নানাবিধ শ্রীমহাপ্রসাদ আনাইলা ॥৬০
এথা নরোত্তম কৈলা ত্বরিতে গমন।
পথে যাইতেই দেখে আইসে কতজন ॥৬১
তারা পরস্পর অতি কাতর হিয়ায়।
কেহ কার প্রতি কহে কি হইল হায় ॥৬২
দেখিলাম এথা কিবা সুখের অবধি।
এবে নীলাচলে বিপরীত কৈলা বিধি ॥৬৩
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত ভুবন পাবন।
ক্রমে ক্রমে সভে হইতেছেন অদর্শন ॥৬৪
গোপীনাথাচার্য্য আদি পরমবৈষ্ণব।
দেখিলাম অতিজীর্ণ হৈয়াছেন সব ॥৬৫
কেহ কহে আইলুঁ মুঞি গোপীনাথ হৈতে।
তথা যে দেখিলুঁ তাহা না পারি কহিতে ॥৬৬
সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্রীমামুগোসাঞি।
মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঞি ॥৬৭
শুকাইল সে হেন সুন্দর কলেবর।
বুঝি অল্প দিনে হৈবে নেত্র অগোচর ॥৬৮ ॥৬৮
নরোত্তম শুনি এ প্রসঙ্গ ব্যগ্র চিতে।
করয়ে যতেক খেদ না পারি বর্ণিতে ॥৬৯
হইলা অধৈর্য্য অঙ্গ না যায় ধারণ।
টোটা গিয়া গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥ ৭০
বসিয়া আছেন কিবা মধুর ভঙ্গীতে।
কে ধরে ধৈরয তাঁরে বারেক চাহিতে ॥৭১
নবঘন জিনি শ্যাম অঙ্গ সুচিক্কণ।
বদন মাধুরী কোটি কন্দর্পমোহন ॥৭২
পশিল সৌন্দর্য্য নরোত্তমের হিয়ায়।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রজলেভাসি যায় ॥৭৩
করিলা প্রণাম বহু ভূমেতে পড়িয়া।
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী আনিয়া ॥৭৪
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর আসন যে স্থানে।
সঙ্গের মনুষ্য লৈয়া গেলা সেইখানে॥ ৭৫
আসন সমীপে ভূমিতলে লোটাইয়া।
করিলা প্রণাম বহু ব্যাকুল হইয়া ॥৭৬
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
উর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বারবার ॥৭৭
হা হা প্রভু পণ্ডিত গোস্বামী গদাধর।
না হইলে মো পাপীর নয়ন গোচর ॥৭৮
ঐছে কত কহিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
সেক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ বিদরে ॥৭৯
শ্রীমামুগোসাঞি ছিল মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি উঠে ক্রন্দন করিয়া ॥৮০
জিজ্ঞাসে সভারে কহ কে করে ক্রন্দন।
সভে কহে গৌড় হৈতে আইলা নরোত্তম ॥৮১
নরোত্তম নাম শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
নরোত্তমে কোলে করি নারে স্থির হৈতে ॥৮২
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে ধরণী উপরে।
উঠিল ক্রন্দন রোল গোপীনাথ ঘরে ॥৮৩
প্রভু ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
জিজ্ঞাসে কুশল নরোত্তম মুখ চাঞা ॥৮৪
যদ্যপি দারুণ দুঃখে জীবন সংশয়।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি হর্ষোদয় ॥৮৫
নরোত্তম বাক্য শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গোপীনাথ পদে নরোত্তমে সমর্পিলা ॥৮৬
আজ্ঞা দিলা যাহ শীঘ্র সমাধি দর্শনে।
আচার্য্য আছেন তথা চাহি পথপানে ॥৮৭

শুনি নরোত্তম ভূমে প্রণমি কাতরে।
চলিলেন সে মনুষ্য সঙ্গে সিন্ধুতীরে ॥৮৮
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু ভূমেতে পড়িয়া ॥৮৯
অতি খেদযুক্ত হৈয়া কহে বারবার।
সে সুখে বঞ্চিত হৈলুঁ দুর্দ্দৈব আমার ৯০
ঐছে কত বহে নেত্রে ধারা নিরন্তর।
দেখি সে দশা বা কার না দ্রবে অন্তর।৯১
তথা যে বৈষ্ণব ছিলা সমাধি সেবনে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা সে কত যতনে ॥৯২
গোপীনাথাচার্য্য গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
নরোত্তম বিহ্বল চলিলা প্রণমিলা ॥৯৩
ক্ষেত্রবাসী লোক নরোত্তমে দেখি পথে।
ছাড়িয়া সকল কার্য্য চলে সাথে সাথে ॥৯৪
নরোত্তম তাঁ সভারে করি সমাদর।
শীঘ্র গেলা গোপীনাথ আচার্য্যের ঘর ॥৯৫
গোপীনাথ আচার্য্য পরম স্নেহময়।
নিজপাশে বসাই মধুর বাক্যে কয় ॥৯৬
তোমারে দেখিতে সাধ সভার অন্তরে।
ক্ষণেক বিরমি যাহ তাঁ সভার ঘরে ॥৯৭
এথা নরোত্তম গতি শুনি সর্ব্বজন।
দেখিতে সভার অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥৯৮
কি কব তাঁ সভায় যে দশা নীলাচলে।
প্রভু অদর্শনে স্পৃহা নাহি অন্ন জলে ॥৯৯
অতি কষ্টমতে দেহ করয়ে ধারণ।
ভূমেতে লোটায় সদা ঝরয়ে নয়ন ॥১০০
সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ অতি সে দুর্ব্বল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল ১০১
গোপীনাথ গৃহে নরোত্তমে দেখিবারে।
আইসেন স্নেহে বল ব্যাপিল শরীরে ॥১০২

হেনকালে নরোত্তম সে মনুষ্য সাথে।
যাইতে দেখিলা সভে আইসেন পথে ॥১০৩
সঙ্গের মনুষ্যে নরোত্তম জিজ্ঞাসিলা।
কি াম কাহার তেঁহো সব জানাইলা ॥১০৪
নরোত্তম তাঁ সভার বন্দিলা চরণ।
নরোত্তমে সভাই করিলা আলিঙ্গন ॥১০৫
কোলে করি ভবন ভিতরে প্রবেশিলা।
নরোত্তম অঙ্গ নেত্রজলে সিক্ত কৈলা ॥১০৬
নরোত্তম তাঁ সভার দর্শন স্পর্শনে।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ধারা দু'নয়নে ॥১০৭
গোপীনাথ আচার্য্য সে পরম যত্নেতে।
সভে বসাইলা স্থির করি ভালমতে ॥ ১০৮
নরোত্তম প্রতি সভে জিজ্ঞাসে কুশল।
আদ্যোপান্ত নরোত্তম কহিলা সকল ॥১০৯
শুনি তাঁ সভার চেষ্টা যেরূপ হইলা।
কহিল কি তাহা ভাগ্যবন্ত সে দেখিলা ॥১১০
গোপীনাথাচার্য্য সভে কহে ব্যগ্র হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জ নরোত্তমে লৈয়া ॥১১১
শুনি নরোত্তমে লৈলা মহাস্নেহমনে।
বসিলেন সভে মহাপ্রসাদ সেবনে ॥১১২
প্রভু ইচ্ছামতে কিছু প্রসাদ ভুঞ্জিল।
অতি স্নেহবাক্যে নরোত্তমে তুজাইলা ॥১১৩
আচমন করি সভে গেলেন বাসাতে।
নরোত্তমে আজ্ঞা কৈলা বিশ্রাম করিতে ॥১১৪
বিশ্রাম করিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নানাদি করিলা জানি দর্শন সময় ॥১১৫
কানাঞি খুটিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
লইয়া গেলেন জগন্নাথের আলয়ে ॥১১৬
সন্ধ্যা আরত্রিক আর শয়ন পর্য্যন্ত।
দেখিলেন নরোত্তম বসিয়া একান্ত ১১৭

কানাঞি খুটিয়া আদি বহুজন সনে।
আইলেন গোপীনাথ আচার্য্য ভবনে।।১১৮
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে কেহ নারে।
আচার্য্য আদেশে গেলা নিজ নিজ ঘরে ॥১১৯
আচার্য্য কহেন নরোত্তমে এ নির্জ্জন।
এখন এখানে তুমি করহ শয়ন ॥১২০
আচার্য্যের বাৎসল্য কহিতে সাধ্য নহে।
নরোত্তম শুইলে চলিলা নিজ গৃহে ॥১২১
নরোত্তমে নিদ্রা না করয়ে আকর্ষণ।
অতি সে উদ্বেগ খেদ নহে সম্বরণ ॥১২২
প্রভুর ইচ্ছায় কিছু নিদ্রা আকাষিতে।
স্বপ্নছলে দেখে নিজাভীষ্ট রথাগ্রেতে॥১২৩
ভুবনমোহন কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি ॥ ১২৪
শ্রীবাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি গোবিন্দ।
হরিদাস কাশীমিশ্র রায় রামানন্দ ॥ ১২৫
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আর।
কাশীশ্বর জগদীশ পণ্ডিত উদার ॥১২৬
বাসুঘোষ মুকুন্দ মাধব বক্রেশ্বর।
গৌরীদাস মহেশ পণ্ডিত দামোদর ॥১২৭
স্বরূপ গোসাঞি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
দাস গদাধর যদু শ্রীধর কংসারি ॥১২৮
সূর্য্যদাস রামাইসুন্দর ধনঞ্জয়।
রামানন্দ বাসুঘোষ শঙ্কর সঞ্জয় ॥১২৯
লোকনাথ ভূগর্ভ শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট আচার্য্য নন্দন ॥১৩০
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পণ্ডিত রাঘব।
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য মাধব ॥১৩১
রঘুনাথ রঘুনাথ ভট্ট শ্রীপতন।
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ॥১৩২

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজাচার্য্য গোপীনাথ।
শ্রীখিতি মাহাভি আদি ভুবনে বিখ্যাত ॥১৩৩
গৌড়ব্রজ উৎকল দক্ষিণ আদি স্থানে।
যে যে ভক্ত সভে বিলসয়ে প্রভুসনে ॥১৩৪
কি আশ্চর্য্য জগন্নাথ রথাগ্রে নর্ত্তন।
মধ্যে গৌরচন্দ্র চারিপাশে প্রিয়গণ ॥১৩৫
কি অদ্ভুত শোভা গৌরগণের সহিতে।
উপমা দেবার ঠাঞি নাই ত্রিজগতে ॥১৩৬
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে প্রিয় পরিকর।
করিলেন গানের আরম্ভ মনোহর ॥১৩৭
বাজায় মর্দ্দল আদি অতি রসায়ন।
চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি অনুক্ষণ ॥১৩৮
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত মনুষ্যের বেশে।
নাচে গায় নানা যন্ত্র বায়েন উল্লাসে ॥১৩৯
সংকীর্ত্তনে সুখের সমুদ্র উথলিল।
স্বর্গ লর্ত্ত্য পাতাল এ সর্বত্র ব্যাপিল ॥১৪০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
দেখিতে কাহার সাধ নাহি ত্রিভুবনে ॥১৪১
ধায় মারী পুরুষ অসংখ্য চারিভিতে।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব পত্নীর সহিতে ॥১৪২
পঙ্গুগণ লম্ফ দিয়া ফিরে দর্প করি।
জনমের অন্ধ দেখে গোরাঙ্গ মাধুরী ॥১৪৩
যাহার বদনে কিছু বাক্য নাহি সঃর।
সেই গৌরচন্দ্র বলি ডাকে বারবারে ॥১৪৪
ফাটিলেও যার নেত্রে জল না আইসে।
সেই গৌর-গুণ শুনি নেত্রজলে ভাসে ॥১৪৫
ভুবন পাবন চারু কীর্ত্তন শুনিতে।
কিবা পশুপক্ষী কেহ নারে স্থির হৈতে ॥১৪৬
নরোত্তম একভিতে দেখে দাঁড়াইয়া।
আনন্দে বিহ্বল ধারা বহে নেত্র বাঞা ॥১৪৭

নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু প্রেমাবেশে।
দুটি হাত ধরি কিছু কহে মৃদুভাবে॥১৪৮
অলৌকিক গীতবাদ্য করিবে প্রকাশ।
যাহার শ্রবণে হৈবে সভার উল্লাস॥১৪৯
দেখিতে পাইবে যবে করিবে কীর্ত্তন।
ঐছে সভাসহ মুঞি করিব নর্ত্তন॥১৫০
মোর মনোবৃত্তি গীতবাদ্য ব্যক্ত হৈবে।
পরম রসিক সাধু সদা আস্বাদিবে॥১৫১
কখন কোনহ চিন্তা না করিহ তুমি।
হৈব মনোরথ সিদ্ধ কহিলাম আমি॥১৫২
না কর বিলম্ব শিগ্র যাও গৌড়দেশে।
করহ প্রকাশ ভক্তি অশেষ বিশেষে॥১৫৩
যে জন লইবে আসি তোমার শরণ।
অচিরে পাইবে সে অমূল্য প্রেমধন॥১৫৪
রামচন্দ্র চিরজীব সেনের তনয়।
তাঁ সহ তোমার হৈবে অদ্ভূত প্রণয়॥১৫৫
আর কি কহিব নরোত্তম তোর আগে।
তোর ভালমন্দ সে আমারে সব লাগে॥১৫৬
নরোত্তমে দেখি অনুগ্রহের অবধি।
উথলিল সভাকার আনন্দ জলধি॥১৫৭
নিত্যানন্দাদ্বৈত গঙ্গাধর হরিদাস।
সার্ব্বভৌম রায় রামানন্দ শ্রীনিবাস॥১৫৮
বক্রেশ্বর আদি সব প্রভু প্রিয়গণ
নরোত্তমে কৈলা সভে দৃঢ় আলিঙ্গন॥১৫৯
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়ি পদতলে॥১৬০
প্রভু পরিকর নরোত্তমে স্থির করি।
কহে কত কথা বাৎসল্যেতে কর ধরি॥১৬১
গৌড়ে পাঠাইতে সভে হৈলা অনুকুল॥
হেনকলে নিদ্রাভঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাকুল॥১৬২

কতক্ষণে নরোত্তম সুস্থির হইয়া।
অতি শীঘ্র করি সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥১৬৩
গোপীনাথাচার্য্য শিখি মাহাতির সনে।
শীঘ্র পাঠাইলা জগন্নাথ দরশনে॥১৬৪
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করিয়া।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উমড়য়ে হিয়া॥১৬৫
কিরূপে যাইব গৌড় করিতেই মনে।
জগন্নাথ আজ্ঞামালা দিলা সেইক্ষণে॥১৬৬
শ্রীমালা প্রসাদ পাঞা মনে বিচারয়।
করিলা বিদায় প্রভু ইথে না সংশয়॥২৬৭
রহি কতক্ষণ প্রণমিয়া জগন্নাথে।
চলিলেন জগন্নাথ আচার্য্য গৃহেতে॥১৬৮
প্রভু পরিকর যে যে রহেন যথায়।
সভার চরণ বন্দি আইলা সভায়॥১৬৯
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গোপীনাথে যে কহিলা।
তাহা নরোত্তমে জানাইতে ব্যগ্র হৈলা॥১৭০
স্থির হৈয়া নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
প্রভু আদেশিলা শীঘ্র গৌড় যাইবারে॥১৭১
ঐছে বহু কহি একদিন স্থির হৈলা।
ক্ষেত্রস্থ মহান্তগণ একত্র হইলা॥১৭২
নরোত্তমে সভে পাঠাইতে গৌড়দেশে।
কহয়ে যতেক তাহা কহিতে না আইসে॥১৭৩
বিদায়ের কালে নরোত্তম করে ধরি।
কহয়ে মধুর বাক্য অতি স্নেহ করি॥১৭৪
পূরিল মনের সাধ দেখিলুঁ তোমারে।
শ্রীনিবাস পুনঃ না দেখিব নেত্রদ্বারে॥১৭৫
শুনিলুঁ দেখিলুঁ কৃষ্ণদাস যোগ্য অতি।
শ্যামানন্দ নাম তাঁর হইল সম্প্রতি॥১৭৬
তাঁহাকে দেখিতে বড় মনে সাধ ছিল।
এত কহি সবে নেত্রজলে সিক্ত হৈল॥১৭৭

নরোত্তম তাঁ সভার চেষ্টা নিরখিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥১৭৮
সভে স্থির হৈয়া নরোত্তমে স্থির করি।
যাত্রা করাইলা কৃষ্ণচৈতন্য সঙরি।১৭৯
সঙ্গের যে লোক সে পরম অনুরাগে।
মহাপ্রসাদ লৈয়া চলিলেন আগে ॥১৮০
নরোত্তম বিদায় করিয়া সর্ব্বজন।
হইলেন যৈছে তাহা না যায় বর্ণন ॥১৮১
নরোত্তম চলিলেন মৃতপ্রায় হৈয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু নরেন্দ্রেতে গিয়া ॥১৮২
ক্ষেত্র আসিবার কালে দেখে যে ব্রাহ্মণে।
সেই পথে দেখে তাঁরে তাঁর পুত্র সনে ॥১৮৩
ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতেই শিরে।
বিপ্র আলিঙ্গন করি কহে ধীরে ধীরে ॥১৮৪
ওহে নরোত্তম মোর প্রাণাধিক তুমি।
অদ্য গৌড়দেশে যাবে শুনিয়াছি আমি ॥১৮৫
সাধিয়া বিশেষ কার্য্য আইলুঁ ত্বরিতে।
জগন্নাথ ইচ্ছায় সে দেখা হৈল পথে ॥১৮৬
নহিলে মনের দুঃখে মরিতুঁ পুড়িয়া।
এত কহি কোলে হৈতে না দেয় ছাড়িয়া ॥১৮৭
কতক্ষণে বৃদ্ধ বিপ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
করি বহু আশীর্ব্বাদ দিলেন বিদায় ॥১৮৮
নরোত্তম সঙ্গে বিপ্র চলে কথোদূর।
ছাড়িতে না পারে দুঃখ বাড়য়ে প্রচুর ॥১৮৯
নরোত্তম তাঁরে কত যত্নে ফিরাইয়া ॥
চলিলেন শীঘ্র অতি ব্যাকুল হইয়া।১৯০
দুইদিন জাজপুরে করিয়া বিশ্রাম।
কথোদিনে আইলা নৃসিংহপুর গ্রাম।১৯১
দূর হৈতে গিয়া কেহ শ্যামানন্দে কয়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলা শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥১৯২

শুনিতেই শ্যামানন্দ বিহ্বল হইলা।
নিজগণ সহ শীঘ্র আগুসরি গেলা ॥১৯৩
দোঁহে দোঁহা দেখি অতি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাবে নেত্রজলে দুঁহু দোঁহে প্রণমিয়া ॥১৯৪
নরোত্তম শ্যামানন্দে ধরিলেন কোলে।
ছাড়িতে নারয়ে হিয়া আনন্দে উথলে ॥১৯৫
দেখিয়া সকল লোক অদ্ভুত মিলন।
নিবারিতে নারে নেত্রধারা অনুক্ষণ ॥১৯৬
কেহ কহে ওহে ভাই কি অদ্ভুত রীত।
জনমিঞা কভু না দেখিলুঁ হেন প্রীত ॥১৯৭
কেহ কহে যে শুনিলুঁ দেখিলু তাহাই।
মনে অভিলাষ যত কব কার ঠাঞি ॥১৯৮
কেহ বলে ওহে ভাই শুনিলু যে হৈতে।
মনে বড় ছিল সাধ বারেক দেখিতে ॥১৯৯
কেহ কহে মো সভার ভাগ্য অতিশয়।
তেঁই এথাপ্রাপ্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥২০০
কেহ কহে হেন ভাগ্য হৈব মো সভার।
আচার্য্য ঠাকুর কি দেখিব একবার ॥২০১
কেহ কহে অহে পুর্ণ হৈব অভিলাষ।
দিলেন দর্শন শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস ॥২০২
ঐছে কত কহে কার স্থির নহে মন।
ধাওয়াধাই করে গ্রামবাসী লোকগণ ॥২০৩
শ্যামানন্দ আনন্দে ঠাকুর মহাশয়ে।
দিলেন নির্জ্জনে বাসা লোকভিড় ভয়ে ॥২০৪
তথাপিহ নরোত্তমে করিতে দর্শন।
আইসে অনেক লোক নহে নিবারণ ॥২০৫
লোকের সুকৃতি কিছু কহা নাহি যায়।
হেন রত্ন পাইল শ্যামানন্দের কৃপায় ॥২০৬

শ্যামানন্দের কৃপায় এ দেশ ধন্য দেখি।
শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈল মহাসুখী ॥২০৭

স্নানাদি ক্রিয়া করি সুস্থির হইয়া।
বসিলেন নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া ॥২০৮
সময় পাইয়া শ্যামানন্দে যত্ন করি।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে কহে ধীরি ধীরি ॥২০৯
আচার্য ঠাকুর বন-বিষ্ণুপুর হৈতে।
জাজিগ্রাম গেলা এই কথেক দিনেতে ॥২১০
গতদিন প্রহরেক দিবস সময়।
আইল তাঁর কৃপাপত্রী দেখ মহাশয় ॥২১১
পত্রিকা দর্শনে অতি আনন্দ উথলে।
পঠিতেই পত্রী নেত্র ভাসে অশ্রুজলে ॥২১২
অতি যত্নে পত্রীপাঠ কৈলা মহাশয়।
পুনঃ শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে নিবেদয় ২১৩
শ্রীঅম্বিকা হৈতে প্রভু করি অনুগ্রহ।
পাঠাইলা শ্রীমহাপ্রসাদ পত্রীসহ ॥২১৪
নরোত্তম পত্রী পড় নেত্রজলে ভাসে।
শ্যামানন্দ ভাগ্য প্রশংসয়ে প্রেমাবেশে ॥২১৫
শ্রীমহাপ্রসাদে প্রণমিয়া বারবার।
ভক্ষণ করিতে হৈল আনন্দ অপার ॥২১৬
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ সঙ্গীজনে।
কহিলেন আনহ প্রসাদ এইস্থানে ॥২১৭
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্যামানন্দ মুখে দিলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥২১৮
শ্রীমহাপ্রসাদ মহাযত্নে সেবা করি।
শ্যামানন্দে নরোত্তম কহে ধীরি ধীরি ॥২১৯
নীলাচলে যে আছেন প্রভু পরিকর।
তাঁ সভারে বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধে নিরন্তর ॥২২০
তাঁ সভার যে দশা না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র আছয়ে জীবন ॥২২১
তোমারে দেখিতে সাধ করেন সকলে।
বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচলে ॥২২২
তথা তাঁ সভার করি চরণ দর্শন।
বিতরহ উৎকলে অমূল্য প্রেমধন ॥২২৩
কিছুদিন পরে পত্রী দিব পাঠাইয়া।
যাইবে খেতরি গ্রাম নিজগণ লৈয়া ॥২২৪
ঐছে কত কহি দিন দুই স্থিতি কৈলা।
এ সকল কথা সর্বত্র ব্যক্ত হৈলা ॥২২৫
বিদায়ের কালে যৈখে হৈলা দুইজন।
তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥২২৬
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।
এক ভিতে রহি কান্দে নেত্রে বহে বারি ॥২২৭
শ্রীঠাকুর মহাশয় অতি স্নেহভরে।
আলিঙ্গন করি বহু কৃপা কৈলা তাঁরে ॥২২৮
শ্রীশ্যামানন্দের পদে যে লৈল শরণ।
তাঁ সভার যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন ॥২২৯
শ্রীঠাঁকুর মহাশর পানে চাঞা চাঞা।
সকলে ব্যাকুল ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥২৩০
লইয়া মস্তকে দুই চরণের ধূলি।
মাথে হাত দিয়া সভে কান্দে ফুলি ফুলি ॥২৩১
গৌড়দেশে চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
স্থির হৈতে নারে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥১৩২
এথা শ্যামানন্দ কান্দে পড়িয়া ভূমিতে।
করয়ে যতন কত নারে স্থির হৈতে ॥২৩৩
কি অদ্ভুত চেষ্টা কিছু বুঝনে না যায়।
নীলাচলে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হিয়ায় ॥২৩৪
নীলাচলে চলে শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা গৌড়দেশে ॥২৩৫

নীলাচলে যাইতে শ্যামানন্দের যে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দেখ বিস্তারিত ॥২৩৬
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥২৩৭

ইতি নরোত্তমের বিলাসে ঠাকুর নরোত্তমের নীলাচলে গমন ও গৌরভক্তগন সহ মিলন নাম চতুর্থ বিলাসঃ।

॥ পঞ্চম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥২
গৌড়দেশে প্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড নামে গ্রাম।
তথা আইলেন নরোত্তম গুণধাম ॥৩
শ্রীসরকার ঠাকুরের আলয় হইতে।
নরোত্তমে দেখিয়া গেলেন কেহ পথে ॥৪
ঠাকুরের আগে গিয়া কহে ধীরি ধীরি।
আইসে পুরুষ এক অপূর্ব্ব মাধুরী ॥৫
কিবা সে প্রেমের গতি চলে বা না চলে।
চাহিয়া শ্রীখণ্ড পানে ভাসে নেত্রজলে ॥৬
বুঝি নীলাচল হৈতে কৈলা আগমন।
সঙ্গেতে আছয়ে তাঁর লোক চারিজন ॥ ৮
শুনিয়া ঠাকুর কহে কি আর কহিতে।
নরোত্তম আইলেন নীলাচল হৈতে ॥৮
শ্রীরঘুনন্দন শুনি আগুসরি গেলা।
দূরে হৈতে নরোত্তমে দেখি হর্ষ হৈলা ॥৯
নরোত্তম লোকমুখে পাঞা পরিচয়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায় ১০
ভূমে পড়ি শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে।
ধাইয়া করিলা কোলে না পারে ছাড়িতে ॥ ১১
হইল গদগদ কণ্ঠ ধারা দু'নয়নে।
কহিতে নারয়ে কিছু যত উঠে মনে ॥১২
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দন।
নরোত্তমে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥১৩
শ্রীসরকার ঠাকুরের সমীপেতে গিয়া।
প্রণময়ে নরোত্তম ভূমে লোটাইয়া ॥১৪
যদ্যপি ঠাকুর দগ্ধ বিচ্ছেদ অগ্নিতে।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি হর্ষ চিতে ॥১৫
আইস আইস বলি বাহু পসারিয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ॥ ১৬
কি অদ্ভুত স্নেহে বসাইয়া নিজ পাশে।
নরোত্তম মুখ চাঞা কহে মৃদুভাষে ॥১৭
তোমারে দেখিতে বড় সাধ ছিল মনে।
ভাল কৈলে আইলে শীঘ্র দেখিলুঁ নয়নে ॥১৮
তোমা দ্বারা প্রভু বিলাইব ভক্তিধন।
লইবে অনেক লোক তোমার শরণ ॥১৯
প্রভু ভাবাবেশ প্রকাশিবে উচ্চাগানে।
কেবা না হইব মত্ত তোমার কীর্ত্তনে ॥২০

সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি করিবেম প্রভু।
কোনই বিষয়ে চিন্তা না করিবা কভু॥২১
খেতরি যাইবা শীঘ্র জাজিগ্রাম দিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্য আছেন পথ চাঞা॥২২
এই কথোদিনে আইলা বিষ্ণুপুর হৈতে।
সদাই করেন চিন্তা তোমার নিমিত্তে॥২৩
তোমারে দেখিলে তাঁর চিত্ত স্থির হয়।
কালি এথা আসিয়া গেলেন নিজালয়॥২৪
ঐছে কহি পুছে শ্রীক্ষেত্রের সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা যে দশা সভার॥২৫
শুনি শ্রীসরকার ঠাকুরের হৈল যাহা।
সহস্রেক মুখে না কহিতে পারি তাহা॥২৬
স্থির হৈয়া আজ্ঞা দিলা শ্রীরঘুনন্দনে।
নরোত্তমে লৈয়া যাহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে॥২৭
শ্রীরঘুনন্দন নরোত্তম করে ধরি।
লৈয়া গেলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে স্থির করি॥২৮
নরোত্তম গৌর কৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শনে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ধারা দু'নয়নে॥২৯
ভূমিতে পড়িয়া প্রনময়ে বারবার।
কে ধরে ধৈরয দেখি সে প্রেম বিকার॥৩০
কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে নেত্র ভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পূজারী॥৩১
নরোত্তম আইলা শুনি শ্রীখণ্ড বাসী।
গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে মিলিলা সভে আসি॥৩২
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
শত শত মুখেও তা নারি বর্ণিবার॥৩৩
নরোত্তম প্রতি সভে মধুর ভাষায়।
কহি কত স্থির করি লইলা বাসায়॥৩৪
নরোত্তম বাসাতে বসিয়া সেইক্ষণে।
শ্রীমহাপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দনে॥৩৫

শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্রীসরকার ঠাকুরে দিলেন শীঘ্র গিয়া॥৩৭
শ্রীমহাপ্রসাদ যত্নে ভুঞ্জিলা ঠাকুর।
পূর্ব সঙরিতে খেদ উপজে প্রচুর॥৩৭
দুই নেত্রে ধারা না ধরিতে পারে হিয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস গৌরচন্দ্র গুণ কৈয়া॥৩৮
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
কহিলেন শ্রীপ্রসাদ দেহ সর্ব্বজনে॥ ৩৯
সভে শ্রীপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসাদ সেবনে স্থির নহে কার মন॥৪০
নীলাচলে প্রভুর যে অদ্ভুত বিহার।
সঙরি সভার নেত্রে ধারা অনিবার॥৪১
অনেক যত্নেতে স্থির হৈলা সর্বজন।
নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ॥৪২
কৃষ্ণ কথা রসে দিবানিশি গোঙাইয়া।
নরোত্ত প্রাতঃকালে কৈল প্রাতঃক্রিয়া॥৪৩
স্নানাদি করিয়া করি গৌরাঙ্গ দর্শন।
ঠাকুর সমীপে শীঘ্র করিলা গমন॥৪৪
সরকার ঠাকুর নরোত্তম মুখ দেখি।
অতি স্নেহ করি কহে জুড়াইল আঁখি॥৪৫
পুনঃ আর না দেখিব কহিলা বচন।
হইলা ব্যাকুল যৈছে না হয় বর্ণন॥৪৬
নরোত্তম ভূমেতে পড়িয়া বারবার।
লইতে চরণ ধুলি নেত্রে অশ্রুধার॥৪৭
নরোত্তম ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন।
দিলেন বিদায় করি গৌরাঙ্গ স্মরণ॥৪৮
চলিলেন নরোত্তম বিদায় হইয়া।
খণ্ডবাসী পরিকরগণে প্রণমিয়া॥৪৯
শ্রীরঘুনন্দন সঙ্গে গেলা কতদূর।
ছাড়িতে নারয়ে দুঃখ বাঢ়য়ে প্রচুর॥৫০

জাজিগ্রাম যাইতে এক লোক সঙ্গে দিলা।
নরোত্তমে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা ॥৫১
বিদায় করিতে হিয়া বিদরিয়া যায়।
ঘন ঘন নরোত্তম মুখপানে চায় ॥৫২
আলিঙ্গন করি রহিলেন স্থির হৈয়া।
নরোত্তম নেত্রজলে ভাসে প্রণমিয়া ॥৫৩
ব্যাকুল হইলা জাজিগ্রাম পথে চলে।
যে দেখে সে দশা সে ভাসয়ে প্রেমজলে ।৫৪
খণ্ড হৈতে আইলা যে মনুষ্য বিজ্ঞবর।
দূরে হৈতে দেখাইলা আচার্য্যের ঘর ॥৫৫
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য আপন ভবনে।
শাস্ত্র অধ্যয়ন করায়েন শিষ্যগণে ॥৫৬
হেনকালে কেহ গিয়া কহয়ে তুরিতে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা ক্ষেত্র হৈতে ॥৫৭
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ নয়নে।
হয়েন অধৈর্য্যা চাহি জাজিগ্রাম পানে ॥৫৯
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য আগুসরি যাইতে।
নরোত্তম আনি প্রবেশিলা ভবনেতে ॥৫৯
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহে ভাসে নেত্রজলে।
দোঁহার হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র উথলে ॥৬০
শ্রীনিবাস বাহু পসারিয়া কোলে লৈতে।
নরোত্তম প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে ॥৬১
কে বুঝিবে এ দোঁহার অদ্ভুত চরিত।
দেহ মাত্র ভিন্ন ইহা সর্ব্বত্র বিদিত ॥৬২
কতক্ষণে দোঁহে স্থির হইয়া বসিলা।
পরস্পর সকল বৃত্তান্ত জানাইলা ॥৬৩
ক্ষেত্রস্থিত ভক্ত চেষ্টা শুনিলেন যাহা।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন তাহা ॥৬৪
হেনকালে এক বিপ্র আইলা ক্ষেত্র হৈতে।
পরম বৈষ্ণব বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ,৬৫
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়িবেন এই আশে।
আত্মনিবেদন কৈলা আচার্য্যের পাশে ॥৬৬
আচার্য্য ঠাকুর তাঁরে করি শিষ্টাচার।
জিজ্ঞাসিলা শ্রীনীলাচলের সমাচার ॥৬৭
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস বিপ্র ভাসি নেত্রজলে।
কহেন হইল রত্ন শূন্য নীলাচলে ॥৬৮
যে দিন আইলা শ্রীঠাকুদ নরোত্তম।
পরদিন হৈতে হইল বিষম বিভ্রম ॥৬৯
ক্রমে ক্রমে প্রায় সভে সংগোপন হৈলা।
শ্যামানন্দ গিয়া দুঃখ সমুদ্রে পড়িলা ॥৭০
যে দশা হইল তাঁর না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র রহিল জীবন ॥৭১
যে কেহ ছিলেন শ্যামানন্দে প্রবোধিয়া।
করিলা বিদায় দেশে আইলুঁ দেখিয়া ॥৭২
রহিতে নারিলুঁ ক্ষেত্রে কি কব বিশেষ।
দিবা রাত্রি চলিলুঁ অসিতে গৌড়দেশ ॥৭৩
কহিতে কহিতে বিপ্র অধৈর্য্য হইয়া।
কান্দয়ে ক্ষেত্রস্থ ভক্তগণ নাম লৈয়া ॥৭৪
আচার্য্যঠাকুর সেই বিপ্র করি কোলে।
কান্দিয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে ॥৭৫
কান্দে নরোত্তম অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
করয়ে যতেক খেদ কহা নাহি যায় ॥৭৬
ব্যাস চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণবল্লভাদি যত।
যে দশা সভার তাহা কহিব বা কত ॥৭৭
কতক্ষণে আচার্য্য ঠাকুর স্থির হৈয়া।
বিপ্রে বাসা দিলা স্থির করি প্রবোধিয়া ॥৭৮
আচার্য্য ঠাকুর তাঁর হৈয়া প্রেমাধীন।
পাঠের আরম্ভ করাইলা সেই দিন ॥৭৯
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লইয়া নিভৃতে।
কহিলা যতেক তাহা কে পারে বুঝিতে ॥৮০

রজনী প্রভাত কৈলা প্রভুর কথায়।
প্রাতঃকালে নরোত্তমে করিয়ে বিদায়॥ ৮১
বিদায়ের কালে হৈল যে দশা দোঁহার।
তাহা দেখি নারে কেহ ধৈর্য্য ধরিবার॥৮২
অচার্য্য চাহিয়া নরোত্তম পথপানে।
হইলেন জড় প্রায় ধারা দু'নয়নে॥৮৩
ব্যাস চক্রবর্ত্তী আদি কথোদূর গেলা।
নরোত্তম তাঁ সভারে যত্নে ফিরাইলা॥৮৪
নরোত্তম চলে নেত্রজলে করি স্নান।
কন্টকনগরে গেলা ভারতীর স্থান॥৮৫
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।
যে হইল তাহা বা বর্ণিব কোন জনে॥৮৬
শ্রীগদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥৮৭
নরোত্তম চেষ্টা দেখি অত্যন্ত অস্থির।
প্রভুর মন্দির হৈতে হইলা বাহির॥৮৮
প্রভুর গলার মালা নরোত্তমে দিয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥ ৮৯
হইল গদগদ কণ্ঠ কহে ধীরে ধীরে।
ভালো হৈল আইলে শীঘ্র কন্টকনগরে॥৯০
তোমার লাগিয়া মোর প্রভু গদাধর।
হইলা ব্যাকুল যৈছে কে বুঝে অন্তর॥৯১
ক্ষণে আত্মবিস্মৃত কহেন বারে বারে।
দেখ দেখ নরোত্তম আইলা কত দূরে॥৯২
ওহে ভাই যে হইল কহিতে কি আর।
দিনে দিনে বাড়ে দুঃখ সমুদ্র পাথার॥৯৩
বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরী জীউর অদর্শনে।
নবদ্বীপ হৈতে আসি আছেন নির্জ্জনে॥ ৯৪
না ভায় ভোজন পান খেদ নিরন্তর।
হইল মলিন ক্ষীণ হেম কলেবর॥৯৫
নরোত্তম প্রতি ঐছে কহি কত কথা।
লইয়া গেলেন দাস গদাধর যথা॥৯৬
বসে আছে তেঁহো ধুলি ধুসরিত হৈয়া।
মুদিত নয়নে ধারা বহে বুক বাঞা॥৯৭
শ্রীগৌরচন্দ্রের চারু চরিত্র সঙরি।
ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস বলয়ে হরি হরি॥৯৮
সময় পাইয়া যদুনন্দন কহয়।
ক্ষেত্র হৈতে নরোত্তম আইলা এথায়॥৯৯
শুনি নরোত্তম নাম নেত্র প্রকাশিয়া।
দেখে নরোত্তম কান্দে অধৈর্য্য হইয়া॥১০০
বাহু প্রসারিয়া নরোত্তম করি কোলে।
নরোত্তম অঙ্গ ধৌত কৈলা নেত্রজলে॥১০১
বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধ তথাপিহ হর্ষ হৈয়া।
ছাড়িতে না পারে নরোত্তমে কোলে লৈয়া॥১০২
নরোত্তম পড়ি গদাধর পদতলে।
ধুইলা দু'খানি পদ নয়নের জলে॥১০৩
নরোত্তমে স্থির করি যাহা জিজ্ঞাসিলা।
নরোত্তমে ক্রমে সে সকল নিবেদিলা।১০৪
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাহা একমুখেকে বর্ণিতে শক্তি ধরে॥১০৫
নরোত্তমে কৃপা করি কহে বারবার।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইব তোমার॥১০৬
অবশ্য নাচিব প্রভু তোমার কীর্ত্তনে।
করিবেন প্রেমবৃষ্টি দেখিবে নয়নে॥১০৭
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
বিতরহ গৌরচন্দ্রের প্রেমধন॥১০৮
ঐছে কথা কহি মহা বাৎসল্যে বিভোর।
নিবারিতে নারে নেত্র বহে প্রেমলোর॥১০৯
শ্রীযদুনন্দন আদি যত্নে জানাইয়া।
ভারতীর স্থানে গেলা নরোত্তমে লৈয়া॥১১০

নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচনে।
শ্রীকেশব ভারতী ছিলেন এইস্থানে ॥১১১
এই ঠাঞিঃ কৈলা প্রভু মস্তক মুণ্ডন।
ভারতীর স্থানে কৈলা সন্নাসগ্রহণ ॥১১২
এত কহিতে কণ্ঠরুদ্ধ তাঁ সভার।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে অশ্রুধার ॥১১৩
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
মুর্চ্ছা প্রায় গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে ॥১১৪
ধূলায় ধূসর অঙ্গ সে দশা দেখিয়া।
কে আছে এমন যে ধরিতে পারে হিয়া ॥১১৫
কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইল সভার।
দেখিয়ে মন্দিরে গৌরচন্দ্রে চমৎকার ॥১১৬
প্রভু নিজ প্রিয় দুঃখ না পারে সহিতে।
করিলা সভারে স্থির নিজাঙ্গ ভঙ্গীতে ॥১১৭
নরোত্তম সে দিবস রহিলা তথাই।
হইল যে প্রকার তাহা কহিতে সাধ্য নাই ॥১১৮
প্রভাতে বিদায় হইলেন যে প্রকারে।
কে ধরি ধৈরয তাহা বর্ণিবারে পারে ॥১১৯
সঘনে সঙরি নিত্যানন্দ বলরাম।
চলিলেন রাঢ়দেশে একচাক্রা গ্রাম ॥১২০
গ্রামে প্রবেশিতে নিত্যানন্দ দয়াময়।
বৃদ্ধ বিপ্ররূপে নরোত্তমে জিজ্ঞাসয় ॥১২১
কি নাম তোমার আইলে কোথা হৈতে।
কি কার্য্যেযাইবে কোথা স্থিতি বা কোথাতে ॥১২২
নরোত্তম কহে মোর নরোত্তম নাম।
ক্ষেত্র হৈতে আইলুঁ এই গ্রাম আছে কাম ॥১২৩
এথা নিত্যানন্দ অবতীর্ণ সে বিদিত।
যার মাতা পিতা পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত ॥১২৪
তাঁর জন্মস্থান যথা লীলা যে যে স্থানে।
সে সব দেখিতে সাধ করিয়াছি মনে ॥১২৫

পদ্মাবতী পার গ্রাম খেতরি নামেতে।
তথাই নিবাস তথা যাব এথা হৈতে ॥১২৬
শুনি নরোত্তমের মধুর মৃদুভাষ।
শুনিয়া হাসেন কিছু না করে প্রকাশ ॥১২৭
নরোত্তম প্রতি কহে সব জানি আমি।
করাব দর্শন মোর সঙ্গে আইস তুমি ॥১২৮
এই দেখ এথা নিত্যানন্দ সখা সঙ্গে।
ধরি গোপবেশ গোচারণ কৈলা রঙ্গে ॥১২৯
এথা নিত্যানন্দ হল মূষল লইয়া।
ভ্রমিলেন সভারে অভয় বর দিয়া ॥১৩০
এইখানে নিত্যানন্দ কৈলা রামলীলা।
সেতুবন্ধ করি এথা লঙ্কা প্রবেশিলা ॥১৩১
বধিয়া রাবণ সীতা করিলা উদ্ধার।
এই দেখ অযোধ্যায় অশেষ বিহার ॥১৩২
যৈছে শ্বেতদ্বীপে বলরাম বিলসয়।
তৈছে নিত্যানন্দ এই স্থানে বিহরয় ॥১৩৩
হড়ো পণ্ডিতের ঘর দেখহ এথায়।
এই স্থানে জন্মিলেন নিত্যানন্দ রায় ॥১৩৪
হামাগুড়ি বেড়াইয়া বাহির প্রাঙ্গনে।
ধরিয়া সর্পের ফণা খেলে এইখানে ॥১৩৫
দেখ এইখানে তাঁর শ্রীচূড়াকরণ।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র ভুবনমোহন ॥১৩৬
এথা বিষ্ণু আরাধিলা করিয়া যতন।
বিষ্ণুর মন্দির এই করহ দর্শন ॥১৩৭
এথাই পরমানন্দে সন্ন্যাসী ভুঞ্জিলা।
হাড়ো ওঝা স্থানে নিত্যানন্দ মাগি লৈলা ॥১৩৮
নিত্যানন্দে লৈয়া সন্ন্যাসী গেল এই পথে।
ধাইলা গ্রামের লোক নিতাই দেখিতে ॥১৩৯
এথা উচ্চৈঃস্বরে সভে করয়ে ক্রন্দন।
নিত্যানন্দে লৈয়া শীঘ্র সন্ন্যাসী গমন ॥১৪০

এইখানে নিত্যানন্দচন্দ্রের জননী।
হা পুত্র হা পুত্র বলি লোটায় ধরণী ॥১৪১
পুত্রগত প্রান হাড়ো পণ্ডিত এথায়।
কান্দিয়া বিহ্বল ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥১৪২
এথা পদ্মাবতী দেবী মূর্চ্ছাপন্ন ছিলা।
হাড়াই পণ্ডিত স্থির হই প্রবোধিলা ॥১৪৩
ওহে নরোত্তম দেখাইলু যে যে স্থান।
দেবের দুর্লভ ইহা জানিবে কে আন॥১৪৪
এই একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ রায়।
অদ্যাপি বিহরে ভাগ্যবান দেখে তায় ॥১৪৫
ঐথে কহি বিপ্র তথা হৈলা অদর্শন।
না দেখি ব্যাকুল চিত্ত চিন্তে নরোত্তম ॥১৪৬
নরোত্তম কহে মোরে হৈল বজ্রাঘাত।
এইখানে ছিলা কোথা গেলা অকস্মাৎ ॥১৪৭
যদি পুনঃ সে বিপ্রের না পাই দর্শন।
তবে অগ্নি জ্বালি তাহে ত্যজিব জীবন ॥১৪৮
হাহা বিপ্র মোরে ছাড়ি কোথা গেলা বলি।
নরোত্তম ক্রন্দন করয়ে বাহু তুলি ॥১৪৯
দয়ার সমুদ্র নিত্যানন্দ হলধর।
সেই বিপ্ররূপে হৈলা নয়নগোচর ॥১৫০
বিপ্র হৈলা রামরূপ মাধুর্য্য অশেষ।
শিঙ্গা বেত্ররূপে মাথে চূড়া চারুবেশ ॥১৫১
বলরাম নিত্যানন্দ হৈলা সেইক্ষণে।
রূপের উপমা নাই এ তিন ভুবনে ॥১৫২

হাসি নরোত্তম প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
তুমি মোর প্রিয় তোমা নারি ভাঁড়িবারে ॥১৫৩
হইব অচিরে পূর্ণ তব অভিলাষ।
মোরে যে দেখিলে এথা না কর প্রকাশ ॥১৫৪
এত কহি প্রভু তা'া হৈল অদর্শন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে নরোত্তম ॥১৫৫
যে প্রকার হইলা সে দর্শম আবেশ।
সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে ॥১৫৬
সে দিবস একচক্রা গ্রামেতে রহিয়া।
প্রভাতে চলিলা কত কৌতুক দেখিয়া ॥১৫৭
জয় একচক্রানাথ রোহিণী নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ দীন দুখীর জীবন ॥১৫৮
ঐছে প্রভু নাম লৈয়া পথে চলি যায়।
মুখ বক্ষঃ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥১৫৯
খেতরি যাইতে হৈল পদ্মাবতী পার।
যে আনন্দ হৈল লোকে না হয় বিস্তার ॥১৬০
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥১৬১

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে ঠাকুর নরোত্তমের প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীখণ্ড,কটোয়া যাজিগ্রাম, একচাক্রা হইতে খেতুরী প্রত্যাবর্ত্তন নাম পঞ্চম বিলাসঃ ॥

॥ ষষ্ঠ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবন ॥২
পদ্মাবতী নদী পার হৈয়া মহাশয়।
শুভক্ষণে শ্রীখেতরি গ্রামে প্রবেশয় ॥৩
চতুর্দ্দিকে আসি লোক দেখে নেত্রভরি।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইলা খেতরি ॥৪
শ্রীসন্তোষ আদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
যত্নে লইয়া গেলা অতি নির্জ্জন আলয় ॥৫
তথাপিহ লোক গতাগতি নাহি অন্ত।
লোক ভিড় দিবারাত্রি প্রহর পর্য্যন্ত ॥৬
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিশায় নির্জ্জনে।
কৈছে সেবা প্রকাশিব এই চিন্তে মনে ॥৭
নিশাবসানেতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে কহে কিছু শচীর নন্দন ॥৮
ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্বেই আছিয়ে ধাতু বিগ্রহ হইয়া ॥৯
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি অর্থবান ॥১০
তার ঘরে ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাহা কেহ যাইতে নারে মহা সর্পভয় ॥১১
তার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি ॥১২
পুনঃ আর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কথা কৈয়া।
হৈলা অদর্শন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥১৩
স্বপ্নের বিচ্ছেদে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ব্যগ্র হৈয়া জাগি দেখে রাত্রি দণ্ডদ্বয় ॥১৪
শ্রীনাম কীর্ত্তনে রাত্রি প্রভাত করিয়া।
কৈলা শীঘ্র দণ্ডধাবনাদি স্নান ক্রিয়া ॥১৫
অতি হর্ষ হৈয়া কহেন সর্ব্বজনে।
বহুগোষ্ঠী গৃহস্থ কে আছে কোনখানে ॥১৬
ধান্যাদির গোলা বহু হয় তার ঘরে।
সর্পভয়ে তথা কেউ যাইতে না পারে ॥১৭
সকলে কহে তাহে জানিয়ে আমরা।
ঠাকুর কহেন তবে চলহ তোমরা ॥১৮
তথা মোর আছে অতি গূঢ় প্রয়োজন।
এত কহি মহাশয় করিলা গমন ॥১৯
অতি শীঘ্র সেই গৃহস্থের ঘর গেলা।
গোষ্ঠী সহ সে আপনা কৃতার্থ মানিলা ॥২০
শ্রীঠাকুর মহাশয় চলে গোলাপানে।
সে গৃহস্থ ব্যগ্র হৈয়া পড়িলা চরণে ॥২১
দুইহাত যুড়ি কহে করিয়া ক্রন্দন।
মহাসর্পভয় তথা জানে সর্বজন ॥২২
আইল অনেক ওঝা সর্প খেদাইতে।
সর্পের গর্জ্জনে কেহ নারে স্থির হৈতে ॥২৩
বহুদিন হৈল মোরা দিলুঁ পরিচ্ছেদ।
অনেক অর্থের দ্রব্য ইথে পাই খেদ ॥২৪
যে হউ সে হউ তথা যাইতে না দিব।
যে কার্য্য থাকয়ে মোরা এথাই সাধিব ॥২৫
হাসিয়া কহয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কিছু চিন্তা নাই দূরে যাবে সর্পভয় ॥২৬
তোমার গোলাতে আছে অতি প্রয়োজন।
দেখিবে সাক্ষাৎ হৈবে সফল নয়ন ॥২৭
এত কহি চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
এথা সর্ব্বলোক ভয়ে হৈলা কম্পময় ॥২৮

দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গমন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন মহাসর্পগণ ॥২৯
প্রেমাবেশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপ চন্দ্র প্রিয়ার সহিতে ॥৩০
ঝলমল করে অঙ্গ ভূষিতে ভূষণে।
উপমার স্থান না দেখয়ে কোনখানে ॥৩১
হস্ত প্রসারিয়া কোলে লৈতে হেনকালে।
চমকি বিদ্যুৎপ্রায় সমাইলা কোলে ॥৩২
দেখি সর্ব্বলোকের হৈল চমৎকার।
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রুধার ॥৩৩
কেহ কার প্রতি কহে দেখিলু আশ্চর্য্য।
মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে হেন কার্য্য ॥৩৪
কেহ কেহ ইঁহারে চিনিতে নারে অন্য।
ইঁহার কৃপাতে দেশ হইবেক ধন্য ॥৩৫
কেহ কহে মো সভার ভাগ্য যদি হয়।
অবশ্য হইব তবে এ পদ আশ্রয় ॥৩৬
জয় জয় প্রভু নরোত্তম বলি বলি।
নাচিয়া বেড়ায় সে সকলে বাহু তুলি ॥৩৭
প্রভু লৈয়া মহাশয় বাসায় যাইতে।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক মহাভিড় পথে ॥৩৮
বাসায় যাইয়া অতি অপূর্ব আসনে।
যত্নে বসাইলা গৌরচন্দ্রের প্রিয়াসনে ॥৩৯
অনিমিখ নেত্রে শোভা করি নিরক্ষণ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে সম্বরণ ॥৪০
অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়।
নৃত্য গীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয় ॥৪১
সেইক্ষনে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া।
গায় গৌরচন্দ্র গুণ নিজগণে লৈয়া ॥৪২
কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি কৈলা মহাশয়।
দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্ব্বের গর্ব্ব ক্ষয় ॥৪৩

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্।

গন্ধর্ব্ব গর্ব্বক্ষপণ স্বলাস্য, বিস্মাপিতাশেষ কলিপ্রজায়।
স্বসৃষ্টগান প্রথিতায় তস্মৈ, নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৪৪

যার পানে বারেক করয়ে কৃপাদৃষ্টি।
সে হয় গায়ক গানে করে প্রেমবৃষ্টি ॥৪৫
অতি নীচ যবন বর্ব্বর দুরাচার।
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ বিহার ॥৪৬
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি ব্যাপিল ভুবন।
স্বর্গে রহি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ৪৭
শুনিতে সে উচ্চগান কেবা ধৈর্য্য ধরে।
আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে ॥৪৮
গন্ধর্ব কিন্নর কহে একি চমৎকার।
অকস্মাৎ ঐছে গীত কে কৈল প্রচার ॥৪৯
দেবলোকে দুর্ল্লভ এ গীতের বিধান।
নৃত্য গীত বাদ্য কি হইল মূর্ত্তিমান ॥৫০
কেহ কহে চৈতন্যভক্তের কি অসাধ্য।
চৈতন্য ভক্ত সর্ব্বদেবের আরাধ্য ॥৫১
ঐছে কহি মনুষ্যের বেশেতে আসিয়া।
নরোত্তম চরণে পড়য়ে লোটাইয়া ॥৫২
হৈল যে প্রকার তাহা কে পারে বর্ণিতে।
কতক্ষনে সবে স্থির হইলা যত্নেতে ॥৫৩
সেই দিন বলরাম আদি কতজন।
ঠাকুরের স্থানে কৈলা শ্রীমন্ত্র গ্রহন ॥৫৪
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ সেইদিন হৈতে।
আর যে যে রঙ্গ তাহা না পারি বর্ণিতে ॥৫৫
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥৫৬

বলরাম বিপ্র আদি শিষ্য কতজনে।
নিযুক্ত করিলা গৌর বিগ্রহ সেবনে॥৫৭
স্বপ্নাদেশে আর পঞ্চ সেবা প্রকাশিয়া।
চিন্তাযুক্ত আচার্য্যের সংবাদ না পাঞা ॥৫৮
মহাশয় বিচার করিয়ে মনে মনে।
তাঁর আজ্ঞা নাই লোক পাঠাব কেমনে॥৫৯
এবে কি উপায় করি বহুদিন হৈল।
জাজিগ্রাম হৈতে এথা কেহ না আইল॥৬০
এইরূপ বিরাজিত উদ্বিগ্ন হইলা।
হেনকালে জাজিগ্রাম হৈতে লোক আইলা॥৬১
তাঁরে দেখি হর্ষ শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয়॥৬২
তেঁহো কহে সকল মঙ্গল কহি ক্রমে।
তোমালাগি সতত ব্যাকুল জাজিগ্রামে॥৬২
শ্রীখণ্ড কণ্টক নগরেতে প্রায় স্থিতি।
মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপাঞ্চলে গতাগতি॥৬৪
একদিন আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে গেলা।
শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক প্রবোধিলা॥৬৫
পুনঃ করে ধরি আজ্ঞা দেই বারেবারে।
বিবাহ করিতে বাপু হইব তোমারে॥৬৬
পুন পুনর্বার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়।
করিলা বিবাহ শুনি হৈলা হর্ষোদয়॥৬৭
করিলা বিবাহ ঐহি শ্রীজাজিগ্রামেতে।
তথা আইসে বহু বিদ্যাবন্ত শিষ্য হৈতে॥৬৮
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন।
রামচন্দ্র নাম সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥৬৯
তাঁরে শিষ্য করিলেন একথা শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥৭০
পুনঃ কহে ঐছে বহু জনে শিষ্য কৈলা।
গোস্বামীর গ্রন্থ সর্বত্রেই প্রচারিলা॥৭১

শ্রীবৃন্দাবনেতে পাঠাইলা সমাচার।
পত্রী লৈয়া মনুষ্য আইলা তথাকার॥৭২
শ্রীজীব গোস্বামী পুনঃ গ্রন্থ পাঠাইলা।
তাহা শীঘ্র সর্বত্রেই প্রচার করিলা॥৭৩
আইল সংবাদ পত্রী নবদ্বীপ হৈতে।
দর্শন হৈলা বহু ভক্ত নদীয়াতে॥৭৪
শান্তিপুর আদি যে যে স্থানে প্রভুগণ।
বিচ্ছেদাগ্নি দাহে প্রায় হৈলা অদর্শন॥৭৫
শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাস গদাধর।
অদর্শন হৈতে দগ্ধ আচার্য্য অন্তর॥৭৬
আচার্য্যের যে দশা তা কহনে না যায়।
হইল আচার্য্য দেহ ধারন সংশয়॥৭৭
পশু পাখী কান্দয়ে সে ক্রন্দন শুনিতে।
তিলার্দ্ধেক আচার্য্য না পারে সম্বরিতে॥৭৮
কারে কিছু না কহিয়া প্রভাতে চলিলা।
অতি অল্পদিনে বৃন্দাবনে প্রবেশিলা॥৭৯
আচার্য্য দেখিয়া হর্ষ গোস্বামী সকল।
নির্জ্জনে বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল॥৮০
গ্রন্থ লৈয়া গেলা যৈছে যৈছে প্রচারিলা।
আদ্যোপান্ত আচার্য্য সকল নিবেদিলা॥৮১
প্রভূ পরিকরের কহিতে অদর্শন।
ব্যাকুল হইয়া সভে করিলা ক্রন্দন॥ ৮২
সভে স্থির হৈয়া বুঝি আচার্য্য অন্তর।
আচার্য্যে প্রবোধ বাক্য কহিলা বিস্তর॥ ৮৩
এইরূপে দিন চারি পাঁচ গোঙাইতে।
রামচন্দ্র সেন গিয়া মিলিলা তথাতে॥৮৪
পাইলেন সভে রামচন্দ্র পরিচয়।
যাঁহার দৌহিত্র হন যাঁহার তনয়।৮৫
মহানৈয়ায়িক কবি ব্রজে ব্যক্ত হৈলা।
কবিরাজ খ্যাতি শ্রীগোস্বামী সভে দিলা॥৮৬

আচার্য্যের বিবাহ হইল যে প্রকারে।
তাহা শুনিলেন সভে কবিরাজ দ্বারে ॥৮৭
শ্রীজীব গোস্বামী আদি অতি যত্ন পাঞা।
করিলা বিদায় কিছু গ্রন্থ সমর্পিয়া ॥৮৮
দিলেন সঙ্গেতে ব্রজবাসী চারিজন।
আচার্য্য চলিলা করি অনেক ক্রন্দন ॥৮৯
শ্রীগোপাল ভট্ট লোকনাথ আদি করি।
হইলা ব্যাকুল আচার্য্যের পথ হেরি ॥৯০
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা ঠাকুর।
রাজারে সুস্থির কৈলা গিয়া বিষ্ণুপুর ॥৯১
জাজিগ্রাম আসিবেন এসব শুনিয়া।
আইলুঁ একাকী সর্ব্ব সংবাদ লইয়া ॥৯২
এত কহিতেই আসি আর একজন।
দিলেন আচার্য্যের স্বহস্ত লিখন ॥৯৩
পত্রীপাঠ করিতে ঠাকুর মহাশয়।
হইলা অস্থির তবু পত্রিকার্থ কয় ॥৯৪
শ্রীআচার্য্য গৃহ হৈতে নিজগণ লৈয়া।
দুই শিষ্য কৈলা আসি কাঞ্চন গড়িয়া ॥৯৫
দ্বিজ হরিদাস প্রভু পার্ষদ প্রধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান ॥৯৬
দুই ভাই শিষ্য হৈলা পিতার নির্দ্দেশে।
পরম পণ্ডিত মত্ত সঙ্কীর্ত্তন রসে ॥৯৭
তথা হৈতে দোঁহে আইলা আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্য ঠাকুর কালি আইলা ভূধরে ॥৯৮
আজু মোর সুপ্রভাত এতেক কহিয়া।
শ্রীগৌরমন্দিরে গেলা দুইজনে লৈয়া ॥৯৯
বলরাম পুজারী প্রভৃতি যে যে তথা।
সভারে কহিলা সংক্ষেপেতে সব কথা ॥ ১০০
বলরাম পূজারী পরমানন্দ মনে।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা দুইজনে ১০১

এথা মহাশয় চলিলেন দেখিবার।
মহা মহোৎসব আয়োজনের ভাণ্ডার॥ ১০২
দেখিয়া প্রস্তুত অতি উল্লাস হিয়ায়।
যার যেই কার্য্য তারে নিয়োজিলা তায়॥১০৩
দেবীদাস গোকুল গৌরাঙ্গে লৈয়া সাথে।
চলিলা বুধরি গ্রামে রজনী প্রভাতে ॥১০৪
গ্রামে প্রবেশিতে লোক দেখি হৃষ্ট হৈয়া।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরে কহিলা শীঘ্র গিয়া ॥১০৫
আচার্য্য ঠাকুর মহা আনন্দ হৃদয়।
বাটীর বাহিরে দেখে আইলা মহাশয় ॥১০৬
মহাশয় ভূমে পড়ি প্রণাম করিতে।
কোলে লৈয়া আচার্য্য নারয়ে স্থির হৈতে ॥১০৭
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
দেখিতেই হৈল সর্বলোকের বিস্ময় ॥১০৮
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে আচার্য্য আপনে।
মিলাইল রামচন্দ্রাদিক সর্ব্বজনে॥১০৯
হইল মিলন কৈছে প্রেমানন্দ ভরে।
কিছু বিস্তারিলুঁ গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকরে ॥১১০
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
কহেন বৃত্তান্ত সব নির্জ্জন আলয়ে॥১১১
রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈলা যে প্রকারে।
বিবাহ করিয়া যৈছে গেলা ব্রজপুরে ॥১১২
রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তাঁর হইল যেমনে ॥১১৩
যেরূপে আইলা গৌড়দেশে বিষ্ণুপুরে।
জাজিগ্রাম হৈতে যৈছে আইলা বুধরে ॥১১৪
কবিরাজ খ্যাতি যৈছে দিলেন গোবিন্দে।
কহিলা এসব কথা মনের আনন্দে ॥১১৫
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে জিজ্ঞাসে মঙ্গল।
ক্রমে ক্রমে মহাশয় কহেন সকল ॥১১৬

শ্রীসন্তোষ রায় আদি শিষ্য যে প্রকারে।
ভক্তিদেবী কৃপা যৈছে করিলা সভারে ॥১১৭
শ্রীগৌর বিগ্রহ প্রাপ্তে যে রঙ্গ হইল।
আর পঞ্চ বিগ্রহ নির্ম্মান যৈছে কৈল ॥১১৮
শ্রীমহোৎসবের যৈছে হৈল আয়োজন।
শ্রীমন্দির যৈছে সিংহাসনের গঠন ॥১১৯
এত কহি কহে পত্রী পাইলুঁ যেইক্ষণে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উৎসব কৈলুঁ মনে ॥১২০
আচার্য্য কহেন সেইদিন স্থির হৈল।
এত কহি নিমন্ত্রণ পত্রী লেখাইল ॥১২১
শ্রীগৌরমণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা তথা তথা ॥১২২
উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।
শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা ॥১২৩
সর্বত্রে লিখন পাঠাইলা হর্ষমনে।
না জানি কি মহাশয়ে কহিলা নির্জ্জনে ॥১২৪
কৃষ্ণ কথা রসে অতি বিহ্বল হৈয়া।
নরোত্তমে দিলা রামচন্দ্রে সমর্পিয়া ॥১২৫
এ দুইজনের তনু প্রাণ মন এক।
দেখিতেই ভিন্ন প্রেমমূর্ত্তি পরতেক ॥১২৬
শ্রীআচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র রীত।
দুই এক দিবসেই হইল বিদিত ॥১২৭
কেহ কহে এ তিন মনুষ্য কভু নয়।
জীবের নিস্তার হেতু তিনের উদয় ॥১২৮
কেহ কহে অহে ভাই তিনের দর্শনে।
এক বস্তু তিন এই হয় মোর মনে ॥১২৯
কেহ কহে মোর মনে উপজয়ে যাহা।
ব্যক্ত করি কাহুকে কহিতে নারি তাহা ॥১৩০
ঐছে কত কথা লোক কহে পরস্পরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥১৩১
আচার্য্য শ্রীমহাশয়ে রাখি দিন চারি।
বিদায় করিলা আগে যাইতে খেতরী ॥১৩২
রামচন্দ্র আদি প্রিয়গণ সঙ্গে দিলা।
খেতরি যাইয়া সভে গৌরাঙ্গে দিখিলা ॥১৩৩
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের নিধান।
ব্যাস আচার্য্যাদি সভে মহা বিদ্যাবান ॥১৩৪
সকলের হৈল মহা আনন্দ হৃদয়।
দেখি প্রভু সেবার সম্পত্তি অতিশয় ॥১৩৫
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রের লৈয়া।
দিলেন সভারে বাসা নির্জ্জন দেখিয়া ॥১৩৬
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি সর্ব্বজন।
আচার্য্যের পথপানে করে নিরখণ ॥১৩৭
এথা শ্রীআচার্য্য কতজনে শিষ্য করি।
গোবিন্দাদি সঙ্গে শীঘ্র গেলেন খেতরি ॥১৩৮
কি অদ্ভুত শোভা হৈল গ্রামে প্রবেশিতে।
আইলা বৈষ্ণব সব আগুসরি লৈতে ॥১৩৯
উথলিলল প্রেমানন্দ সভার হিয়ায়।
আচার্য্য লইয়া আইলা অপূর্ব বাসায় ॥১৪০
বাসা হৈতে আচার্য্য ঠাকুরগণ সনে।
অতি শীঘ্র গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে ॥১৪১
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখি গৌররায়।
হইলা বিহ্বল নেত্রজলে ভাসি যায় ॥১৪২
আর পঞ্চ বিগ্রহ করিয়া দরশন।
হৈল প্রেমাবেশে যৈছে না হয় বর্ণন ॥১৪৩
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রিয়গণ সনে।
দেখিলাম সামগ্রী সব প্রস্তুত ভবনে ॥১৪৪
গণসহ বাসা আসি চিন্তে অনুক্ষণ।
শ্যামানন্দ গমনে বিলম্ব কি কারন ॥১৪৫
হেনকালে কেহ আসি কহে আচম্বিতে।
শ্যামানন্দ আইলেন উৎকল হৈতে ॥১৪৬

শুনি আচার্য্যের হৈল আনন্দ হৃদয়।
গণসহ আগুসারি গেলা মহাশয় ॥১৪৭
হেনকালে শ্যামানন্দ নিজগণ সনে।
আসি প্রবেশিলা শীঘ্র আচার্য্য ভবনে ॥১৪৮
শ্যামানন্দ আচার্য্যের করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দু'নয়ন ॥১৪৯
আচার্য্য ঠাকুর স্নেহে নারে স্থির হৈতে।
ধরি কৈলা কোলে শ্যামানন্দ প্রণমিতে ॥১৫০
নয়নের জল শ্যামানন্দে সিক্ত কৈলা।
দেখি প্রেমাবেশে সভে অধৈর্য্য হৈলা ॥১৫১
আচার্য্য চাহিয়া শ্যামানন্দ মুখপানে।
জিজ্ঞাসি কুশল স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥১৫২
নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে প্রেমাবেশে।
হৈল যেরূপ তাহা কহিতে না আইসে ॥১৫৩
শ্রীশ্যামানন্দের শ্রীঠাকুর মহাশয়।
করাইলা সর্ব বৈষ্ণবেরে পরিচয় ॥১৫৪
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি ॥১৫৫
চট্টরাজ রামকৃষ্ণ মুকুন্দাদি সনে।
মিলনে যে আনন্দ বর্ণিব কোনজনে ॥১৫৬
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি ॥১৫৭
পরস্পর মিলনে যে স্নেহ ভক্তিরীতি।
যে দেখিলা সে আপনা মানয়ে সুকৃতি ॥১৫৮
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়।
শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব আলয় ॥১৫৯
তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে।
রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবেশে ॥১৬৯
ওহে বাপু সকল করিবে সমাধান।
কোনমতে কার যেন নহে অসম্মান ॥১৬১
শুনিয়া রসিকানন্দ করযোড় করি।
আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি ॥১৬২
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়।
হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিলে না হয় ॥১৬৩
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
গেলেন শ্রীআচার্য্য ঠাকুর যেই স্থানে ॥১৬৪
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে দিলা পাঠাইয়া।
তেঁহো আইলা শ্যামানন্দ পাশে হৃষ্ট হৈয়া ॥১৬৫
শ্যামানন্দ মহান্ত পরমানন্দ মনে।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর দরশনে ॥১৬৬
দেখিয়া মধুর মূর্ত্তি নেত্রে ধারা বয়।
বারবার ভূমিতে পড়িয়া প্রণময় ॥১৬৭
সর্বাঙ্গে পুলক শোভা অতি মনোহর।
প্রেমের আবেশেতে অবশ কলেবর ॥১৬৯
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীগোবিন্দে কন।
আর পঞ্চ বিগ্রহ করাহ দরশন ॥১৬৯
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাহা দেখাইতে।
শ্যামানন্দ হৈলা যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥১৭০
উৎসবের সামগ্রী আছয়ে যে নে স্থানে।
তাহা দেখাইলা দেখি মহাহৃষ্ট মনে ॥১৭১
এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীকিশোর আদি সভে সর্বাংশে উত্তম ॥১৭২
যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে।
তাহা রাখাইলা গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে ॥১৭৩
সঙ্গে বহু লোক তাঁ সভারে যত্ন পাঞা।
দিলা সে উচিত দ্রব্য বাসা নিয়োজিয়া ॥১৭৪
এইরূপে নানা স্থানে করে সমাধান।
শ্যামানন্দ শিষ্য সভে বৈষ্ণবের প্রাণ ॥১৭৫
এথা শ্যামানন্দ গেলা আচার্য্য যথায়।
হইলেন মগ্ন গৌর কৃষ্ণের কথায় ॥১৭৬

সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
প্রাতঃকালে সভে সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥১৭৭
স্নানাদি করিয়া সভে চিন্তে মনে মনে।
শ্রীজাহ্নবীদেবীর বিলম্ব হৈল কেনে ॥১৭৮
হেনকালে এক বিপ্র কহে যত্ন করি।
পদ্মাবতী পার হৈলা জাহ্নবী ঈশ্বরী ॥১৭৯
শুনিতেই সভের প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈলা।
পদ্মাবতী তীর পথে আগুসরি গেলা ॥১৮০
চতুর্দ্দিকে লোক সবে করে ধাওয়াধাই।
সভে কহে আইলা শ্রীজাহ্নবী প্রেমময়ী ॥১৮১
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সঙ্গের একজন।
তেহো আইসে জানাইতে ঈশ্বরী গমন ॥১৮২
দেখি আচার্য্যের গতি অতি হর্ষচিতে।
ঈশ্বরী গমন কহে প্রণমি ভূমেতে ॥১৮৩
তাঁরে প্রণমিয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
জিজ্ঞাসে বিশেষ তেঁহো বিবরিয়া কয় ॥১৮৪
এথাকার সমাচার পাঞা পত্রদ্বারে।
হৈলা উৎকণ্ঠিত সভে এথা আসিবারে ॥১৮৫
তথায় ছিলেন কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
সূর্য্যদাস সরখেল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁর ॥১৮৬
শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥১৮৭
কমলাকর পিপলাই শ্রীজীব পণ্ডিত।
মাধব আচার্য্য যাঁর চেষ্টা সুবিদিত ॥ ১৮৮
নৃসিংহ চৈতন্যদাস কানাঞি শঙ্কর।
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবনে বিজ্ঞবর ॥১৮৯
শ্রীমীনকেতন রামদাস মহাশয়।
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময় ॥১৯০
সভে নিবেদিলা দুই ঈশ্বরী চরণে।
খেতরি যাইতে কৈছে ইচ্ছা হয় মনে ॥১৯১
শুনি হর্ষ হৈয়া কহে জাহ্নবী ঈশ্বরী।
বিলম্বে কি কার্য্য তথা চল শীঘ্র করি ॥১৯২
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস ॥১৯৩
খড়দহ হৈতে ঈশ্বরীর যাত্রা দিনে।
দূর হৈতে বৈষ্ণব আইলা দরশনে ॥১৯৪
কহিলা ঈশ্বরী এথা যাত্রা সমাচার।
শুনিতেই উৎকণ্ঠা জন্মিল সভাকার ॥১৯৫
সভে নিজ নিজ বাসা গিয়া শীঘ্র আইলা।
এহেতু বিলম্ব হৈল পুনঃ যাত্রা কৈলা ॥১৯৬
হইল আকাশবাণী যাত্রার সময়।
সে অতি আশ্চর্য্য তাহা শুন মহাশয় ১৯৭
পরম গভীর নাদে কহে বারবার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার ॥১৯৮
নিজগণ সহ ভক্তি দানেতে প্রবীণ।
নিরন্তর আমি সে দোঁহার প্রেমাধীন ॥১৯৯
খেতরি গ্রামেতে গণসহ সঙ্কীর্ত্তনে।
করিব নর্ত্তন দেখিবেক সর্বজনে ॥২০০
মোর প্রেম প্রভাবে মাতিব সর্বলোক।
না রহিব কাহার কোনই দুঃখ শোক ॥২০১
সর্বসিদ্ধি হৈব তথা তোমার গমনে।
সভে চাহি আছয়ে তোমার পথপানে ।২০২
খেতরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।
তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তিধন ॥২০৩
শুনি ঈশ্বরীর চিত্তে হৈল চমৎকার।
স্থির হৈতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২০৪
খড়দহ গ্রামেতে যতেক বিজ্ঞগণ।
অন্যত্র হৈতে যে যে কৈলা আগমন ॥২০৫
সভে শুনি মত্ত হৈলা মনের উল্লাসে।
নিবারিতে নারে অশ্রুজলে ভাসে ॥২০৬

শ্রীজাহ্নবী গৌর নিত্যানন্দে সঙরিয়া।
সেইক্ষণে গমন করয়ে সভা লৈয়া ॥২০৭
শ্রীবসুদেবীরে কথা কহিয়া নির্জ্জনে।
গঙ্গা বীরচন্দ্রে স্থির করিলা যতনে ॥২০৮
সভে সর্ব্বপ্রকার করিয়া সাবধান।
কথোদূর নৌকাপথে করিলা পয়ান ॥২০৯
চলিতেই এই ধনি হৈল দেশ ভরি।
খেতরি হইয়া ব্রজে যাবেন ঈশ্বরী ॥২১০
কথোদূরে গিয়া নৌকা হইতে নামিলা।
ভাগ্যবন্ত প্রিয় বণিকের ঘর গেলা ॥২১১
দিবানিশি মত্ত তাঁরা নিত্যানন্দ গুনে।
উথলিল প্রেমানন্দ ঈশ্বরী দর্শনে ॥২১২
শ্রীঈশ্বরী করি সভা প্রতি অনুগ্রহ।
সে দিবস তথাই রহিল গণসহ ॥২১৩
রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥২১৪
তেঁহো আসি ঈশ্বরীকে তথাই মিলিলা।
অতি প্রাতে উঠি সভে অম্বিকা আইলা ॥২১৫
শ্রীহৃদয় চৈতন্য যাইয়া কথোদূরে।
সভাসহ ঈশ্বরীরে আনিলেন ঘরে ॥২১৬
নিতাই চৈতন্যচান্দে করিয়া দর্শন।
হৈল যে প্রকার তাহা না হয় বর্ণন ॥২১৭
ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন কতক্ষণে।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন সেইখানে ॥২১৮
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী হৃদয় চৈতন্যেরে।
কহিলেন সকল প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে ॥২১৯
শুনি শ্রীহৃদয়ানন্দ আনন্দিতে হৈলা।
যাইতে খেতরি গ্রাম মনঃস্থির কৈলা ॥২২০
শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।
হেমকালে গণসহ আইলা প্রভুপাশ ॥২২১

শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর চরন দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য ধারা দু'নয়নে ॥২২২
বারেবারে ভূমিতে পড়িয়া প্রণমিল।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় স্থির হইয়া বসিল।২২৩
মনের উল্লাসে তাঁরে কহিলা সকল।
শুনিতেই হৈলা আঁখি আনন্দে বিহ্বল ॥২২৪
শ্রীচৈতন্য দাস আদি স্থির কৈলা মনে।
খেতরি যাইব উৎসব দরশনে ॥ ২২৫
মনের উল্লাসে সভে প্রস্তুত হইলা।
শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুরে জানাইলা ॥২২৬
শান্তিপুর হইতে আইলা একজন।
তেঁহো নিবেদয়ে তথাকার বিবরণ ॥২২৭
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়।
বিচ্ছেদে জর্জ্জর দেহ ধারণ সংশয় ॥২২৮
শ্রীসীতামাতার আজ্ঞা করিতে পালন।
খেতরি যাইতে হৈবে প্রভাতে গমন ॥২২৯
শুনি ঈশ্বরীর অতি আনন্দ বাড়িল।
তাঁর দ্বারে শীঘ্র সব কহি পাঠাইল ॥২৩০
সভাসহ শ্রীজাহ্নবী পণ্ডিত আবাসে।
গোঙাইলা রাত্রি অতি মনের উল্লাসে ॥২৩১
প্রভাতেই শ্রীমঙ্গল আরতি দেখিলা।
নিতাই চৈতন্যপদে আত্ম সমর্পিলা ॥২৩২
শ্রীসেবা নিযুক্ত সভে সাবধানে করি।
সভাসহ নবদ্বীপে চলিলা ঈশ্বরী ॥২৩৩
দূরে হৈতে শ্রীনবদ্বীপের পানে চাঞা।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে বুক বাঞা ॥২৩৪
সঙরি সে সব নবদ্বীপের বিলাস।
অনলের শিখা প্রায় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥২৩৫
হইল অবশ অঙ্গ বাকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥২৩৬

নবদ্বীপে যে যে ছিলা প্রভু প্রিয়গণ।
শুনিলা শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী আগমন ॥২৩৭
মনের উল্লাসে সভে আইলা আগুসরি।
দূরে দেখি দোলা হৈতে নামিলা ঈশ্বরী ॥২৩৮
ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া সর্ব্বজনে।
আপনার ভাগ্য শ্লাঘা করয়ে আপনে ॥২৩৯
আজি সুপ্রভাত বিধি কৈলা মো সভার।
ঐছে কহি নিকটে প্রণমে বারবার ॥২৪০
শ্রীজাহ্নবী দেবী কৈলা যে হইল মনে।
আশ্চর্য্য প্রেমের গতি বুঝে কোন্‌জনে ॥২৪১
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে আইলা প্রিয়গন।
যথাযোগ্য সভাসহ হইল মিলন ॥২৪২
মিলনের কালে ধৈর্য্য গেল সভাকার।
কেহ কার পদধুলি লয়ে বারবার ॥২৪৩
প্রেমাবেশে কেহ কার ধরিয়া গলায়।
সঙরি প্রভুর লীলা কান্দে উচ্চরায় ॥২৪৪
কি অদ্ভুত প্রেমের মহিমা কেবা জানে।
প্রভু প্রিয়গণ স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥২৪৫
শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি।
যত্নে কহে শ্রীমাধব আচার্য্যাদি প্রতি ॥ ২৪৩
এথা গঙ্গাস্নান হয় এই মোর মনে।
শুনি এই বাক্য হর্ষ হৈলা সর্বজনে ॥২৪৭
সকলেই গঙ্গাস্নান করেন তথাই।
নবদ্বীপে শ্রীপতি গেলেন ধাওয়াধাই ॥২৪৮
বিবিধ সামগ্রী শীঘ্র লইয়া আইলা।
এথা সবে স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা ॥ ২৪৯
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
সভে ভুঞ্জাইলা কিছু ভুঞ্জিলা আপনে ॥২৫০
নবদ্বীপ মধ্যে প্রবেশিলা শীঘ্র করি।
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে আইলা ঈশ্বরী ॥২৫১

তথাতে আইলা প্রভু অদ্বৈত নন্দন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম ভুবন পাবন ॥২৫২
অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপাল প্রেমময়।
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস মহাশয় ॥২৫৩
বনমালীদাস আদি অতি বিজ্ঞগণ।
পরস্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিলন ॥২৫৪
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
একমুখে সে সব কহিতে সাধ্য নয় ॥২৫৫
শ্রীমতি ঈশ্বরী অতি নির্জ্জনে আনন্দে।
জানাইলা সব কথা শ্রীঅচ্যুতানন্দে ॥২৫৬
শুনি প্রেমাবেশে প্রভু অদ্বৈত কুমার।
হই অতি অধৈর্য্য গর্জয় অনিবার ॥২৫৭
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সভে জানাইত।
হইল সভার মন উৎসব দেখিতে ॥২৫৮
খেতরি গমন কথা সর্বত্র ব্যাপিলা।
শ্রীবাস ভবনে সভে একত্র হইলা ॥২৫৯
সে দিবস সেইখানে সভার ভোজন।
যে আনন্দ হৈল তাহা মা হয় বর্ণন ॥২৬০
নবদ্বীপবাসী লোক ধায় চারিপাশে।
হইল অত্যন্ত ভীড় শ্রীবাস আবাসে ॥২৬১
প্রভু পার্ষদের শুভ দর্শন পাইয়া।
জুড়াইল দারুন দুঃখাগ্নি দগ্ধ হিয়া ॥২৬২
কথো রাত্রি রহি সবলোক গৃহে গেলা।
এথা প্রভুগণ সভে শয়ন করিলা ॥২৬৩
প্রভাতে উঠিয়া সভে চলিলা সত্বরে।
আইলা আকাই হাটে কৃষ্ণদাস ঘরে ॥২৬৫
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে।
আপনা মানয়ে ধন্য আনি নিজাবাসে ॥২৬৫
ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীঘ্রতে করিয়া।
খেতরি যাইতে রহে প্রস্তুত হইয়া ॥২৬৬

প্রভাতে উঠিয়া সভে আনন্দ অন্তরে।
অতি শীঘ্র আইলেন কন্টকনগরে॥ ১৬৭
প্রথমেই কৃষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া।
শ্রীযতুনন্দনে সব কহে বিবরিয়া ॥২৬৮
শ্রবণ মাত্রেতে মহা উল্লাস অন্তরে।
আগুসরি গিয়া শীঘ্র আনিলেন ঘরে ॥২৬৯
তথা আইলা শ্রীরঘুনন্দনগন সাথ।
শিবানন্দ সহ আইলা বিপ্র বাণীনাথ ॥২৭০
বল্লভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্য্য।
নর্ত্তক গোপাল জিতা মিশ্র বিপ্রাচার্য্য ॥২৭১
রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব।
শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র মঙ্গল বৈষ্ণব ॥২৭৩
আইলেন ঐছে বহু প্রভু প্রিয়গণ।
পরস্পর হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥২৭৩
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ শোভা দেখি।
হইয়া বিহ্বল সভে জুড়াইল আঁখি ॥২৭৪
গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা যথা।
কান্দিতে সভে চলিলেন তথা ॥২৭৫
স্থান দৃষ্টিমাত্রে হৈলা যে দশা সভার।
সে সব কহিতে মুখে না আইসে আমার ॥২৭৬
কতক্ষণে স্থির হইলেন সর্ব্বজন।
করিলেন শীঘ্র সভে গঙ্গাবগাহন ॥২৭৭
তথা যতুনন্দনাদি অতি যত্ন করি।
বিবিধ মিষ্টান্ন সাজাইলা পাত্র ভরি ॥২৭৮
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে সমর্পিয়া থরে থরে।
পৃথক্ পৃথক্ থুইলেন বাসা ঘরে ॥২৭৯
এথা স্নানাদিক ক্রিয়া সভে সমাধিলা।
শ্রীমহাপ্রসাদ অতি যত্নেতে ভুঞ্জিলা ॥২৮০

সে দিবস শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে ॥২৮১
করিলা রন্ধন শীঘ্র বিবিধ প্রকার।
শুনিতে সভার মনে হৈল চমৎকার ॥২৯২
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ।
পরম আনন্দে প্রভু করিলা ভোজন ॥২৮৩
কতক্ষণ পরে যত্নে ভোগ সরাইয়া।
ভুঞ্জাইলা সভারে পরম যত্ন পাঞা ॥২৮৪
অমৃত সমান সব দিতে কি তুলনা।
যে ভুঞ্জিল সে আনন্দে পাসরে আপনা ॥২৮৫
শ্রীঈশ্বরী করিলেন প্রসাদ সেবন।
সর্ব্ব মহান্ত হৈল আনন্দিত মন ॥২৮৬
শ্রীযতুনন্দন চক্রবর্ত্তী আদি যত।
ভুঞ্জিলেন পশ্চাতে করিয়া যত্ন কত ॥২৮৭
শ্রীমহাপ্রসাদস্বাদে যে হইল মনে।
কহিতে নারয়ে অশ্রুধারা তু'নয়নে।২৮৮
নিজ ইষ্টদাস গদাধরে সঙরিয়া।
কতক্ষনে স্থির হৈলা নিভৃতে বসিয়া ॥২৮৯
খেতরি যাইতে অতি উৎকন্ঠিত মন।
করিলেন তথা যাইবার আয়োজন॥ ২৯০
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা পরিচারকেরে।
করিলেন সাবধাম সকল প্রকারে। ২৯১
হইল সন্ধ্যা সময় সকল সাধিতে।
আইলা সর্ব্ব মহান্ত গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণেতে ॥২৯২
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
করিলেন কতক্ষন শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥২৯৩
গোঙাই রাত্রি সবে কৃষ্ণকথা রসে।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা মনের উল্লাসে ॥২৯৪

রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্রে প্রণমিয়া।
আইলেন ঐছে পথে সভা সম্বোধিয়া ॥২৯৫
অদ্য শীঘ্র পদ্মাবতী হইলেন পার।
আমা পাঠাইলা শীঘ্র দিতে সমাচার ॥২৯৬
শুনি এ প্রসঙ্গ সব আচার্য্য ঠাকুর।
হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর ॥২৯৭
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
হইল সভার মনে আনন্দ অবধি ॥২৯৮
যাইতে দেখয়ে নেত্র আগে বিদ্যমান।
আইসেন সভে তেজ সূর্য্যের সমান ॥২৯৯
নিরখিতে নেত্রের নিমিখ গেল দূরে।
হইল অবশ অঙ্গ চলিতে না পারে ॥৩০০
এ সভার দশা দেখি জাহ্নবী ঈশ্বরী।
নাবিলেম দোলা হৈতে প্রভুরে সঙরি ॥ ৩০১
শ্রীঅচ্যুত আদি কথোজন যানে ছিলা।
মনের উল্লাসে শীঘ্র ভূমেতে নাবিলা ॥৩০২
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি ভাসি প্রেমজলে।
লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরীর পদতলে ॥৩০৩
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী নারয়ে স্থির হৈতে।
যৈছে অনুগ্রহ কৈলা কে পারে কহিতে ॥৩০৪
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রভু প্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে তাঁ সভার বন্দিলা চরণ ॥৩০৫
শ্রীনিবাসাচার্য্য আদি পানে নিরখিয়া।
শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি ধরিতে নারে হিয়া ॥৩০৬
কেহ শ্রীনিবাসে কোলে করিয়া কান্দয়ে।
কেহ নরোত্তমে বারবার আলঙ্গিয়ে ।৩০৭
কেহ না ছাড়য়ে রামচন্দ্র করি কোলে।
কেহ শ্রীগোকুলানন্দে সিঞ্চে নেত্রজলে ॥৩০৮

কেহ বাহু প্রসারিয়া ধরয়ে শ্রীদাসে।
কেহ শ্যামানন্দ মহাবাৎসল্য প্রকাশে ॥৩০৯
কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মুখ চাঞা।
আলঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞা ॥৩১০
ঐছে প্রেমগতি অতি অদ্ভুত মিলন।
দেখিতে আপনা ধন্য মানে দেবগন ॥৩১১
গ্রামে প্রবেশিতে লেক চতুর্দ্দিকে ধায়।
ডুবিল খেতরি গ্রাম আনন্দ বন্যায় ॥৩১২
আচার্য্য ঠাকুর যত্নে নিবেদিল সভারে।
লৈয়া গেলা পৃথক্ পৃথক্ বাসাঘরে ॥৩১৩
গণসহ ঈশ্বরীর বাসা হৈল যথা।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা ॥৩১৪
রঘুনাথ আচার্য্য আদির বাসাঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে ॥৩১৫
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের বাসা সেইখানে।
তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে ॥৩১৬
শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ॥৩১৭
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে ॥৩১৮
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায় ॥৩১৯
শ্রীরঘুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥৩২০
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদিক ঘরে।
সমর্পিলা রামকৃষ্ণ কুমুদ আদিরে ॥৩২১
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বাসাস্থানে।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে ॥৩২২

আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা ॥৩২৩
সর্ব্বত্রে যাইয়া সভে করি পরিহার।
পৃথক্ পৃথক্ করি দিলেন ভাণ্ডার ॥৩২৪
তথা বহু দ্রব্য তার লেখা নাই দিতে।
সদা পরিপূর্ণ কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছাতে ॥৩২৫
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥৩২৬
শ্রীখেতরি গ্রামে মহান্তের আগমন।
ইহার শ্রবনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৩২৭
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥৩২৮

ইতি নরোত্তম বিলাসে ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা উৎসবে সমগ্র গৌর পার্ষদ বর্গের খেতুরী আগমন নাম ষষ্ঠ—বিলাসঃ॥

॥ সপ্তম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ।১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ।২
শ্রীখেতরি গ্রামে মহামহোৎসব প্রথা।
সর্ব্বদেশ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই কথা ॥৩
কেহ কার প্রতি কহে মহানন্দ মনে।
ওহে ভাই কি অশ্চার্য্য দেখিলুঁ নয়নে ॥৪
ধরণী মণ্ডলে ধন্য শ্রীখেতরি গ্রাম।
কি অদ্ভুত শোভা যেন আনন্দের ধাম ॥৫
কি নারী পুরুষ বাল বৃদ্ধ তথাকার।
বৈষ্ণব দর্শনে নেত্রে ধারা অনিবার ॥৬
অন্য বহু বৈষ্ণব আইলা খেতরিতে।
আপনা পাসরি তারা ধায় চারিভিতে ॥৭
কেহ কেহ সে মাধুরী করিয়া দর্শন।
বিধাতার প্রতি মাগে অসংখ্য নয়ন ॥৮
কেহ কহে তাঁ সভার তেজ সূর্য্য সম।
বিনাশয়ে জীবের দারুণ তাপতম ॥৯
কেহ কেহ তাঁ সভার দর্শন কৃপায়।
যে না কহে কৃষ্ণ সেহ কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১০
কেহ কহে তাঁ সভার অদ্ভুত রীত।
পতিত দুঃখীর প্রতি অতিশয় প্রীত ॥ ১১
কেহ কহে শ্রীসান্তোষরাজা ভাগ্যবান্।
কি অপূর্ব্ব তাঁ সভার কৈলা বাসস্থান ॥১২
কেহ কহে মহা মহোৎসব আয়োজনে।
সদাই উল্লাসে রাজা নিজগণ সনে ॥১৩
কেহ কহে করিলেন যে সব সম্ভার।
তাহা কহিবারে সাধ্য না হয় আমার ॥১৪
কেহ কহে লোকরীত মঙ্গল বিধান।
সে সব করেন রাজা হৈয়া সাবধান ॥১৫

কেহ কহে ফাল্গুনের শুক্লা পঞ্চমীতে।
কহিলা বাদকগণে বাদ্য আরম্ভিতে ॥১৬
কেহ কহে বাদ্যধ্বনি ভেদিল গগন।
গয়াকেতে গান করে নর্ত্তকে নর্ত্তন ॥১৭
কেহ কহে রাজা আজ্ঞা দিলা মালীগনে।
নানা পুষ্প আনি হার করিতে যতনে ॥১৮
কেহ কহে রাজা বহু লোক সাবহিতে।
আজ্ঞা করিলেন চারুচন্দন ঘষিতে ॥১৯
কেহ কহে সে মহাশয়ের আজ্ঞা পাঞা।
অভিষেক দ্রব্য সজ্জা কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥২০
কালি শ্রীপূর্ণিমা দিবা অপূর্ব সময়।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দির করিব বিজয় ॥২১
কেহ কহে ওহে ভাই কহিতে না পারি।
সকল ছাড়িয়া শীঘ্র যাইব খেতরি ॥২২
কেহ মৌন ধরিয়া কহয়ে এই হৈল।
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেশ ধন্য কৈল ॥২৩
এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা ধর্ম্ম বা কেমন ॥২৪
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে ॥২৫
কেহ কেহ মনুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ॥২৬
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায় ॥২৭
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্যমাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত ॥২৮
ওহে ভাই কৈল ইথে সুদৃঢ় বিচার।
নরোত্তম করিব এ সভার উদ্ধার ॥২৯
জয় নরোত্তম জয় নরোত্তম বলি।
নেত্র ধারা বহে নৃত্য করে বাহু তুলি ॥৩০

লইয়া বিবিধ দ্রব্য মহাকুতুহলে।
শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র আইসে সকলে ॥৩১
ঐছে বহু গ্রাম হৈতে আসে বহু লোক।
খেতরি প্রবেশ মাত্র ভুলে সব শোক ॥৩২
এথা সর্ব্বলোকে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে সব দুঃখ বিনাশয় ॥৩৩
ঐছে সভে সম্বোধিয়া মনের উল্লাসে।
সন্ধ্যাকালে কহে কিছু আচার্য্যের পাশে ॥৩৪
বহু খোল করতাল নির্মাণ হৈয়া।
আসিয়াছে বারেক দেখুন তথা গিয়া ॥৩৫
শ্রীআচার্য্য চলিলেন অতি হর্ষ হৈয়া।
গৌরাঙ্গ গোকুল দেবীদাসে সঙ্গে লৈয়া ॥৩৬
তথা গিয়া দেখি সব খোল করতাল।
প্রেমাবেশে আচার্য্য কহেন ভাল ভাল ॥৩৭
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত করিয়া সঙরণ।
খোল করতাল পূজা কৈলা সেইক্ষন ॥৩৮
সভাসহ চলিলেন শ্রীঈশ্বরী যথা।
ক্রমে নিবেদিলা সব অভিষেক কথা ॥৩৯
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া কৈলা সর্ব্বত্রে গমন।
অভিষেক কথা সভে কৈলা নিবেদন ॥৪০
শুনিয়া সভার মনে আনন্দ বাড়িল।
শ্রীচৈতন্য কথা রসে রাত্রি গোঙাইল ॥৪১
কিছু নিদ্রা গেলে হৈল রজনীবিহিন।
সভে প্রাতঃক্রিয়া করি সারিলেন স্নান ॥৪২
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
লইয়া অপূর্ব বস্ত্র গেলা সর্বালয় ॥৪৩
সকল মহান্ত মহান্তের সঙ্গে যত।
সভে বস্ত্র পরান আগ্রহ করি কত ॥৪৪
এথা শ্রীসন্তোষ রায় মহাহর্ষ মনে।
দেখে চন্দ্রাতপ কৈছে শোভায়ে প্রাঙ্গণে ॥৪৫

শ্রীমন্দির অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত।
হইয়াছে সর্বপ্রকারেতে সুশোভিত ॥৪৬
চন্দ্রাতপ তলে অতি অপূর্ব আসন।
যাহাতে বসিলা আসি শ্রীমহান্তগণ ॥৪৭
বসিবেন শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যেখানে।
সে অতি গোপন স্থান সভা সন্নিধানে ॥৪৮
স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল ফলাদি পুষ্প আম্রশাখা ॥৪৯
জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে।
এসব দেখিয়া গেলা আচার্য্য যেখানে ॥৫০
নিবেদিলা সকল সুসজ্জ হৈল তথা।
শুনিয়া আচার্য্য গেলা শ্রীঈশ্বরী যথা ॥৫১
তাঁরে নিবেদিতে তেঁহো করিলা গমন।
বসিলেন গিয়া যথা স্থান সঙ্গোপন ॥৫২
শ্রীআচার্য্য সর্ব মহান্তেরে নিবেদিতে।
সভে গিয়া বসিলা প্রাঙ্গনে আসনেতে ॥৫৩
হইল অপূর্ব্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ।
পরস্পর বাক্য সুধা করে বরিষণ ॥৫৪
সভে অনুমতি দিলা আচার্য্য ঠাকুরে।
শ্রীবিগ্রহ গণাভিষেকাদি করিবারে ॥৫৫
শ্রীআচার্য্য ঈশ্বরী আদির আজ্ঞা পাঞা।
চলিলেন অতি দীন প্রায় প্রণমিয়া ॥৫৬
শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ আনাইলা।
দেখিয়া আচার্য্য শোভা বিহ্বল হইলা ॥৫৭
লক্ষ্মী বিষ্ণু প্রিয়া সহ নবদ্বীপচান্দে।
ধরিয়া হিয়ায় গুণ সঙরিয়া কান্দে ॥৫৮
কে বুঝিতে পারে এই আচার্য্য অন্তর।
কতক্ষণে স্থির হইলেন বিজ্ঞবর ॥৫৯
শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে ॥৬০
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
অভিষেক কালে সব নাম স্পষ্ট হৈল ॥৬১
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥৬২
বসিলেন ঐছে শ্রীবিগ্রহ সিংহাসনে।
হইল আশ্চর্য্য শোভা প্রাণপ্রিয়া সনে ॥৬৩
বিবিধ ভূষনেতে ভূষিত কলেবর।
দেখিয়া আচার্য্য মহা আনন্দ অন্তর ॥৬৪
পূজা সমাধিয়া শীঘ্র আরতি করিলা।
পৃথক্ পৃথক্ করি ভোগ সমর্পিলা ॥৬৫
সে সকল সামগ্রী পরম চমৎকার।
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার ॥৬৬
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন প্রভুগণ।
ভোগ সরাইলা যত্নে রহি কতক্ষণ ॥৬৭
ভোগের প্রসাদি স্থান ধুই শীঘ্র করি।
শ্রীমালাচন্দন সমর্পয়ে পাত্র ভরি ॥৬৮
চন্দন সহিত মালা প্রভুগলে দিলা।
করিয়া বিভাগ কথো পৃথক্ রাখিলা ॥৬৯
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালা চন্দন।
সর্ব্ব মহান্তের আগে কৈলা সমর্পণ ॥৭০
সভে পরস্পর প্রেমাবেশে উল্লাসিত।
শ্রীমালা চন্দনে সভে হৈলা বিভূষিত ॥৭১
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন।
জয় জয় ধ্বনি করিলেক সর্বজন ॥৭২
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য হৈল কোলাহল।
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল ॥৭৩
এথা শ্রীঠাকুর মহাশয় সর্ব্বজন।
অনুমতি দিলা আরম্ভিতে সঙ্কীর্ত্তন ॥৭৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে ॥৭৫

দেবীদাস গায়ক বাদকগণ লৈয়া।
আইসেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হৈয়া ॥৭৬
বল্লভ গৌরাঙ্গ গোকুলাদি প্রিয়গণ।
তাঁ সভার শোভা সভার হরে মন ॥৭৭
এ সভারে লইয়া ঠাকুর মহাশয়।
দাঁড়াইলা প্রাঙ্গনে পরম তেজোময় ॥৭৮
পুলকে বেষ্টিত অঙ্গ লাবনী সুন্দর।
কনক কেতকী জিনি কান্তি মনোহর ॥৭৯
উন্নত নাসিকা দীর্ঘ কমল নয়ন।
কন্দর্পের দর্প দূরে দেখি সে বদন ॥৮০
জিনিয়া কুঞ্জর কর মঞ্জু ভুজদ্বয়।
দেখিয়া বৃক্ষের শোভা কেবা ধৈর্য্য হয় ॥৮১
ঝলকে তিলক কিবা সুচারু কপালে।
ঝলমল করে কণ্ঠ তুলসীর মালে ॥৮২
রুচির চরণ জানু মধ্য কি মধুর।
নিরখিতে নয়নের তাপ যায় দূর ॥৮৩
পরম আশ্চর্য্য শোভা কহনে না যায়।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে কি উল্লাস হিয়ায় ॥৮৪
গণসহ নিতাই অদ্বৈত গোরাচান্দে।
সঙরি উথলে প্রেম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥৮৫
সর্ব মহান্তেরে ভূমে পড়ি প্রণমিঞা।
করয়ে আলাপ করে করতাল লৈয়া ॥৮৬
মন্দ মন্দ হাস্তে দন্তদ্যুতি মনোহর।
স্বেদাশ্রু পূর্ণিত অতি আনন্দ অন্তর ॥৮৭

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্।

সংকীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য,
দন্তদ্যুতিদ্যোতিতদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধার-স্নপিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ
শ্রীলনরোত্তমায় ॥

দেবীদাসাদিকে পুর্বে শক্তি সঞ্চারিলা।
এবে নিদেশিতে গীত বাদ্যে মত্ত হৈলা ॥৮৮
করয়ে মর্দ্দল বাদ্য অতি রসায়ন।
করতালালাপ বাদ্যে হৈল সম্মিলন ॥৮৯
শ্রীরঘুনন্দন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
মত্ত সিংহপ্রায় গর্জ্জি গৌরাঙ্গ সঙরে ॥৯০
আচার্য্য আনিয়া দিতে শ্রীমালা চন্দন।
খোল করতাল স্পর্শাইলা সেইক্ষণ ॥৯১
শ্রীরঘুনন্দন আত্ম বিস্মরিত প্রেমে।
স্বহস্তে চন্দন মাখায়েন নরোত্তমে ॥৯২
মালা পরাইয়া কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
ঐছে সবাকারে দিলা শ্রীমালাচন্দন ॥ ৯৩
প্রণমিয়া সভে রঘুনন্দনের পায়।
আপনা মানয়ে ধন্য মনের ইচ্ছায় ॥৯৪
শ্রীগৌরাঙ্গদাস তলাপাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য প্রকাশয়ে ॥৯৫
তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাড়ে ঘনে ঘনে ॥৯৬
অশ্রুত অদ্ভুত বাদ্য শুনি দেবগণ।
গন্ধর্ব কিন্নর সহ ব্যাপিল গগন ॥৯৭
পুষ্পবৃষ্টি করে অতি অধৈর্য্য হইয়া।
অভিলাষ সাধয়ে মনুষ্যে মিশাইয়া ॥৯৮
এথা সর্ব্ব মহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে ॥৯৯

হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এহেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ॥১০০
নরোত্তম কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাঢ়ে অনিবার॥১০১
কি অদ্ভুত ভঙ্গী সব প্রকাশয়ে গানে।
গন্ধর্ব কিন্নর কি ইহার ভেদ জানে॥১০২
নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু শ্রীশচী নন্দন।
এই হেতু পূর্বে বুঝি কৈলা আকর্ষণ॥১০৩
হইয়া অধীত প্রভু নরোত্তম প্রেমে।
গীতবাদ্য ভাণ্ডার সঁপিলা নরোত্তমে॥১০৪
এত কহি নরোত্তম করি আলিঙ্গন।
উন্মত্ত হইয়া সবে করেন নর্ত্তন॥১০৫
কি অদ্ভূত আনন্দাশ্রু সভার নয়নে।
ঝলমল করে অঙ্গ শ্রীমালাচন্দনে॥১০৬
নরোত্তম মত্ত হৈয়া গৌরগুণ গায়।
গণসহ অধৈর্য্য হইলা গৌররায়॥১০৭
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারি স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর॥১০৮
জগদীশ গৌরীদাস আদি সভা লৈয়া।
হৈলা সর্ব নয়ন গোচর হর্ষ হৈয়া॥১০৯
সভে আত্ম বিস্মরিত হৈল সেইকালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতুহলে॥১১০
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি করয়ে নর্ত্তন।
তাঁ সভা লইয়া নাচে শচীর নন্দন॥১১১
নিত্যানন্দ প্রভু মহা মনের উল্লাসে।
করেন নর্ত্তন প্রভু মহা মনের উল্লাসে॥১১২
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নাচে মহামত্ত হৈয়া।
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি সভে লৈয়া॥১১৩
নাচয়ে পণ্ডিত গদাধর প্রেমোল্লাসে।
শ্রীনিবাস আচার্য্য লৈয়া প্রভু পাশে॥১১৪
ঐছে মহারঙ্গে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস।
শ্রীগুপ্তমুরারি শ্রীস্বরূপ হরিদাস॥১১৫
শ্রীমান্ পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
বাসুদেব দত্ত শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর॥১১৬
গদাধর দাস শ্রীমুকুন্দ নরহরি।
গৌরীদাস পণ্ডিত নকুল ব্রহ্মচারী॥১১৭
জগদীশ সূর্য্যদাস আচার্য্য নন্দন।
শ্রীনাথ মহেশ যদু শ্রীমধুসূদন॥১১৮
গোবিন্দ মাধব বাসুরায় রামানন্দ।
শ্রীবিজয় ধনঞ্জয় দত্ত শ্রীমুকুন্দ॥১১৯
সনাতন রূপ রঘুনাথ কাশীশ্বর।
নাচয়ে অসংখ্য শ্রীপ্রভুর পরিকর॥১২০
নৃত্যভঙ্গী ভুবন মাদকমোদক ভরে।
চরণ চালনে মহী টলমল করে॥১২১
প্রকটাপ্রকট দুই হৈল এক ঠাঞি।
কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে দেহ স্মৃতি নাই॥১২২
পরম মাদক বাদ্যে উল্লাসয়ে হিয়া।
করয়ে হুঙ্কার সভে করতালি দিয়া॥১২৩
গীত সুধাপানে কে ধরিতে পারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে নানা ভাবের তরঙ্গ॥১২৪
নবদ্বীপচন্দ্র চতুর্দ্দিকে করি দৃষ্টি।
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমামৃত করে বৃষ্টি॥১২৫
মাতিল অসংখ্য লোক ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি চতুর্দ্দিকে কান্দে॥২২৬
প্রভু যে কহিলা নরোত্তমে স্বপ্নচ্ছলে।
তাহা প্রবেশিলা সভে হৈয়া কুতুহলে॥১২৭
কে বুঝে প্রভুর এই অলৌকিক লীলা।
যৈছে প্রকটিলা তৈছে অন্তর্দ্ধান হৈলা॥১২৮
প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে হৈল চমৎকার।
সে আবেশে অন্তর্দ্ধান হৈল সভাকার॥১২৯

যদ্যপি এসব বিজ্ঞ ভুলিলা সকল।
করয়ে বিলাপ হৈয়া বিচ্ছেদে বিহ্বল ॥১৩০
হায় হায় কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ এখনি।
কোথা গেল গৌর নিত্যানন্দ গুণমনি ॥১৩১
কোথা গেলা অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
কোথা মুরারি হরিদাস বক্রেশ্বর ॥১৩২
কোথা নরহরি গৌরীদাস প্রভুগণ।
ঐছে নাম লৈয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১৩৩
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ধৈরয নাহি বান্ধে।
দেখা দিয়া কোথা গেলা ইহা বলি কান্দে ॥১৩৪
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত প্রিয়গণ।
কান্দিয়া কহয়ে একি দেখিলুঁ স্বপন ॥১৩৫
শ্রীনিৰাস নরোত্তম প্রভু অদর্শনে।
অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে সেইক্ষণে ॥১৩৬
হায় হায় কি হইল বলিয়া কান্দয়।
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ গলয় ॥১৩৭
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি চারিভিতে।
কে ধরে ধৈরয এ সভার ক্রন্দনেতে ॥১২৮
কান্দে লক্ষ লক্ষ লোক লোচনের জলে।
নদীর প্রবাহ প্রায় ধারা মহীতলে ॥১৩৯
পরিহাস হেতু যে পাষণ্ডীগণ আইলা।
ফিরিল সভার মন কান্দি ব্যগ্র হৈলা ॥১৪০
ছাড়িতে না পারে কেহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণ।
যে দশা সভার তাহা না হয় বর্ণন ॥১০১
বিপ্র বাণীনাথ আদি মূর্চ্ছাপন্ন ছিলা।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা ॥১৪২
ঐছে সভে স্থির হৈয়া প্রভু ইচ্ছামতে।
দেখি শ্রীনিবাসাচার্য্য লোটায় ভূমেতে ॥১৪৩
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ।
শ্রীদাস শ্রীশ্যামানন্দ গোকুল গোবিন্দ ॥১৪৪
শ্রীরসিকানন্দ দেবীদাসাদি সকলে।
মুর্চ্ছাপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে ॥১৪৫
সর্ব্ব মহান্তের চেষ্টামতে এ সভার।
হইল চেতন ধৈর্য্য নারে ধরিবার ॥১৪৬
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সম্বরি ক্রন্দন।
করে কত খেদ শ্রীআচার্য্য নরোত্তম ॥১৪৭
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বর মধুর মৃদুভাষে।
কহয়ে নির্জ্জনে নরোত্তম শ্রীনিবাসে ১৪৮
শুনিতে এ খেদ বিদয়ে মোর হিয়া।
সম্বরহ খেদ প্রভু আজ্ঞা সঙরিয়া ॥১৪৯
ফাগুখেলা আরম্ভের এইত সময়।
শুনি স্মৃতি হৈতে হৈলা আনন্দ হৃদয় ॥১৫০
প্রনমিয়া শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী চরণে।
সভাসহ গেলা সর্ব্ব মহান্তের স্থানে ॥১৫১
গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ে।
শ্রীঅচুত্যানন্দ আদি সভে প্রবোধয়ে ॥১৫২
নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরগণের সহিতে।
তোমা সভাকার প্রেমাধীন সর্ব্বমতে ॥১৫৩
জন্মে জন্মে তোমারা সে প্রভূর কিঙ্কর।
সদা তোমাদের তেঁহো নয়ন গোচর ॥১৫৪
যে আনন্দ পাইলুঁ তোমা সভার কীর্ত্তনে।
জন্মে জন্মে মো সভার রহে যেন মনে ॥১৫৫
ইহা বলি আলিঙ্গন করয়ে সভারে।
ভাসে নেত্রজলে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥১৫৬
শ্রীনিবাস নরোত্তম আদি যতজন।
প্রেমাবেশে বন্দিলেন সভার চরণ ॥১৫৭
পরস্পর যে আনন্দ হৈল সে সময়।
তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥১৫৭
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
সকল মহান্ত প্রতি যত্নে নিবেদয় ॥১৫৯

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ফাগু করি সমর্পণ।
ফাগুক্রীড়া করহ লইয়া সর্বজন॥১৬০
শুনিতেই সভার হইল হর্ষ হিয়া।
হেনকালে শ্রীসন্তোষ আইলা ফাগু লৈয়া।১৬১
বিবিধ প্রকার ফাগু সুগন্ধি সুন্দর।
পৃথক পৃথক পাত্রে শোভে মনোহর॥১৬২
আইল যত ফাগু লেখা নাহি তার।
ফাগুময় সর্ব্বত্র দেখিতে চমৎকার॥১৬৩
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী আগে ফাগু দিলা সাজাইয়া॥১৬৪
ফাগু লৈয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন ঈশ্বরী।
প্রভু অঙ্গে ফাগু দিয়া দেখে নেত্র ভরি॥১৬৫
হইয়া অধৈর্য পুনঃ আসিয়া নির্জ্জনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ধারা দু'নয়নে॥১৬৬
এথা শ্রীঅচ্যুত রঘুনন্দন শ্রীনিধি।
কাশীনাথ হৃদয় চৈতন্য যদু আদি॥১৬৭
সকল মহান্ত ফাগু লইয়া উল্লাসে।
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে দিয়া হাসে প্রেমাবেশে॥১৬৮
কেহ রাধাকান্তে শ্রীবল্লবী শ্রীকান্তে দিয়া।
ব্রজের বিলাস কহে মহাহর্ষ হৈয়া॥১৬৯
কেহ রাধাসহ কৃষ্ণে ফাগু দেয় রঙ্গে।
কেহ ফাগু দেন ব্রজমোহনের অঙ্গে॥১৭০
কেহ রাধারমণের অঙ্গে ফাগু দিতে।
হইলা অধৈর্য্য চারু শোভা নিরখিতে॥১৭১
এইরূপে ফাগু প্রভুগণে সমর্পিয়া।
পরস্পর খেলে ফাগু বিহ্বল হইয়া॥১৭২
কেহ হোলি যাত্রা পদ্য পড়ায় উন্মায়।
কেহ নবদ্বীপ বৃন্দাবন লীলা গায়॥১৭৩
কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পাছে॥১৭৪

আত্ম বিস্মরিত সভে হৈয়া মত্ত প্রায়।
কেহ কা'রে ধরি ফাগু দেন সর্ব গায়॥১৭৫
লক্ষ লক্ষ লোক ফাগু খেলে চারি পাশ।
উড়য়ে উর্দ্ধেতে ফাগু ঝাঁপায়ে আকাশ॥১৭৬
দেবতা মনুষ্যগণে হৈল এক মেলা।
জগতে উপমা নাই ঐছে ফাগু খেলা॥১৭৭
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি মনের উল্লাসে।
ফাগুতে ভুষিত হৈয়া ফিরে চারিপাশে॥১৭৮
হইল অদ্ভুত ফাগু খেলা কতক্ষণ।
কাহার শকতি ইহা করিতে বর্ণন॥১৭৯
সকল মহান্ত স্থির হৈতে সন্ধ্যা হৈল।
প্রভূর আরতি দেখি নেত্র জুড়াইল॥১৮০
কতক্ষণ মত্ত হৈয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
সভে পুনঃ বসিলেন প্রভূর প্রাঙ্গণে॥১৮১
প্রভু জন্মতিথি অভিষেকাদি বিধান।
করিলেন আচার্য হইয়া সাবধান॥১৮২
সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের জন্মগীত গায় মৃদুস্বরে॥১৮৩
বাজে ঝাঁজ মৃদঙ্গ পরম রসায়ন।
কেহ ঝেহ করে নৃত্য ভুবন মোহন॥১৮৪
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাহি দিতে।
যে আনন্দ হৈল তাহাকে পারে বর্ণিতে॥১৮৫
ঐছে প্রেমাবেশে সভে রাত্রি গোঙাইলা।
রজনী প্রভাতে সভে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা॥১৮৬
এথা শ্রীজাহ্নবী দেবী অতি উষাকালে।
প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান কৈলা উষ্ণজলে॥১৮৭
করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া মনের উল্লাসে।
গেলেন রন্ধন ঘরে লৈয়া শ্রীনিবাসে॥১৮৮
রন্ধন সামগ্রী সব প্রস্তুত দেখিয়া।
আচার্যের প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥১৮৯

কহিব তোমারে নানা দ্রব্য আনাইতে।
এ হেতু তোমারে লৈয়া আইলুঁ এথাতে ॥১৯০
এত শীঘ্র এথা সব প্রস্তুত করিলা।
করিব রন্ধন ঐছে কিরূপে জানিলা ॥১৯১
এত কহি পাদপীঠে বসিয়া ঈশ্বরী।
করয়ে রন্ধন সর্ব্বমতে যত্ন করি ॥১৯২
পরিচারকের চারু চাতুর্য্য দেখিয়া।
প্রশংসয়ে সভারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥১৯৩
ঈশ্বরীর পাকক্রিয়া আলৌকিক হয়।
লিখিতে নারয়ে কেহ কৈছে সনাধয় ॥১৯৪
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন শীঘ্র পাক কৈলা।
অপূর্ব থালিতে অন্ন যত্নে নামাইলা ॥১৯৫
নানা ব্যঞ্জনাদি বহু পাত্রে পূর্ণ করি।
ভোগ লাগাইতে ত্বরা আইলা ঈশ্বরী ॥১৯৬
পৃথক পথক ভোগ শোভা নিরখিয়া।
প্রভুরে অর্পনে ভোগ মহাহর্ষ হৈয়া ॥১৯৭
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীরাধামোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহন ॥১৯৮
বিবিধ কৌতুকে সভে ভুঞ্জে হর্ষ হৈয়া।
অপূর্ব্ব সুস্বাদু সব দ্রব্য প্রশংসিয়া ॥১৯৯
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সে কৌতুক দেখিতে।
হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে।২০০
লোকরীত প্রায় শীঘ্র আবরণ করি।
মন্দির হইতে বাহির হইলা ঈশ্বরী।২০১
ভোজন কৌতুক এথা সমাধান হৈতে।
লোকরীত প্রায় গেলা ভোগ সরাইতে ॥২০২
আচমন দিয়া কৈল তাম্বুব অর্পম।
হৈল যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন ॥২০৩
এথা সর্ব মহান্ত স্নানাদি ক্রিয়া কৈলা।
প্রসাদি সামগ্রী লৈয়া আচার্য্য আইলা ॥২০৪
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি অতি রসায়ন।
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজন ॥২০৫
আচার্য্য ঠাকুর সর্ব্বত্রেই নিবেদিল।
রাজভোগ আরতির সময় হইল ॥২০৬
শুনি সভে চলিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে ॥২০৭
পূজারী আরতি করি আনন্দ অন্তরে।
দিলেন প্রসাদি মালা তুলসী সভারে ॥২০৮
অপূর্ব পুষ্পের মালা সভার গলায়।
দেখিয়া সকল লোক নয়ন জুড়ায় ॥২০৯
এথা চারু শয্যা সজ্জ করি স্থানে স্থানে।
পূজারী শয়ন করাইলা প্রভুগণে ॥২১০
অপূর্ব্ব বসন যত্নে ওড়াইয়া গায়।
চাপিয়া চরণ চারু চামর ঢুলায় ॥২১১
ঐছে সেবা করি শীঘ্র বাহির আসিয়া।
প্রণমিলা ভূমিতে কপাট দ্বারে দিয়া ॥২১২
করিয়া প্রার্থনা কত চলিলা পূজারী।
সেবা পরিপাটি যৈছে বর্ণিতে না পারি ॥২১৩
এথা নিবাসাচার্য্য কহে সর্বজনে।
করিব ভোজন এই প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥২১৪
শ্রীমিবাস অঙ্গনের ধুলি নিবারিলা।
মণ্ডলী বন্ধনে সর্ব্ব মহান্ত বসিলা ॥২১৫
কদলী পত্র সভে কহে আনাইতে।
আইল অপূর্ব পত্র সবার ইচ্ছাতে ॥২১৬
কেহ পরিবেশে পত্র অতি যত্ন করি।
কেহ সুবাসিত জল দেম পত্র ভরি ॥২১৭
কেহ ঘৃত দধি দুগ্ধপত্র লৈয়া আইসে।
কেহ পত্র খণ্ডেতে লবণ পরিবেশে ॥২১৮
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সে মণ্ডলী দেখিতে।
যে হইল মনে তাহাকে পারে কহিতে ॥২১৯

শীঘ্র অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেন থরে থরে।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি সৌগন্ধিতে চিত্ত হরে ॥২২০
শাকাদি ব্যঞ্জন ভাজা লেখা নাই তার।
সূপ অম্বলাদি ক্ষীর অনেক প্রকার ॥২২১
করয়ে ভোজন সভে উল্লাস হিয়ায়।
সে শোভা দেখিতে প্রাণ নয়ন জুড়ায় ॥২২২
ভুঞ্জিয়া আনন্দ সভে করি আচমন।
পরস্পর কহে হৈল অত্যন্ত ভোজন ॥২২৩
অচ্যুতানন্দ আদি কহে ধীরি ধীরি।
কিরূপে ভুজিলুঁ এতঁ বুঝিতে না পারি ॥২২৪
শ্রীপতি শ্রীনিধি বাণীনাথ আদি কয় ॥
ঈশ্বরী প্রভাবে এত ভুঞ্জিলুঁ নিশ্চয় ॥২২৫
শ্রীরঘুনন্দন আদি কহে বারবার।
যে সুখে ভজিলুঁ ঐছে না হবে আর ॥২২৬
এত কহিতেই সভে ভাসে নেত্রজলে।
অনেক যত্নেতে ধৈর্য্য ধরিলা সকলে ॥২২৭
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ঈশ্বরী নিকটে গিয়া যত্নে নিবেদয় ॥২২৮
হৈল এবে শ্রম বহু বসিয়া নির্জ্জনে।
ভুঞ্জেন প্রসাদ এই মো সবার সনে ॥২২৯
ঈশ্বরী কহেন মোর বড় সাধ আছে।
তোমা সভা ভুঞ্জাই ভুঞ্জিব তর পাছে ॥২৩০
সকলে লইয়া শীঘ্র প্রাঙ্গণে বৈসহ।
আমার শপথ ইথে যদি কিছু কহ ॥২৩১
শুনিয়া আচার্য্য শীঘ্র লৈল সর্বজনে।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥২৩২
পূর্বমত পত্রাদি দেখিয়া হর্ষচিতে।
ঈশ্বরী করেন পরিবেশন ক্রমেতে ॥২৩৩
ভুঞ্জায়েন সভারে পরম স্নেহ করি।
ভুঞ্জে সভে সুখে প্রভু চরিত্র সঙরি ॥২৩৪
পাইয়া পরম স্বাদু মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥২৩৫
দেবের দুর্ল্লভ এই হস্তের পাক।
জনমিয়া কভু না খাইলুঁ ঐছে শাক ॥২৩৬
ঐছে নানা ব্যঞ্জন ভুজয়ে প্রশংসিয়া।
আপনা মানয়ে ধন্য মহাহর্ষ হৈয়া ॥২৩৭
এথা রঘুনন্দনাদি বিহ্বল স্নেহেতে।
দেখিয়া ভোজন শোভা গেলেন বাসাতে ॥২৩৮
ভোজন সমাধি উঠিলেন শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ উদাস ॥২৩৯
রামকৃষ্ণ মুকুন্দ গোকুলানন্দ ব্যাস।
শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবীদাস ॥২৪০
ভগবান নৃসিংহ গোকুল কর্ণপুর।
কিশোর রসিকানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥২৪১
শ্রীগোপীরমণ আদি করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল সভে করিলা ভক্ষণ ॥২৪১
শ্রীঈশ্বরী সমীপে আচার্য্য শীঘ্র গিয়া।
নির্জ্জনে ভোজন স্থান কৈল যত্ন পাঞা ॥২৪৩
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
লইয়া সকল দ্রব্য বসিলা ভোজনে ॥২৪৪
শ্রীআচার্য ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
ভুঞ্জায়েন অ ক লোকেরে যত্ন পাঞা ॥২৪৫
পূজারী শ্রীবলরাম আদি কতজন।
সর্বশেষ এ সভার হইল ভোজন ॥২৪৬
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ভোজন সমাধিয়া।
কৈলা উষ্ণজলে স্নান নিভৃতে আসিয়া ॥২৪৭

ঈশ্বরী পরিচারিকা যে বিপ্র নারী।
সূক্ষ্ম বসনেতে অঙ্গ পোছে ধীরি ধীরি ॥২৪৮
প্রভু বিচ্ছেদাগ্নিতেই দগ্ধ নিরন্তর।
তাহে অতি ক্ষীণ সে হেমাব্জ কলেবর ॥২৪৯
ঐছে অঙ্গ পোছাইলা অতি সাবধানে।
পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্য জনে ॥২৫০
শুষ্কধৌত বস্ত্র পরি আসনে বসিয়া।
হরীতকী খণ্ড খাই মুখ প্রক্ষালিয়া ॥২৫১
নরোত্তম প্রতি কহে সস্নেহ বচন।
এতদিনে হৈল আজি সম্পূর্ণ ভোজন ॥২৫২
নরোত্তম নিত্যানন্দ চৈতন্য সঙরি।
দুই নেত্রে ধারা বহে রহে মৌন ধরি ॥২৫৩
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সে প্রেমের আবেশে।
নরোত্তম স্থির কৈলা সুমধুর ভাষে ॥২৫৪
শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লাসিত হৈয়া ॥২৫৫
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে ॥২৫৬
বৃন্দাবন যাইতে বিলম্ব ভাল নয়।
কালি প্রাতে যাত্রা কর এই মনে হয় ২৫৭
আচার্য্য কহেন কিছু না পারি কহিতে।
অন্তর বিদীর্ণ হয় একথা শুনিতে ॥২৫৮
যে ইচ্ছা হইল তাহা অন্যথা না হয়।
বৃন্দাবন যাইতে হইবে নিশ্চয় ॥২৫৯
গমনোপযুক্ত এথা সব সমাধিয়া।
এত শুনি রহিলেন ঈষৎ হাসিয়া ॥২৬০
আচার্য্য কহেন পুনঃ করিয়া বিনয়।
কিছুকাল শয়ন করিলে ভাল হয় ॥৩৬১
শুনি সেই আসনেতে অঙ্গ গড়াইলা।
এথা তিনজনে শীঘ্র অন্যত্র আইলা ॥২৬২
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনজনে।
চলিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের ভবনে ॥২৬৩
সকল মহান্ত বসি আছেন তথাতে।
হইয়া বিহ্বল কৃষ্ণকথা আলাপেতে ॥২৬৪
এ তিনের গমনে অধিক সুখ হৈল।
সেসব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল ॥২৬৫
কতক্ষণ পরে সভে কহে আচার্য্যেরে।
বিদায় মাগিতে প্রাণ না জানি কি করে ॥২৬৬
সকল জানহ তুমি কহিব কি আর।
কালি প্রাতে গমনের ইচ্ছা সভাকার ॥২৬৭
আচার্য্য কহেন ইচ্ছা হইয়াছে যাহা।
কাহার শকতি অন্যমত করে তাহা ॥২৬৮
মো সভার মনে কালি অত্যন্ত সকাল।
নিজ নিজ বাসায় রন্ধন হৈল ভাল ॥২৬৯
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া শীঘ্র করি সমাধান।
ভুঞ্জিবেন আনন্দেতে দেখি ভাগ্যবান ॥২৭০
আচার্য্যের কথা শুনি কৌতুক সভার।
হাসিয়া কহেন সবে যে ইচ্ছা তোমার ॥২৭১
ঐছে কহি তথাই রহিয়া কতক্ষণ।
নিজ নিজ বাসা সভে করিলা গমন ॥২৭২
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥২৭৩
শ্রীসন্তোষ রায় আদি আইলেন তথা।
তাঁ সভারে আচার্য্য কহিলা সর্ব্বকথা ॥২৭৪
এসব প্রসঙ্গ শুনি যাহার উল্লাস।
অবশ্য তাহার পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥২৭৫

নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি॥২৭৬

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে শ্রীবিগ্রহগনের অভিষেক, শ্রীজাহ্নবা দেবীসহ গৌর পরিকর গনের মিলনে মহাসমারোহে মহোৎসব অনুষ্ঠান লীলা ও সংকীর্ত্তনে প্রভু সপার্ষদে আবির্ভাবে প্রকটাপ্রকটের অভিন্নতা কথনং নাম সপ্তম বিলাষঃ॥

—

॥ অষ্টম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে সে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥২
শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ধ্যা আরতি সময়ে।
সকল মহান্ত আইলা গৌরাঙ্গ আলয়ে॥৩
আরতি দেখিয়া সবে মহাহৃষ্ট হৈলা।
পুজারী তুলসীপত্র মালা সভে দিলা॥৪
সভে আরম্ভিলা কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে তৃপ্ত হয় কর্ণ মন॥৫
নাম সংকীর্ত্তন সমাধিয়া কতক্ষণে।
পরম আনন্দে যাসা গেলা সর্ব্বজনে॥৬
এথা নানা সামগ্রী প্রভুরে ভোগ দিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারী হর্ষ হৈয়া॥৭
সামগ্রী লইতে বহুজন সঙ্গে লৈয়া।
চলিলা আচার্য্য ঈশ্বরীর বাসা হৈয়া॥৮
সর্ব্বত্রেই পৃথক পৃথক করি দিলা।
দেখি সে সামগ্রী সৌগন্ধিতে হর্ষ হৈলা॥৯
ক্ষুধা মাত্র নাহি তথাপিহ প্রশংসিয়া।
ভক্ষণ করিতে প্রেমের উমড়য়ে হিয়া॥১০
প্রসাদ পাইয়া সভে সুস্থির হইতে।
নিবেদয়ে আচার্য্য সর্ব্বত্র যত্ন মতে॥১১
এই যে সন্তোষ রায় ভৃত্য সবাকার।
করিবেন পূর্ণ অভিলাষ যে ইঁহার॥১২
শুনি সভে কহয়ে করিয়া কত স্নেহ।
অভিলাষ পূর্ণ হবে ইথে কি সন্দেহ॥১৩
মহাহৃষ্ট হৈয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণসহ আইলা শীঘ্র প্রভুর আলয়॥১৪
পুজারী প্রভুর সব সেবা সমাধিয়া।
সভারে তুলসীমালা দিলা হর্ষ হৈয়া॥১৫
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ তিনে।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ কিছু লৈয়া সর্বজনে॥১৬
শ্রীআচার্য্য পূর্ব্বে যারে যথা নিয়োজিলা।
তা সভারে সর্ব্বমতে সাবধান কৈলা॥১৭
সর্ব সমাধিতে রাত্রি অনেক হইল।
সভে নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিল॥১৮

রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেক স্নানাদিক সভে শীঘ্র করি ॥১৯
এথা মহান্তের যত পাককর্ত্তাদিক।
প্রথমেই স্নান করি করিলা আহ্নিক ॥২০
শ্রীতুলসী পরিক্রমা প্রণামাদি কৈলা।
রন্ধনশালেতে সভে সুসজ্জ হইলা ॥২১
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি গেল তথা।
নিজ নিজ ভাণ্ডারে নিযুক্ত যথা যথা ॥২২
সর্ব্বত্রেই ভাণ্ডারের পরিচারকেরে।
পাকের সামগ্রী সব দিলা তাঁ সভারে ॥২৩
যথা যে নিযুক্ত সে সকল দ্রব্য লৈয়া।
মহান্তগণের বাসা গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥২৪
যে যে মহান্তের যে যে পাককর্ত্তাগণ।
সভাকারে সকল করিলা সমর্পন ॥২৫
দেখি নানা সামগ্রী সকলে হৃষ্ট হৈলা।
বন্ধনের পরিচারকেরে সমর্পিলা ॥২৬
সে সভে করিলা সজ্জা শাকাদি ব্যাঞ্জন।
পাককর্ত্তা শীঘ্র গেলা করিতে রন্ধন ॥২৭
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি স্থানে স্থানে।
রহিলেন নিযুক্ত অত্যন্ত সাবধানে ॥২৮
এথা শ্রীসন্তোষ রায় কৈল আয়োজন।
তাম্বুলাদি সহ বাটা অতি বিলক্ষণ ॥২৯
থাল বাটী ঝারি আদি অপূর্ব গঠন।
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্টবস্ত্রাদি আস ॥৩০
এসকল প্রত্যেক দিবেন মহান্তেরে।
এই হেতু পৃথক্ পৃথক্ সজ্জা করে ॥৩১
শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীঈশ্বরী পাশ গিয়া।
কহিলা সংবাদ আইলা অনুমতি লৈয়া ॥৩২

সকল মহান্ত সুখে যথা স্নান কৈলা।
এসব লইয়া শ্রীসন্তোষ তথা গেলা ॥৩৩
সর্ব মহান্তেরে করিতেই সমর্পণ।
স্নেহাবেশে পট্টবস্ত্র পরে সেইক্ষণ ॥৩৫
শ্রীসন্তোষে তুষিলেন মধুর বচনে।
আহ্নিক করিতে বসিলেন সে আসনে ॥
মহান্তগণের সঙ্গে যত লোক ছিলা।
প্রত্যেকে অপূর্ব বস্ত্র মুদ্রাদিক দিলা ॥৩৬
সন্তোষের হৈল মহা আনন্দ হৃদয়।
আইলেন যথা শ্রীআচার্য্য মহাশয় ॥৩৭
নিবেদি যেই সভে অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শুনি হর্ষ হৈলা ॥৩৮
প্রভুর পূজারী কহে ভোগ সরাইলুঁ।
পৃথক্ পৃথক্ করি সব সাজাইলুঁ ॥৩৯
শুনি শ্রীআচার্য্য চলিলেন হর্ষ হৈয়া।
নবনীত ছানা নানা মিষ্টান্নাদি লৈয়া ॥৪০
শ্রীঈশ্বরী পাশে গিয়া গেলা সর্ব ঠাঞি।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ সভে মহাসুখ পাই ॥৪১
তবে সব মহান্তের পাককর্ত্তাগণ।
দিলেন প্রভুরে ভোগ করিয়া রন্ধন ॥৪২
কতক্ষণ পরে সভে ভোগ সরাইলা।
ভোজন নিমিত্তে শ্রীমহান্তে নিবেদিলা ॥৪৩
নিজ নিজ বাসায় সকল বিজ্ঞগণ।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে করিতে ভোজন ॥৪৪
কেহ নব্য ঝারি ভরি বারি সুবাসিত।
দিলেন আনিয়া শীঘ্র হৈয়া উল্লাসিত ॥৪৫
করিয়া রন্ধন যেঁহ তেঁহ হর্ষ হৈয়া।
নব্য থালে দিলা অন্নাদিক সাজাইয়া ॥৪৬

নব্য বাটি ভরি দুগ্ধাদিক যত্নে দিলা।
মহাসুখে সকলে ভোজন আরম্ভিলা ॥৪৭
ঐছে ভোজনের পরিপাটি সব স্থানে।
শ্রীআচার্য্য আদি মহাহর্ষ সে দর্শনে ॥৪৮
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর ভবন অঙ্গনে।
নাম মাত্র কহি যে যে বসিলা ভোজনে ॥৪৯
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য্য।
রঘুপতি উপাধ্যায় কৃষ্ণভক্ত বর্য্য ॥৫০
শ্রীমীনকেতন রামদাস মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥৫১
কমলাকর পিপলাই নৃসিংহ চৈতন্য।
শ্রীজীব পণ্ডিত যে পতিতে কৈলা ধন্য ॥৫২
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন শ্রীশঙ্কর।
কানাঞি নকড়ি কৃষ্ণদাস দ্বিজবর ॥৫৩
পরমেশ্বর দাস বলরাম দামোদর।
মুকুন্দাদি এ সভার শোভা মনোহর ॥৫৪
শ্রীঅচ্যুতানন্দ যথা বসিলা ভোজনে।
নামমাত্র কহি যে বসিলা তাঁর সনে ॥৫৫
শ্রীঅচ্যুতানন্দের অনুজ শ্রীগোপাল।
প্রেমভক্তিময় যেঁহো পরম দয়াল ॥৫৬
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস নারায়ণ।
বনমালী দাস শ্রীঅনন্ত জনার্দ্দন ॥৫৭
শ্রীমাধব লোকনাথ ভাগবতাচার্য্য।
এ সভার শোভা দেখি কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥৫৮
রঘুনাথাচার্য্য নিজ সঙ্গীগণ সনে।
করয়ে ভোজন মহা আনন্দিত মনে ॥৫৯
শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।
দ্বিজগণ লৈয়া ভুঞ্জে হইয়া উল্লাস ॥৬০

কিবা সে অপূর্ব্ব বাসা ঝলমল করে।
সেমণ্ডলী শোভা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥৬১
শ্রীহৃদয় চৈতন্য লইয়া সর্ব্বজন।
আপন বাসায় রঙ্গে করেন ভোজন ॥৬২
কিবা সে মণ্ডলী চারু অঙ্গন ঘেরিয়া।
জুড়ায় নয়ন প্রাণ সে শোভা হেরিয়া ॥৬৩
শ্রীপতি শ্রীনিধি কৃষ্ণদাস শ্রীসঞ্জয়।
কাশীনাথ মুকুন্দ পরমানন্দময় ॥৬৪
শেখর পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর।
শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার ॥৬৫
কবিচন্দ্র কীর্ত্তনীয়া ষষ্টিবর আদি।
ভুঞ্জে এক বাসায় সে শোভার অবধি ॥৬৬
আক'ই হাটের কৃষ্ণদাস সঙ্গীসহ।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দ বিগ্রহ ॥৬৭
বাণীনাথ শিবানন্দ বল্লভ চৈতন্য।
নর্ত্তক গোপাল যার নৃত্যে মহীধন্য ॥ ৬৮
ভাগবতাচার্য্য জিতামিশ্র রঘু আর।
শ্রীউদ্ধব কাশীনাথ পণ্ডিত উদার ॥৬৯
শ্রীনয়ন নিশ্র শ্রীমঙ্গল এক ঠাঞি।
এ সভে ভুঞ্জয়ে সে শোভার সীমা নাই ॥৭০
শ্রীরঘুনন্দন সুলোচন আদি সঙ্গে।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় পরম প্রেমরঙ্গে ॥ ৭১
সে মণ্ডলী দেখিতে দেবের সাধ হয়।
কি দিব উপমা অতি অদ্ভুত শোভয় ॥৭২
গণসহ শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
ভুঞ্জে নিবাস বাসায় সে আনন্দের মূর্ত্তি ॥৭৩
গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
দেখিতে ভোজন রঙ্গ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥৭৪

আপনা মানিয়া ধন্য কহে বারবার।
এ হেন দর্শন কি হইবে পুনঃ আর ॥৭৫
হেথা সর্ব মহান্ত ভোজন রঙ্গ সমাধিলা।
করি আচমন আদি আসনে বসিলা ॥৭৬
প্রসাদি তাম্বূল নব্য বাটাতে হৈতে।
করিলা ভক্ষণ সভে উল্লাসিত চিতে ॥৭৭
সর্ব্বত্র ভুঞ্জিতে পাছে ছিল যতজন।
ক্রমে ক্রমে তা সভার হইল ভোজন ॥৭৮
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি যে যথায়।
ভূঞ্জিলেন সভে সর্ব্ব মহান্ত আজ্ঞায় ॥৭৯
আর যত বৈষ্ণব মণ্ডলী ঠাঞি ঠাঞি।
তথা যে ভুঞ্জিলা লোক তার অন্ত নাই ॥৮০
এথা প্রভু প্রসাদান্ন ভুবন পাবন।
পরিবেশে পুজারী ভুঞ্জয়ে সর্বজন ॥৮১
উল্লাসে অসংখ্য লোক ভোজন করিয়া।
জয় জয় ধ্বনি করে মহামত্ত হৈয়া ॥৮২
চণ্ডালাদি পাইলেন পরম সন্মান।
সর্ব্বমতে সর্ব্বত্রে হৈল সমাধান ॥৮৩
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় দুইজনে ॥
সর্বশেষে ভুঞ্জিলা পরমানন্দ মনে ॥৮৪
হৈল মহা মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
সহস্র বদন হৈলে নারি বর্ণিবারে ॥৮৫
এ হেন আনন্দ যে দেখিলা নেত্র ভরি।
জন্মে জন্মে তাঁহার বালাই লৈয়া মরি ॥৮৬
স্থানে স্থানে লোক সব মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে প্রেমের আবেশে ॥৮৭
ওহে ভাই যে দেখি এ মহামহোৎসব।
দেবের দুর্ল্ভ একি মনুষ্যে সম্ভব ॥৮৮
কেহ কেহ মনুষ্য কহয়ে কোনজন।
দেবতার পূজ্য এই চৈতন্যেরগণ ॥৮৯
কে কহে কি আর কহিব ওহে ভাই।
শ্রীচৈতন্যগণের অসাধ্য কিছু নাই ॥৯০
কেহ কহে ওহে ভাই দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
মাতাইলা পাষণ্ডিরে কৃষ্ণের কথাতে ॥৯১
কেহ কহে ওহে সেই পাষণ্ডী যকল।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খায় হইয়া বিহ্বল ॥৯২
কেহ কহে পাষণ্ডী কহয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
অনুগ্রহ কর মোরে বৈষ্ণব গোসাঞি ॥৯৩
কেহ কহে পাষণ্ডি সে ধুলায় লোটায়
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি ফিরে গোরা গুণ গায় ॥৯৪
কেহ কহে পাষণ্ডী হৈল পরিত্রাণ।
এ সভার সম কেহ নাহি ভাগ্যবান্ ॥৯৫
কেহ কহে যে পাষণ্ডী না আইল এথা।
তা সভার কি হইবে ইথে পাই ব্যথা ॥৯৬
কেহ কহে পাষণ্ডী না রহিবেক আর ॥
নরোত্তম কৃপালেশে হইবে উদ্ধার ॥৯৭
কেহ কহে ওহে ভাই তখনি কহিল।
নরোত্তম হৈতে এই দেখা ধন্য হৈল ॥৯৮
জয় জয় নরোত্তম অদ্ভুত বৈভব।
যে কৃপায় দেখিলুঁ এ মহামহোৎসব ॥৯৯
ঐছে কত কহে লোক উল্লাস হৃদয়ে ॥
তাহা বা বর্ণিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে ॥১০০
এথা নিবাসাচার্য্য নির্জ্জন আলয়ে।
ক্ষণিক বিশ্রাম করি কহে মহাশয়ে ॥১০১
চলিবেন কালি সভে রজনী বিহান।
পদ্মাবতী পার হৈয়া করিবেন স্নান ॥১০২

প্রসাদ পক্কান্ন সঙ্গে গেলে ভাল হয়।
পদ্মাবতী তীরে যেন সকলে ভুঞ্জয় ॥১০৩
শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনিয় ত্বরিতে।
করাইলা বিবিধ পক্কান্ন যত্ন মতে॥১০৪
প্রভুকে সমর্পি তাহা পৃথক করিয়া।
সঙ্গে যে দিবেন তাহা রাখিল সাজাইয়া ॥১০৫
শ্রীআচার্য্য পাশে আসি সব নিবেদিল।
এ কার্য্য সাধিতে সন্ধ্যা সময় হইল ॥১০৬
এথা সর্ব্ব মহান্তের মন নহে স্থির।
নিজ নিজ বাসা হৈতে হইলা বাহির ॥১০৭
প্রভুর আরতি পূর্বে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
দাণ্ডাইলা সভে প্রভু প্রাঙ্গণে আসিয়া ॥১০৮
পূজার তুলসী পুষ্প মালা সভে দিয়া।
প্রভুর আরতি করে উল্লাসিত হৈয়া ॥১০৯
আরতি দর্শন করি সকল মহান্ত।
করে নাম কীর্ত্তন সুখের নাহি অন্ত ॥১১০
শুনিতে দ্রবয়ে দারু পার্যাণ হৃদয়।
অমৃতের নদী যেন চতুর্দ্দিকে বয় ॥১১১
সকল মহান্ত প্রেম সমুদ্রে সাঁতারে।
ধুলায় লোটায় ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ১১২
একে সে সভার অঙ্গ অতি মনোহর।
তাহতে হইল চারু ধুলায় ধুসর ॥১১৩
যে দেখে সে শোভা তার তাপ যায় দূরে।
প্রেমভক্তি অনুগ্রহ করে সভারে ॥১১৪
ঐছে প্রহরেক করি নাম সংকীর্ত্তন।
শয়ন আরতি দেখিলেন সর্বজন ॥১১৫
পুনঃ মালা তুলসী পূজারী আনি দিলা।
বিদায় হইয়া সভে বাসায় চলিলা ॥১১৬

আচার্য্য অধৈর্য্য বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া।
নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া ॥১১৭
প্রসাদি পক্কান্ন সব লৈয়া থরে থরে।
অতি শীঘ্র গেলেন সভার বাসা ঘরে ॥১১৮
সকল মহান্ত প্রতি কহে বারবার।
কালি এ খেতুরি গ্রাম হৈবে অন্ধকার ॥১১৯
পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে।
করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥১২০
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদি পক্কান্ন।
বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন ॥১২১
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন।
সেইসঙ্গে পাককর্ত্তা করিবে গমন ॥১২২
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেম এথা ॥১২৩
তবে শ্রীঈশ্বরী যাইবেন বৃন্দাবন।
ঐছে কত কহি পুনঃ করে নিবেদন ॥ ১২৪
এই মহাপ্রস'দ ভুঞ্জহ এইক্ষণে।
এ তোমা সভার ভৃত্য দেখুক নয়নে ॥১২৬
শ্রীনিবাস আগে সভে প্রসাদ ভুঞ্জয়।
হইবে বিচ্ছেদ এতে ব্যাকুল হৃদয় ॥১২৬
শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা সর্ব্বজন।
এ সভে করিলা নিজ বঞ্ছিত পূরণ ॥১২৭
সকল মহান্ত অতি অধৈর্য্য হইয়া।
রহিলেন মৌন অবলম্বন করিয়া ॥১২৮
আচার্য্য ঠাকুর গিয়া ঈশ্বরীর পাশে।
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন মৃদুভাষে ॥১২৯
শ্রীঈশ্বরী আচার্য্যেরে ব্যাকুল দেখিয়া।
করিলেন স্থির অতি যত্নে প্রবোধিয়া ॥১৩০

শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী পরম বাৎসল্যেতে।
নিজ ভুক্ত শেষ দিলা আচার্য্য ভুঞ্জিতে॥১৩১
ভুঞ্জিয়া আনন্দে কিছু লৈয়া চলিল।
নরোত্তমে আদি প্রিয়গণে ভুঞ্জাইল॥১৩২
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানিয়ে কত বা আনন্দ হৈল মনে॥১৩৩
আচার্য্য ঠাকুর সন্তোষের প্রতি কয়।
নৌকার সঙ্গতি যেন অতি শীঘ্র হয়॥১৩৪
সন্তোষ কহয়ে পূর্ব্বে পাঠাইলা দূত।
পদ্মাবতী তীরে নৌকা হইল প্রস্তুত॥১৩৫
শুনি শ্রীআচার্য হর্ষ হৈয়া বাসা গেলা।
নিজ নিজ স্থানে সভে বিশ্রাম করিলা॥১৩৬
হইতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা রাত্রি শেষ হৈলা।
গাত্রোত্থান করি সভে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা॥১৩৭
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
একত্র হইল সর্ব্ব পাককর্ত্তাগণ॥১৩৮
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কতজন।
তা সভারে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন॥১৩৯
পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি।
করিলা স্নানাদি ক্রিয়া যাইয়া বুধরি॥১৪
এথাতে মহান্তগণ রজনী প্রভাতে।
ঈশ্বরীর বাসা গেলা বিদায় হইতে॥১৪১
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহে করিয়া ক্রন্দন।
পুনঃ না দেখিব ঐছে লয় মোর মন॥১৬২
শ্রীগোপাল আদি যত ব্যাকুল হইয়া।
কহিলেন যত তা শুনিলে দ্রবে হিয়া॥১৪৩
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি কিছু নিবেদিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে॥১৪৪
বিপ্র বাণীনাথ আদি যত্নে নিবেদয়।
শুমিতে তা দ্রবে দারু পাষাণ হৃদয়॥১৪৫
রঘুনাথ আচার্য্যাদি কাতর অন্তরে।
যাহা নিবেদিলা তাহা বর্ণিতে কে পারে॥১৪৬
শ্রীহৃদয় চৈতন্য করয়ে নিবেদন।
এই কর শীঘ্র যেন দেখি শ্রীচরণ॥১৪৭
শ্রীচাঁদ হালদার মিতু হালদার সকলে॥
নিবেদিতে নারে পড়ি কান্দে ভূমিতলে॥১৪৮
শ্রীচৈতন্য দাসাদি কহিতে কিছু চায়।
মুখে না নিঃসরে বাক্য ব্যাকুল হিয়ায়॥১৪৯
অতি ব্যগ্র হৈয়া কহে শ্রীরঘুনন্দন।
অনুগ্রহ করি শীঘ্র দিবেন দর্শন॥১৫০
শ্রীযদুনন্দন কহে বৃন্দাবন হৈতে।
আসিবেন শীঘ্র এই পামরে শোধিতে॥১৫১
ঐছে মহাব্যাকুল মহান্ত জনে জনে।
বিদায় হইয়া গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥১৬২
শ্রীমীনকেতন রামদাস বৃন্দাবন।
কমলাকর পিলাই আদি কথোজন॥১৫৩
এ সভে ঈশ্বরী আজ্ঞা খড়দহ যাইতে।
হইয়া বিদায় কেহ নারে স্থির হৈতে॥১৫৪
বিদায় হইয়া সভে করিতে গমন।
ঈশ্বরী হয়লা যৈছে না হয় বর্ণন॥১৫৫
সকলে একত্র হৈয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইলেন প্রেমে মত্ত প্রভুর দর্শনে॥১৫৬
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হইল সভার॥১৫৭
আচার্য্যাদি মঙ্গল চিন্তয়ে প্রভু আগে।
সভে শ্রীআচার্য্য নরোত্তম সঙ্গ মাগে॥১৫৮
সভে কহে ওহে প্রভু কমলোচনে।
জন্মে জন্মে শুনি যেন ঐছে সংকীর্ত্তন॥১৫৯
এইরূপ সভে কত প্রার্থনা করিয়া।
চলয়ে প্রভুর স্থানে বিদায় হইয়া॥১৬০

হৈয়া মহাব্যাকুল পূজারী সেইক্ষণে।
প্রভুর প্রসাদি বস্ত্র দিলা সর্বজনে ॥১৬১
লইয়া প্রসাদি বস্ত্র মস্তকে ধরিয়া।
চলিলেন সভে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥২৬২
শ্রীহৃদয় চৈতন্য আচার্য্যে কোলে করি।
প্রেমের আবেশে কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥১৬৩
মধ্যে মধ্যে অম্বিকা যাইয়া দেখা দিবে।
শ্যামানন্দে আপনার করিয়া জানিবে ॥১৬৪
আচার্য্য কহেন শ্যামানন্দ মোর প্রাণ।
শ্যামানন্দ প্রতি মোর নাহি অন্য জ্ঞান ॥১৬৪
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি যত জন।
গণসহ শ্যামানন্দ সভার জীবন ॥১৬৬
হৃদয় চৈতন্য অতি স্নেহের আবেশে।
শ্যামানন্দ সমর্পিয়া দিলা শ্রীনিবাসে ॥১৬৭
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের শ্যামানন্দ প্রতি।
যৈছে অনুগ্রহ তা বর্ণিতে কি শকতি ॥১৬৮
সকল মহান্ত নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
ঐছে কত কহিলেন সুমধুর ভাষে ॥১৬৯
খেতরি ছাড়িয়া সভে কথোদূর যাইতে।
উঠিল ক্রন্দন রোল খেতরি গ্রামেতে ॥১৭০
কিবা বাল বৃদ্ধ সভে করে হায় হায়।
এমন করিয়া কহ কেবা কোথা যায় ॥১৭১
সকল মহান্ত সে সভার কথা শুনি।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে কি জানি ॥১৭২
পদ্মাবতী তীরে সভে আসি কতক্ষণে।
আচার্য্যাদি সভারে প্রবোধে জনে জনে ॥১৭৩
সভে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সভায়।
রামচন্দ্রাদিক সহ চলিলা নৌকায় ॥১৭৪
কর্ণধার শীঘ্র নৌকা দিলেন বাহিয়া।
আচার্য্যাদি কান্দে সভে ভূমে লোটাইয়া ॥১৭৫

এ সভার দশা দেখি মহান্ত সকল।
নিবারিতে নারে কেহ নয়নের জল ॥১৭৬
প্রভু ইচ্ছা মতে স্থির হৈলা সর্বজনে।
পদ্মাবতী পার হইলেন কতক্ষণে ॥১৭৭
পদ্মাবতী তীরে সভে স্নানাদি করিয়া।
চলিলা বুধরি গ্রামে প্রসাদ ভুঞ্জিয়া ॥১৭২
এথা প্রভু ইচ্ছামতে সভে ধৈর্য্য ধরি।
পদ্মাবতী তীর হৈতে গেলেন খেতরি ॥১৭৯
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি গেলা প্রভুর আলয় ॥১৮০
আচার্য্য ঠাকুরে আসি কহেন পূজারী।
এই কতক্ষণে স্নান করিলা ঈশ্বরী ॥১৮১
বিদায় হইয়া শ্রীমহান্তগন গেলে।
নির্জ্জনে ছিলেন সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥১৮২
মাধব আচার্য্য আদি ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
এতক্ষণে কৈলা স্নান আইলুঁ দেখিয়া ॥১৮৩
শুনিয়া আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
গেলেন ঈশ্বরী আগে ব্যাকুল অন্তরে ॥১৮৪
ঈশ্বরী হইয়া অতি অধৈর্য্য হৃদয়।
জিজ্ঞাসিতে আচার্য্য সংক্ষেপে নিবেদয় ॥১৮৫
পদ্মা পার হৈয়া সভে গেলেন বুধরি।
আইলুঁ আমরা পদ্মাবতী স্নান করি ॥১৮৬
শুনি সে ঈশ্বরী আচার্য্যের পানে চায়।
দেখয়ে আচার্য্য দেহ শুদ্ধ হৈল প্রায় ॥১৮৭
এতেকে বিচ্ছেদ দুঃখ না যায় সহন।
তাহে কালি হৈতে প্রায় নাহিক ভোজন ॥১৮৮
অদ্য এ সভার ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
না জানি কি হয় পাছে ইথে ভয় পাই ॥১৮৯
আমি না ভুঞ্জাই তবে না হৈব ভোজন।
ঐছে মনে করি কহে মধুর বচন ॥১৯০

স্নান করি আইলা অপরাহ্ন হৈল আসি।
নাহিক ভোজন চেষ্টা ইথে দুঃখ বাসি ॥১৯১
লইয়া সভারে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
আমার অঙ্গনে আজি করহ ভোজন ॥১৯২
ইহা শুনি আচার্য্য কৃতার্থ হেন মনে।
আনাইলা নরোত্তম আদি সর্ব্বজনে ॥১৯৩
সভাকার চেষ্টা দেখি ব্যাকুল ঈশ্বরী।
কহিলা বাৎসল্যে যাহা কহিতে না পারি ॥১৯৪
নৃসিংহ চৈতন্যে কহে মধুর বচনে।
এ সভারে লৈয়া শীঘ্র বৈসহ অঙ্গনে ॥১৯৫
বসিলেন সভে চারু মণ্ডলে বসনে।
পর পরিবেশন করিলা কোন জনে ॥১৮৬
কেহ আনি দিলা জল জলপাত্র ভরি।
বিবিধ পক্কান্ন সভে দিলেন ঈশ্বরী ॥১৯৬
ঈশ্বরীর আজ্ঞাতে ভুঞ্জয়ে সর্বজন।
ঈশ্বরীর হৈলা মহা উল্লাসিত মন ॥১৯৮
ছানা পানা নবনীত আদি সুমধুর।
বারেবারে দেন সভে করিয়া প্রচুর ॥১৯৯
ভুঞ্জয়ে সকলে প্রেম উথলে হিয়ায়।
না জানে আনন্দে কিছু কেবা কত খায় ॥২০০
ভোজন করিয়া সভে করিয়া আচমন।
পত্র উঠাইলেন আচার্য্যের ভৃত্যগণ ॥২০১
পত্রাদি লইয়া সভে গেলা অন্যস্থানে।
পত্রশেষ ভুঞ্জি তৃপ্ত হৈল সর্ব্বজনে ॥২০২
আচার্য্যাদি সভে ঈশ্বরীর আজ্ঞা লৈয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে গেলা উল্লাসিত হৈয়া ॥২০৩
প্রসাদি তাম্বূল কেহ যত্নে আনি দিলা।
করিয়া ভক্ষণ সভে অন্য গৃহে গেলা ॥২০৪
তথাতে দেখিলা লোক অসংখ্য বসিয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জে উল্লাসিত হৈয়া ॥২০৫
হইল সভার মহাপ্রসাদ সেবন।
হরিধ্বনি করি উঠিলেন সর্বজন ॥২০৬
ঐছে সভে প্রসাদ ভুঞ্জয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
বৈষ্ণবমণ্ডলী যত তার অন্ত নাই ॥২০৭
প্রভুগণ গমন বিচ্ছেদে ছিলা দুঃখী।
ঈশ্বরী ইচ্ছাতে সভে হৈলা মহাসুখী ॥২০৮
ঈশ্বরীর ইচ্ছা কেবা বুঝিবারে পারে।
সেই সে বুঝয়ে অনুগ্রহ হয় যারে ॥২০৯
ঐছে মহাসুখে হৈলা দিবা অবসান।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা প্রভু মন্দিরে পয়ান ॥২১০
প্রভুরূপ মধুর্য্য দেখিলা নেত্র ভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পুজারী ॥২১১
হৈল সন্ধ্যা সময় আরতি দরশনে।
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥২১২
করিয়া প্রভুর চারু আরতি দর্শন।
সভে মিলি আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন ॥২১৩
শ্রীনাম কীর্ত্তনধ্বনি ভুবন ব্যাপিল ॥
কিবা বালবৃদ্ধ সভে উন্মত্ত হইল ।২১৪
দেবতা মনুষ্যে মিশাইয়া নাম গায়।
সভেই মনের সাধে ধূলায় লোটায় ॥২১৫
কেহ উর্দ্ধবাহু করি করয়ে নর্ত্তন।
কেহ বীর দর্পে করে হুঙ্কার গর্জ্জন ॥২১৬
লম্ফে লম্ফে ফিরে কেহ হাততালি দিয়া।
নেত্রজলে ভাসে কেহ কারে আলিঙ্গিয়া ॥২১৭
ঐছে নানা ভাবের বিকার ক্ষণে ক্ষণে।
কে বর্ণিবে যৈছে সুখ শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥২১৮

শ্রীনামকীর্ত্তন সুধা যে করিলা পান।
তাঁর সম জগতে কে আছে ভাগ্যবান ॥২১৯
হইল সভার ঐছে শ্রীনামে আবেশ ॥
কেহ বা জানিলা কৈছে রাত্রি হৈল শেষ ।২২০
প্রভু ইচ্ছামতে সভে স্থগিত হইয়া।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী উল্লাসে বাসা গেলা ॥২২১
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেন স্নান উষ্ণজলে শীঘ্র করি ॥২২২
নিজ নিয়মিত কর্ম্ম করি হর্ষচিত্তে।
রন্ধনের আয়োজন করিলা বাসাতে ॥৯১৩
এথা আচার্য্যাদি সভে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
নিয়মিত কর্ম করিলেন স্নান করি ॥২২৪
শ্রীমন্দিরে রাজভোগ আরতি দেখিয়া।
আইলা শ্রীঈশ্বরী সমীপে হর্ষ হৈয়া ॥২২৫
ঈশ্বরী করিয়া পাক সামর্পি প্রভূরে।
ভোগ সরাইয়া আসি বসিলা বাহিরে ॥২২৬
আচার্য্যাদি প্রতি কহে মধুর বচন॥
রামচন্দ্রাদিক না আইলা এতক্ষণ ॥২২৭
এতকহি উদ্বেগে চাহয়ে চারিভিতে।
হেনকালে আইলা সভে বুধরি হইতে ॥২২৮
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি প্রভু প্রনমিঞা।
জিজ্ঞাসিতে সংবাদ কহয়ে ব্যগ্র হৈয়া ।২২৯
পদ্মাপার হৈয়া সভে স্নানাহ্নিক করি।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ শীঘ্র গেলেন বুধরি ॥২৩০
তথা পাককর্ত্তা শীঘ্র করিয়া রন্ধন।
যত্ন করি করিলা প্রভুরে সমর্পণ ॥২৩১
প্রভুর ভোজন হৈলে ভোগ সরাইলা।
হেনকালে সকল মহান্ত তথা গেলা ॥২৩২

কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সর্ব্বজন।
এলাকার কথা সুখে করিলা ভোজন ॥২৩৩
ভক্ষণাদি সমধিতে সন্ধ্যাকাল হৈল।
কতক্ষণ সভে নাম সংকীর্ত্তন কৈল ॥২৩৪
কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাত্রে করিলা ভক্ষণ।
মনের উদ্বেগে সভে করিলা শয়ন ॥২৩৫
প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাধিয়া।
নিজ ভৃত্য জানি অতি অনুগ্রহ কৈলা ॥২৩৬
গমনের কালে যৈছে হৈল সভাকার।
তাহা নিবেদিতে মুখে না আয়সে আমার ॥২৩৭
পাষাণ সমান এই মো সভার হিয়া।
স্বচ্ছন্দে আইলুঁ পদ্মাবতী পার হৈয়া ॥২৩৮
ঐছে কহি পুনঃ আর নারে কহিবারে ॥
ঈশ্বরী পরম স্নেহে প্রবোধে সভারে ॥২৩৯
সভে সিক্ত হৈলা ঈশ্বরীর বাক্যামৃতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে ॥২৪০
সভার হৃদয়ে হর্ষ প্রকাশি ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইলা অন্ন ব্যাঞ্জনাদি যত্ন করি ॥২৪১
শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলে সে পাত্র শেষ লৈয়া।
সভাসহ আচার্য্য চলিলা হর্ষ হৈয়া ॥২৪২
দেখয়ে অনেক লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে।
করয়ে ভোজম ঐছে ভুঞ্জে স্থানে স্থানে ॥২৪৩
করি সভা সম্মান আচার্য মহাশয়।
সন্তোষাদি সভারে প্রবোধ বাক্য কয় ॥২৪৪
ঈশ্বরী কৃপায় সর্ব হৈল সমাধান।
সর্বত্র ব্যাপিল যৈছে অনুগ্রহ তান ॥২৪৫
হইলেন উদ্বিগ্ন শ্রীবৃন্দাবন যাইতে।
এবে প্রৌঢ় করি এথা না পারি রাখিতে ॥২৪৬

বৃন্দাবন হৈতে যবে হৈবে আগমন।
স্বচ্ছন্দ করিব তবে শ্রীপাদ দর্শন ॥২৪৭
এখন এসব কিছু না করিহ চিতে।
ঈশ্বরীর যাত্রা কালি হইবে প্রভাতে ॥২৩৮
শুনিয়া সন্তোষ রায় কতক্ষণ পরে।
গেলেম ঈশ্বরী পাশে ব্যাকুল অন্তরে ॥২৩৯
সন্তোষের অন্তর জানিয়া ঈশ্বরী।
কহিলা প্রবোধ বাক্য অতি স্নেহ করি ॥২৫৮
শ্রীসন্তোষ রহে এই পতিত নিমিত্তে।
শীঘ্র আগমন করিবেন ব্রজ হৈতে ॥২৫১
মনে যে উপজে তাহা কহিতে না পারি।
শুনি মৃদুবাক্যে সন্তোষিলেন ঈশ্বরী ॥২৫২
শ্রীসন্তোষ রায় মহা সন্তোষ হইলা।
সঙ্গে যে দিবেন তাহা শীঘ্র আনাইলা ॥২৫৩
অতি সূক্ষ্ম পট্ট আদি বিচিত্র বসন।
নানা রত্ন জড়িত স্বর্ণাদি বিভূষণ ॥২৫৪
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণে ॥২৫৫
রাধাদামোদরে দিতে সুসজ্জ করিয়া।
রাখিলেন ঈশ্বরী সম্মুখে যত্ন পাঞা ॥২৫৬
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বস্ত্র পুনঃ নিলা।
গমনোপযুক্ত কার্য্য সব সমাধিলা ॥২৫৭
শ্রীসন্তোষ রায়ের ভাগ্যের নাই পার।
লক্ষ্মী হৈয়া যার অর্থ কৈলা অঙ্গীকার ॥২৫৮
সকল প্রস্তুত কিছু অপেক্ষা না দেখি।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী হইলা মহাসুখী ॥২৬৯
শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা আরত্রিক দরশনে।
চলিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে ॥২৬০
করিয়া প্রভুর আরাত্রিক দরশনে।
করিয়া প্রভুর আরাত্রিক দরশন ॥২৬১
প্রভুর গলায় মালা উছিল পড়িতে।
পূজারী আনিয়া দিলা ঈশ্বরীর হাতে ॥২৬২
ঈশ্বরী সে মালা কৈলা মস্তকে ধারণ।
ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি বুঝে কোন জন ॥২৬৩
প্রভু আগে নাম কীর্ত্তনাদি হৈল তৈছে।
কি বলিব শ্রীঈশ্বরী বাসা গেলা যৈছে ॥২৬৪
করিলা শয়ন হৈল প্রভাত সময়।
সভে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ব্যাকুল হৃদয় ॥২৬৫
শ্রীঈশ্বরী প্রভু আগে বিদায় হইয়া।
পূজারী প্রসাদি মালা বহু আনি দিলা ॥২৬৬
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে যে করয়ে গমন।
তাঁ সভার নাম কিছু করয়ে গণন ॥২৬৭
সূর্য্যদাসানুজ শ্রীপণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
মাধব আচার্য্য যার অদ্ভুত বিলাস ॥ ২৬৮
মুরারি চৈতন্য কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর ॥২৬৯
কানাঞি নকড়ি দাস গৌরাঙ্গ শঙ্কর।
শ্রীপরমেশ্বর দাস দাস দামোদর ॥২৭০
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর ॥২৭১
এ সভার প্রভাব বর্ণিব কোন জনে।
পরম প্রবীণ দুষ্ট পাষণ্ডী দমনে ॥২৭২
এই সব সঙ্গী আর ঈশ্বরী আজ্ঞাতে।
চলিলেন কথোজন খেতরি হইতে ॥২৭৩
শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীরমণ ভগবান।
গোকুল নৃসিংহ বাসুদেবাদি প্রধান ॥২৭৪

এ সভা সহিত শ্রীজাহ্নবী শুভক্ষণে।
খেতরি হইতে যাত্রা করিলা বিহানে ॥২৭৫
শ্রীখেতরি গ্রামের লোকের ধৈর্য্য নাই।
ঈশ্বরী গমনে সভে কান্দে ঠাঞি ঠাঞি ॥২৭৬
শ্রীনরোত্তমাদি সহ আচার্য্য ঠাকুর।
কান্দিতে কান্দিতে সঙ্গে চলে কথোদূর ॥২৭৭
স্নেহ মূর্ত্তিমতী শ্রীজাহ্নবী এ সভারে।
করয়ে প্রবোধ বাহ্যে অধৈর্য্য অন্তরে ॥২৭৮
সুমধুর বাক্যে সভে করিয়া বিদায়।
চলিলেন অগ্রে শীঘ্র চড়িয়া দোলায় ॥২৭৯
কৃষ্ণদাস মাধব আচার্য্য আদি যত।
নিবারিতে নারে নেত্রধার অবিরত ॥২৮০
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
এ সভার হৈল মহাদুঃখের অবধি ॥২৮১
পরস্পর কহি কত হইলা বিদায়।
সে সব শুনিতে ধৈর্য্য কে ধরে হিয়ায় ॥২৮২
শ্রীগোবিন্দ আদি সভে বিদায় হইতে।
আচার্য্য শ্রীনরোত্তম নারে স্থির হৈতে ॥২৮৩
করিলা বিদায় কত কহিলা সকলে।
চলিলেন সভে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥২৮৪
অচার্য্যাদি সভে সে গমনপথ চাঞা।
আইলা খেতরি গ্রামে ব্যাকুল হইয়া ॥২৮৫
খেতরি গ্রামের লোক হইয়া মৃতপ্রায়।
বিরলে বসিয়া শ্রীজাহ্নবী গুণ গায় ॥২৮৬
কেহ কার প্রতি কহে যত্নে ধৈর্য্য ধরি।
বৃন্দাবন হৈতে শীঘ্র আসিব ঈশ্বরী ॥২৮৭
কেহ কহে দেশে যাইবেন অন্য পথে।
কি কার্য্য আছয়ে পুনঃ আসিব এথাতে ॥২৮৮
কেহ কহে এই শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
ভক্তিবলে তাঁরে বশ করিলা নিশ্চয় ॥২৮৯

কেহ কহে তেঁহ এ সভার প্রেমাধীন।
দেখিবে সাক্ষাতে এই গেল কথোদিন ॥২৯০
ঐছে পরস্পর কত কহি ধৈর্য্য ধরে।
অকস্মাৎ হৈল সুখ সভার অন্তরে ॥২৯১
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি আইলা প্রভুর আলয় ॥২৯২
ধরিলেন ধৈর্য্য সভে ঈশ্বরী ইচ্ছায়।
আনন্দ উদয় হৈল সভার হিয়ায় ॥২৯৩
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সুখে সারি সর্বজন।
রাজভোগ আরাত্রিক করিলা দর্শন ॥২৯৪
স্থানে স্থানে বৈষ্ণবের বাসাঘর গিয়া।
আচার্য্য ঠাকুর সভে আইলা সম্বোধিয়া ॥২৯৫
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া সর্ব্বজনে।
নিজ গোষ্ঠি লৈয়া বসে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥২৯৬
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে সুন্দর।
প্রেমভক্তিময় সে সভার কলেবর ॥২৯৭
প্রভু পাককর্ত্তাগণ মনের উল্লাসে।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অতি যত্নে পরিবেশে ॥২৯৮
আচার্য্য ঠাকুর রামচন্দ্র মহাশয়।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুনের আলয় ॥২৯৯
শ্যামানন্দ ব্যাস রামকৃষ্ণাদি কৌতুকে।
ভুঞ্জে শাক সূপাদি প্রশংসি মহাসুখে ॥৩০০
করিয়া ভোজন সুখে করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল যত্নে করিলা ভক্ষণ ॥৩০১
সভা লৈয়া বসিলা আচার্য্য মহাশয়।
কৃষ্ণকথা রসে মগ্ন সভার হৃদয় ॥৩০২
ভাগ্যবন্ত জন তাহা করিলা শ্রবণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না হয় বর্ণন ॥৩০৩
দিবা অবসান সভে সারি নিজ ক্রিয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥৩০৪

যে সকল বৈষ্ণব ছিলেন স্থানে স্থানে।
সভে আগমন কৈল প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥৩০৫
তাঁ সভার মনোবৃত্তি বিদায় হইতে।
বুঝিয়া আচার্য্য সভে কহেন নিভৃতে ॥৩০৬
তোমাদের স্থান এই কহিতে কি আর।
মধ্যে মধ্যে হয় যেন গমন সভার ॥৩০৭
অদ্য দেখে দিবস হইল অবসান।
কালি প্রাতে নিজগৃহে করিবে প্রয়াণ ॥৩০৮
সন্তোষ রায়ের মনে অভিলাষ যাহা।
আপনার জানিয়া করিবে পূর্ণ তাহা ॥৩০৯
আচার্য্যের বাক্যামৃতে সভে সিক্ত হৈলা।
উত্থাপন আরতি দেখিয়া বাসা আইলা ॥৩১০
শ্রীসন্তোষ রায় গিয়া তাঁ সভার পাশে।
করিলা বিনয় বহু সুমধুর ভাষে ॥৩১১
সন্তোষ রায়ের চেষ্টা দেখি সর্ব্বজন।
হইল সভার মহা আনন্দিত মন ॥৩১২
শ্রীসন্তোষ তাঁ সভার অনুমতি মতে।
প্রত্যেকে দিলেন বস্ত্র মুদ্রাদি যত্নেতে ॥৩১৩
এথা সন্ধ্যা আরতি হইল সময়।
আইলেন সভে পুনঃ প্রভুর আলয় ॥৩১৪
করিলেন সন্ধ্যাআরাত্রিক দরশন।
হইল আরম্ভ চারু শ্রীনামসংকীর্ত্তন ॥৩১৫
নানামৃত পানে অতি উল্লাসিত হৈলা।
শয়ন আরতি দেখি সভে বাসা গেলা ॥৩১৬
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
রহিলেন কতক্ষণ নিজ গোষ্ঠিসনে ॥৩১৭
প্রভুর প্রসঙ্গে কথো রাত্রি গোঙাইয়া।
শয়ন করিল নিজ নিজ বাসা গিয় ॥৩১৮
রজনী প্রভাতে আচার্য্যাদি সর্ব্বজনে।
আইলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥৩১৯
যে সব বৈষ্ণব দেশে করিবে গমন।
তাহারাও আসি কৈলা আরতি দর্শন ॥৩২০
সে সভে প্রভুর আগে হইলা বিদায়।
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সভায় ৩২১
পরস্পর হৈল যৈছে বিদায় সময়।
তাহা দেখি দ্রবে কাষ্ঠ সমান হৃদয় ॥৩২২
চলিলেন সভে মহা অধৈর্য্য হইয়া।
আচার্য্যাদি রহিলেন পথপানে চাঞা ॥৩২৩
ঐছে নানা দেশী লোক ব্যাকুল অন্তরে।
চলয়ে খেতরি হৈতে চলিতে না পারে ॥৩২৪
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগন গেলা নিজঘরে।
মহোৎসব মহিমা কহিয়া পরস্পরে ॥৩২৫
আনন্দে বিদায় হইলেন বন্দিগণ।
কৈলা কত মহা মহোৎসবের বর্ণন ॥৩২৬
নানা বাদ্য বাদক গায়ক নর্ত্তকাদি।
হইলা বিদায় হৈল সুখের অবধি ॥৩২৭
সহস্র সহস্র লোক যায় এক মেলে।
কহিতে কীর্ত্তনানন্দ ভাসে নেত্রজলে ৩২৮
দরিদ্র দুঃখিত সুখী হৈল সর্বমতে।
মহামহোৎসব কীর্ত্তি ব্যাপিল জগতে ॥৩২৯
লোকযাত্রা দেখি কেহ কেহ কার প্রতি।
লোকসংখ্যা করে ঐছে কাহার শকতি ॥৩৩০
কেহ কহে দেখিলুঁ লোকের অন্ত নাই।
খেতরি গ্রামেতে কৈছে হইল সমাই ॥৩৩১
হাসিয়া কহয়ে কেহ অসম্ভব নয়।
নরোত্তম প্রভাবেতে কিবা নাহি হয় ॥৩৩২
কেহ কহে নরোত্তম প্রভাবে প্রমাণ।
নহিলে কি এ লোকের হয় সমাধান ॥৩৩৩
ঐছে কত কহে লোক সুমধুর ভাষে।
নরোত্তম-গুন গায় মনের উলাসে ॥৩৩৭

এথা নরোত্তম শ্রীআচার্য্যে নিবেদিতে।
করিলেন স্নান নরোত্তমাদি সহিতে ॥৩৩৫
নিজ নিজ নিয়মিত কর্ম সভে সারি।
ভুঞ্জিলেন কিছু মিষ্টান্নাদি যত্ন করি ॥৩৩৬
নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্য দুইজনে।
না জানি কি প্রসঙ্গেতে ছিলেন নির্জ্জনে ॥৩৩৭
দোঁহে নিজ নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
করিলেন প্রভুর দর্শন সভা লৈয়া ॥ ৩৩৮
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
প্রভু প্রসাদান্ন আদি করিলা ভোজন ॥৩৩৯
আচমন করি সভে বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল ভুঞ্জিলেন সর্বজনে ॥৩৪০
শ্রীঠাকুর কহাশয় কবিরাজ প্রতি।
কহেন আচার্য্য অতি যত্নে ধরি ধৃতি ॥৩৪১
শ্যামানন্দ সহ যাত্রা করিব প্রভাতে।
পদ্মা পার হৈয়া যাব বুধরি গ্রামেতে ॥৩৪২
জাজিগ্রাম গিয়া অতি শীঘ্র তথা হৈতে।
বন বিষ্ণুপুর হৈয়া আসিব ত্বরিতে ॥৩৪৩
শ্যামানন্দ নবদ্বীপ অম্বিকা হইয়া।
রহিব ধারেন্দ বাহাদুরপুর গিয়া ॥৪৪৪
সে সকল দেশে করি ভক্তির প্রচার।
পত্রীদ্বারে শীঘ্র পাঠাবেন সমাচার ॥৩৪৫
জাজিগ্রাম হৈতে সর্ব্ব সংবাদ লিখিয়া।
লোকদ্বারে শীঘ্র করি দিবা পাঠাইয়া ॥৩৪৬
এথা আসিবেন যবে শ্রীমতী ঈশ্বরী।
জাজিগ্রামে পত্রী পাঠাইবা শীঘ্র করি ॥৩৪৭
ঈশ্বরীর সেই পথে হইবে গমন।
এথা হৈতে সেই সঙ্গে যাব সর্ব্বজন ॥৩৪৮

ঈশ্বরীর গমন হইলে তথা হৈতে।
সকলে আসিব শীঘ্র খেতরি গ্রামেতে ॥৩৪৯
ঐছে কত কহিলেন আচার্য্য ঠাকুর।
শুনিতেই সভার ধৈরয গেল দূর ॥৩৫০
তথাপিহ ধৈর্য্য ধরিলেন সর্বজন।
করিলেন সন্তোষ গমন আয়োজন ॥৩৫১
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
পদ্মাতীরে নৌকাদি প্রস্তুত করাইলা ॥৩৫২
শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে যাইবেক যাহা।
শ্রীরসিকানন্দে সমর্পণ কৈল তাহা ॥৩৫৩
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা দিলা কর্ণপুর কবিরাজ ঠাঞি ॥৩৫৪
ঐছে শ্রীসন্তোষ সর্ব্বকার্য্য সমাধিলা।
ঠাকুরের আগে আসি সব নিবেদিলা ॥৩৫৫
শুনিয়া আচার্য্য অতি প্রসন্ন অন্তরে।
সভা লৈয়া চলিলেন প্রভুর ভাণ্ডারে ॥৩৫৬
দেখিলেন সকল সামগ্রী পূর্ণ তথা।
ঐছে দৃষ্টি করিলা ভাণ্ডার যথা যথা ॥৩৫৭
বারবার কহয়ে সন্তোষ ভাগ্যবান।
করিবা সামগ্রী ঐছে হৈল অফুরাণ ॥৩৫৮
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর অঙ্গনে।
হইল আনন্দ সন্ধ্যা আরতি দর্শনে ॥৩৫৯
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সভায়।
হইল অপূর্ব্ব শোভা সভার গলায় ॥৩৬০
প্রভুরূপ মাধুর্য্য দেখিতে সর্বজন।
হইল নিমিখহীন সভার নয়ন ॥৩৬১
আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
শ্রীনরোত্তমের পানে চায় বারে বারে ॥৩৬২

আচার্য্যের মনোবৃত্তি জানি মহাশয়।
আরম্ভয়ে সংকীর্ত্তন সুখের আলয় ॥৩৬৩
গায়ক বাদকগণ প্রভুর প্রাঙ্গণে।
খোল করতাল লৈয়া আইল তৎক্ষণে ॥৩৬৪
দেবী দাস গোকুল গৌরাঙ্গ আদি যত।
খোল করতাল বায় পরম অদ্ভুত ॥৩৬৫
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
আলাপয়ে গীত যে রচিলা বাসুঘোষে ॥৪৬৬

তথাহি গীতম্

"সখি হে ওই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর ॥
করিবর কর জিনি বাহু সুবলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন চাহনি ॥
চন্দন তিলক শোভা সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত বাহু বনমালা গলে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়ামাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে ॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখমণি জিনি পূর্ণ ইন্দু দরপণ ॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা বা আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল ॥"৩৬৭
গীতের আলাপ যৈছে কহিলে না হয়।
বাজে মর্দ্দলাদি সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥৩৬৮
মৃদঙ্গের শব্দ সুধা আলাপ মধুর।
শুনি প্রেমে মত্ত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর ॥৩৬৯
করিতে নর্ত্তন দাঁড়াইলা ভঙ্গী করি।
কে ধরে ধৈরয সে মধুর ভঙ্গী হেরি ॥৩৭০
কিবা সে পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।
রূপে কত কনক দর্পণ দর্প হরে ॥৩৭১
কিবা চন্দ্রবদনে মিলিত মৃদুহাস।
অরুণ অধর কুন্দ দশন প্রকাশ ॥৩৭২
আকর্ণ বিস্তৃত পদ্মনেত্র মনোরম।
ভুরু ভঙ্গ পাঁতি নাসা শুক চঞ্চু সম ॥৩৭৩
শ্রবনযুগল গণ্ড ছটা মনোহর।
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর ॥৩৭৪
সুমধুর নাভী মধ্যদেশ অনুপম।
সুগঠন জানুচারু চরণ ললাম ॥৩৭৫
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা ভাবের আবেশে।
করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে চারিপাশে ॥৩৭৬
যদ্যপি খেতরি হৈতে বহু লোক গেলা।
তথাপি অনেক বিশিষ্ট লোক ছিলা ॥৩৭৭
খেতরি নিবাসী যত একত্র হইয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে সভে আইলা ধাইয়া ॥৩৭৮
কতশত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল অবনী।
মধ্যে মধ্যে লোক সব করে জয়ধ্বনি ॥৩৭৯
শ্রীনিবাস আচার্য্যের নৃত্য দরশনে।
আইলা দেবতাগণ চড়িয়া বিমানে ॥৩৮০
গন্ধর্ব কিন্নরগণ পরস্পর কয়।
ঐছে নৃত্য মনুষ্যে সম্ভব কভু নয় ॥৩৮১
কেহ কহে ঐছে নৃত্য নাহি দেবপুরে।
এ নৃত্য সম্ভব মাত্র চৈতন্য কিঙ্করে ॥৩৮২
কেহ কহে নিরুপম গীতবাদ্য যৈছে।
ভুবনমঙ্গল নিরুপম নৃত্য তৈছে ॥৩৮৩

এইরূপ কহে কত অধৈর্য্য হইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত নৃত্য মনুষ্যে মিশাঞা ॥৩৮৪
বিবিধ প্রকার নৃত্য ভঙ্গী নিরখিয়া।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে হৃষ্ট হৈয়া ॥৩৮৫
গীত নৃত্য বাদ্যের মহিমা সভে গায়।
ছাড়িয়া বিমান আসি মনুষ্যে মিশায় ॥৩৮৬
দেবতা মনুষ্য কেহ নারে স্থির হৈতে।
সর্ব চিত্ত হরে গীত বাদ্য নর্ত্তনেতে ॥৩৮৭
নাচয়ে আচার্য্য আত্ম বিস্মরিত হৈয়া।
নেত্রজলে ভাসে দেবীদাসে আলিঙ্গিয়া ॥৩৮৮
দেবীদাস খোল বায় বিবিধ প্রকারে।
করে তালপাট শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥৩৮৯
শ্রীগোকুল গায় বর্ণ বিন্যাস মধুর।
হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর ॥৩৯০
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে করি কোলে।
বোল বোল বলিয়া ভাসয়ে নেত্রজলে ॥৩৯১
শ্যামানন্দ ভাবাবেশে অধৈর্য্য হিয়ায়।
হইলেন সিক্ত দুই নেত্রের ধারায় ॥*৯২
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেমাবেশে।
ধুলায় ধুসর হৈয়া ফিরে চারিপাশে ॥৩৯৩
সংকীর্ত্তনে সুখের সমুদ্র উথলিল।
বর্ণিতে নারিয়ে যে যে চমৎকার হৈল ॥৩৯৪
বাহ্যজ্ঞান নাহি করি কীর্ত্তন আবেশে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হৈলা রাত্রিশেষে ॥৩৯৫
সংকীর্ত্তন সমাধিয়া প্রভুর প্রাঙ্গনে।
ধুলায় লোটায় অশ্রু সভার নয়নে ॥৩৯৬
পরস্পর করি সভে দৃঢ় আলিঙ্গন।
যথাযোগ্য প্রণময়ে সভে সর্বজন ॥৩৯৭

নিজ নিজ বাসায় সকলে শীঘ্র গিয়া।
করিয়া বিশ্রাম সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥৩৯৮
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর লইয়া কথোজনে।
গমন সজ্জায় আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥৩৯৯
শ্যামানন্দ গণসহ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন প্রভুর অঙ্গনে সভা লৈয়া ॥৪০০
নরোত্তম রামচন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়।
সন্তোষাদি সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥৪০১
আচার্য্য গমন শুনি ব্যাকুল হইয়া।
খেতরি গ্রামের লোক আইল ধাইয়া ॥৪০২
প্রভুর প্রাঙ্গণে ভীড় হৈল অতিশয়।
কি নারী পুরুষ সভে অধৈর্য্য হৃদয় ॥৪০৩
আচার্য্য ঠাকুর প্রভু পানেতে চাহিয়া।
হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া ॥৪০৪
শ্যামানন্দ ভূমে প্রণমিয়া প্রভু আগে।
হইলা বিদায় কত কহি অনুরাগে ॥৪০৫
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদি বসন।
আচার্য্য ঠাকুর আগে কৈলা সমর্পন ॥৪০৬
আচার্য্য দিলেন মালা বসন সভারে।
আপনে লইলা যত্নে মস্তক উপরে ॥৪০৭
বাহে ধৈর্য্য প্রকাশি প্রবোধি সর্বজনে।
খেতরি হইতে যাত্রা কৈলা শুভক্ষণে ॥৪০৮
শ্রীঠাকুর মহাশয় ব্যাকুল হইলা।
রামচন্দ্র কবিরাজ যত্নে প্রবোধিলা ॥৪০৯
পদ্মাবতী তীরে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
নৌকায় চড়িলা শীঘ্র ধৈর্য্য গেল দূর ॥৪১০
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ প্রতি।
কহিলা যতেক তাহা কহি কি শকতি ॥৪১১

শ্যামান্দ ভাসে দু'টি নয়নের জলে।
নরোত্তম কান্দে শ্যামানন্দে করি কোলে ॥৪১২
পরস্পর ঐছে সভে করয়ে ক্রন্দন।
সে ক্রন্দন শুনি ধৈর্য ধরে কে এমন ॥৪১৩
কতক্ষনে সভে প্রবোধিলা রামচন্দ্র।
গণসহ নৌকায় চড়িলা শ্যামানন্দ ॥৪১৪
কর্ণধার নৌকা চলাইল শীঘ্র করি।
পদ্মা পার হৈয়া শীঘ্র গেলেন বুধরি ৪১৫
এথা সভাগহ স্নান করি মহাশয়।
আইল খেতরি অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥৪১৬
প্রভুর প্রাঙ্গণে সভে উপনীত হৈতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে ॥৪১৭
জয় জয় প্রেমানন্দময় শ্রীঅঙ্গন।
যথা গণসহ নাচে শ্রীশচীনন্দন ৪১৮
যে দেখিলা এ হেন অঙ্গন মনোহর।
যে হইলা অঙ্গনের ধুলায় ধুসর ॥৪১৯
যে জন করয়ে এই অঙ্গন ধেয়ান।
তাঁর সম জগতে নাহিক ভাগ্যবান ॥৪২০
প্রভুর অঙ্গনে শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
পূজারী আসিয়া অতি যত্নে নিবেদয়ে ॥৪২১
রাজভোগ আরাত্রিক হৈল বহুক্ষণ।
সভা লৈয়া করুন শ্রীপ্রসাদ সেবন ॥৪২২
শুনি শ্রীঠাকুর মহাশয় হর্ষ হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সভে লৈয়া ॥৪২৩
খেতরি গ্রামীয় লোক প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানয়ে কত বা আনন্দ হৈল মনে ॥৪২৪
সে দিবস আইল বহু পাষণ্ডীর গণ।
তাহারাও করিলেক প্রসাদ সেবন ॥৪২৫

প্রসাদ সেবনে হৈল ভক্তির উদয়।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কেহ কার প্রতি কয় ॥৪২৬
ওহে ভাই মো সভার বিফল জীবন।
করিলুঁ কুক্রিয়া যতন না হয় গণন ॥৪২৭
কেহ কহে এবে কি উপায় মো সভার।
যমদণ্ড হইতে কে করিবে উদ্ধার ॥৪২৮
কেহ কহে এই যে ঠাকুর নরোত্তম।
করিবে উদ্ধার দেখি পতিত অধম ॥৪২৯
কেহ কহে তাঁর আগে যাইতে অঙ্গ হালে।
কেহ কহে যাইয়া পড়িব পদতলে ॥৪৩০
ঐছে কত কহি সভে কান্দিয়া কান্দিয়া।
নরোত্তম আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥৪৩১
দয়ার সমুদ্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তা সভার প্রতি কয় ॥৪৩২
সম্বরহ ক্রন্দন তোমরা সভে ধন্য।
তোমা সভা উদ্ধারিব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥৪৩৩
শ্রীমহাশয়ের বাক্য শুনিয়া উলাসে।
করযোড় করি নিবেদয়ে মৃদুভাষে ॥৪৩৪
ওহে প্রভু যতেক কুক্রিয়া লোকে কয়।
সে সব করিতে কিছু না করিলুঁ ভয় ॥৩৩৫
দেশে না আছিলুঁ গিয়াছিলুঁ দেশান্তরে।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া আইলু কালি ঘরে ॥৪৩৬
মো সভারে দেখি মো সভার সঙ্গীগণ।
কহিব কি তারা যত করিলা ভৎর্সন ॥৪৩৭
মহা দুরাচার দুষ্ট ছিলেন সে সব।
প্রভুর করুণা হৈতে হইলা বৈষ্ণব ॥৪৩৮
ওহে প্রভু করুণা করহ মো সভারে।
তোমার নির্ম্মল যশঃ ঘুষুক সংসারে ॥৫৩৯

ঐছে বাক্য শুনি হৈল করুণা অশেষ।
তা সভারে ঠাকুর কহেন উপদেশ ॥৪৪০
নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর সর্ব্বজন।
অতি দীন হৈয়া কর শ্রবন কীর্ত্তন ॥৪৪১
বৈষ্ণবের স্থানে সদা হৈবে সাবধান।
যেন কোনমতে কার নহে অসম্মান ॥৪৪২
ঐছে কত কহি পুনঃ কহে বার বার।
এই হরিনাম মন্ত্র কর সভে সার ॥৪৪৩
এত কহি বাহু প্রসারিয়া প্রেমাবেশে।
আইস আইস কোলে করি কহে মৃদুভাষে॥ ৪৪৪
দেখিরা করুণা সভে পড়ি ক্ষিতিতলে।
চরণ পরশি শিরে ভাসে নেত্রজলে ॥৪৪৫
এ সভার ভাগ্য যৈছে কহিলে না হয়।
অনায়াসে হৈল প্রেমভক্তির উদয় ॥৪৪৬
দেবের তুর্ল্লভ ধন পাঞা সে সকলে।
না ধরে ধৈরজ হিয়া আনন্দে উথলে ॥৪৪৭
ঐছে সব পাষণ্ডীর নাশয়ে তুষ্কৃতি।
ইহার শ্রবণে মিলে নির্ম্মল ভকতি ॥৪৪৮
প্রেমভক্তি দাতা শ্রীঠাকুর মহাশয়।
আচার্য্য সংবাদ বিনা উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥৪৪৯
লোক পাঠাইতে রামচন্দ্র বাসা চলে।
পরম মঙ্গল দৃষ্টি হৈল হেনকালে ॥৪৫০
আচার্য্যের পত্রী আইলা জাজিগ্রাম হৈতে।
পত্রীপাঠে পরম আনন্দ হৈল চিতে ॥৪৫১
মহাশয় সমাচার পত্রী পাঠাইয়া।
রামচন্দ্র সহ বিলসয়ে হর্ষ হৈয়া ॥৪৫২
পরস্পর কহে আচার্য্যর গুণগণ।
যাহার শ্রবণে হয় তুঃখ বিমোচন ॥৪৫৩
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি ॥৪৫৩

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে শ্রীজাহ্নবা সহ অগনিত গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের একত্র মিলনে বিচিত্র বিধানে মহামহোৎসব সমাপন মোহান্তগনের বিদায়াদি লীলা কথনং নাম অষ্টম বিলাস ॥

॥ নবম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন তুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥২
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী খেতরি গ্রাম হৈতে।
কৈলা অলৌকিক কার্য্য বৃন্দাবন যাইতে ॥৩
তাহা কি কহিব তুষ্ট পাষণ্ডী যবন।
অনায়াসে পাইল তুর্ল্লভ ভক্তিধন ॥৪

সে সব লোকের সঙ্গ করিলেন যাঁরা ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণে মত্ত হৈলা তাঁরা ॥৫
সভাসহ ঈশ্বরীর গমন যে পথে ।
সে সব দেশীয় লোক ধায় সাথে সাথে ॥৬
যে গ্রামেতে গিয়া যে দিবস স্থিতি হয় ।
সে গ্রামীয় লোকের আনন্দ অতিশয় ॥৭
ঐছে কত জীবের কলুষনাশ করি ।
প্রয়াগ হইয়া শীঘ্র গেলা মধুপুরী ॥৮
সভাসহ শ্রীবিশ্রামঘাটে করি স্নান ।
শ্রীমাথুর ব্রাহ্মণের করিলা সম্মান ॥৯
সে দিবস রহি নিশি প্রাতে স্নান করি ।
তথা হৈতে চলিলেন উল্লাসে ঈশ্বরী ॥১০
ঈশ্বরীর হৈল মথুরাতে আগমন ।
একথা সর্বত্র শুনিলেন সর্বজন ॥১১
গোস্বামী সকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে ।
মনের উল্লাসে আইসে আগুসরি লৈতে ॥১২
এথা দূর হৈতে সভা সহিত ঈশ্বরী ।
বিহ্বল হইয়া দেখে বনের মাধুরী ॥১৩
নহে নিবারণ নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া ।
পদব্রজে চলে দোলা হইতে নামিয়া ॥১৪
ঈশ্বরীর আগে শ্রীপরমেশ্বর দাস ।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ ॥১৫
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ ।
শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতাদি এক সাথ ॥১৬
এ সকলে আইলেন আগুসরি লৈতে ।
এত কহি সভারে দেখান দূরে হৈতে ॥১৭
তা সভারে দেখিয়া শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥১৮
গোস্বামী সকল ঈশ্বরীর দর্শনেতে ।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নারে নিবারিতে ॥১৯
ভূমি পড়ি প্রণমিঞা ঈশ্বরী চরণে ।
কহিতে নারয়ে কিছু যত উঠেঁ মনে ॥২০
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধবাচার্য্যাদি ।
সভাসহ মিলন হইল যথাবিধি ॥২১
শ্রীপরমেশ্বর দাস গোবিন্দাদি লৈয়া ।
মিলাইলা সকলের পরিচয় দিয়া ॥২২
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্বজন ।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন গোস্বামী চরণ ॥২৩
সভে অতি অনুগ্রহ করি তা সভারে ।
করিলেন আলিঙ্গন উল্লাস অন্তরে ॥২৪
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈল বিস্তার ॥২৫
শ্রীজীব গোস্বামী কত কহি সাবধানে ।
ঈশ্বরীরে চড়াইলা মনুষ্যের যানে ॥২৬
শীঘ্র সভা লৈয়া গেলা নিভৃত বাসায় ।
ঈশ্বরী দর্শনে লোক চতুর্দ্দিকে ধায় ॥২৭
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ।
তথা হৈতে আইলা তাঁর পরিকরগণ ॥২৮
কেবা কি করয়ে কার স্মৃতি নাহি মনে ।
হইল কি অদ্ভুত আনন্দ বৃন্দাবনে ॥২৯
সভাসহ হৈল স্থির ঈশ্বরী বাসায় ।
ভক্ষ্য সামগ্রী সব আইল তথায় ॥৩০
নানা ভাতি প্রসাদি পক্বান্ন শীঘ্র করি ।
ভুঞ্জাইয়া সভে কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী ॥৩১
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি উল্লাস হিয়ায় ।
নিজ নিজ বাসা গেলা হইয়া বিদায় ॥৩২

গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দর্শনে।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি গেলা সর্ব্বজনে ॥৩৩
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
হইলা অধৈর্য্য রাধাগোবিন্দ দেখিয়া ॥৩৪
শ্রীমাধবাচার্য্য আদি গোবিন্দ দর্শনে।
হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৩৫
শ্রীগোবিন্দ আরাত্রিক করিলা দর্শন।
মহাহর্ষে কৈলা মহাপ্রসাদ সেবন ॥৩৬
তথা হৈতে আসি সভে বিশ্রাম করিলা।
শ্রীজীব গোস্বামী হর্ষে নিজ বাসা গেলা ॥৩৭
অপরাহ্ন সময়ে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী।
সভাসহ স্নান করিলেন শীঘ্র করি ॥৩৮
মদনমোহন গোপীনাথালয়ে গিয়া।
করিলা দর্শন প্রেমে বিহ্বল হইয়া ॥৩৯
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ।
রাধাদামোদরের করিলা দরশন ॥৪০
এ সব দর্শনে যৈছে ভাবের বিকার।
তাহা একমুখে বর্ণিবে মুঞি ছার ॥৪১
সঙ্গে যে আনিলা নানাবস্ত্র আভরন।
সে সকল সর্ব্বত্রে করিলা সমর্পণ ॥৪২
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
কি বলিব যে আনন্দ প্রসাদ সেবনে ॥৪৩
লোকনাথ আদি আগে কহিলেন সব।
খেতরিতে হৈল যৈছে মহা মহোৎসব ॥৪৪
যে রূপে আইলা পথে তাহা জানাইল।
শুনি সব গোস্বামীর আনন্দ হইল ॥৪৫
গোস্বামী সকলে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
নিজ নিজ বৃত্তান্ত করিলা নিবেদন ॥৪৬
শুনিয়া ঈশ্বরী অতি ব্যাকুল অন্তরে।
মাধবাচার্য্যাদি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥৪৭
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে সর্বজন।
গোবিন্দের বাক্য কিছু করহ শ্রবণ ॥৪৮
শুনি গোবিন্দের কাব্য প্রশংসিলা কত।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সভার সম্মত ॥৪৯
শ্রীঈশ্বরী তাঁ সভার অনুমতি লৈয়া।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বহুলা বন হৈয়া ॥৫০
আসিয়াছিলেন যাঁরা শ্রীকুণ্ড হইতে।
চলিলেন তাঁরা সভে ঈশ্বরীর সাথে ॥৫১
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড করিয়া দর্শন।
দেখিলেন শ্রীমানসগঙ্গা গোবর্দ্ধন ॥৫২
বৃষভানুপুর হৈয়া গেলা নন্দীশ্বর।
দেখিলেন শ্রীজাবট গ্রাম মনোহর ॥৫৩
বলরাম রাসলীলা কৈলা যেইখানে।
তাহা দেখি পুনঃ আইলেন বৃন্দাবনে ॥৫৪
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমন ॥৫৫
রাধাদামোদর এ সভারে যত্ন করি।
ভুঞ্জাইলা ক্রমে পাক করিয়া ঈশ্বরী ॥৫৬
গোস্বামী সভার সেই প্রসাদ সেবনে।
না জানি কি আনন্দ উদয় হৈল মনে ॥৫৭
ঐছে শ্রীজাহ্নবী কত দিবস রহিলা।
শ্রীজীব গোস্বামী কিছু গ্রন্থ শুনাইলা ॥৫৮
পুনঃ শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে লৈয়া সর্বজন।
ক্রমেতে দ্বাদশ বন করিলা ভ্রমণ ॥৫৯
যথা যে দিবস যৈছে আনন্দ হইল।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥৬০
গৌড়দেশে গমনের উদ্‌যোগ করিলা।
গোস্বামী সকল ইথে অনুমতি দিলা ॥৬১
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ ॥৬২

শ্রীরাধাবিনোদ এই সভার স্থানেতে।
হৈলা বিদায় কহি যে ছিল মনেতে ॥৬৩
বিদায়ের কালে যৈছে হৈলা ঈশ্বরী।
সহস্র বদন হৈলে বর্নিতে না পারি ॥৬৪
মাধব আচার্য্য আদি যত্নে স্থির হৈলা।
সে দিবস সভে বৃন্দাবনে স্থিতি কৈলা ॥৬৫
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম।
বড় গঙ্গাদাস নাম গুণে অনুপম ॥৬৬
পূর্ব্বে তেঁহ আসিয়াছিলেন বৃন্দাবনে।
কভু স্থির নহে সদা রহয়ে ভ্রমনে ॥৬৭
তাঁরে অনুগ্রহ করি ঈশ্বরী আপনে।
আজ্ঞা কৈলা গৌড়দেশ যাবে মোর সনে॥৬৮
ঐছে আজ্ঞা পাঞা তেঁহো প্রস্তুত হইলা।
এথা গোবিন্দ গোস্বামীর বাসা গেলা ॥৬৯
শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথের চরণে।
প্রণমিয়া নিবেদিলা যে আছিল মনে ॥৭০
শ্রীভট্ট শ্রীলোকনাথ অতি হৃষ্ট হৈলা।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥৭১
এ সভার মাথে করি চরণ অর্পন।
পুনঃ যে কহিলা তাহা না হয় বর্ণন ॥৭২
তথা হৈতে ভূগর্ভ গোস্বামী বাসা গেলা।
তেঁহ এ সভারে অতি অনুগ্রহ কৈলা ॥৭৩
তথা হৈতে গেলা জীব গোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেইখানে ॥৭৪
একত্রে হৈল অনেকের দরশন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন সভার চরণ।৭৫
সভে অতি অনুগ্রহ কৈলা এ সভারে।
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহ কহে গোবিন্দরে।৭৬
তথাকার সংবাদ আচার্য্যে জানাইবা।
নিজকৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা ॥৭৭
অতি অল্পদিনে এই গ্রন্থ সমাধিব।
লোকদ্বারে পত্রীসহ গ্রন্থ পাঠাইব ॥৭৮
এত কহি গোপাল বিরুদাবলি দিলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি প্রশংসিলা ॥৭৯
ঐছে সর্বত্রেই সভে দর্শন করিয়া।
করিলা বিশ্রাম শীঘ্র বাসায় আসিয়া ॥৮০
ঈশ্বরী অনেক রাত্রে করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিলেন দর্শন ॥৮১
আপন গলার মালা দিলা জাহ্নবীরে।
লহু লহু হাসিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥৮২
মোর প্রিয়া দেখি মনে করিয়াছ যাহা।
গৌড়দেশ গিয়া পাঠাইবে শীঘ্র তাহা ॥৮৩
তেঁহ বামে রহিবেন এই দক্ষিণেতে।
হইব যে শোভা তাহা পাইব দেখিতে ॥৮৪
ঐছে কত কহি কর মন্দিরে গমন।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে তাহা করিলা দর্শন ॥৮৫
শ্রীগোপীনাথের মালা রাখি সঙ্গোপনে।
চলিলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥৮৬
আরাত্রিক দেখি কত প্রার্থনা করিয়া।
আইলেন বাসা অতি উল্লাস হইয়া ॥৮৭
রজনী প্রভাতকালে অতি শুভক্ষণ।
শ্রীঈশ্বরী বাসা হৈতে করিলা গমন ॥৮৮
গোস্বামী সকল আইলেন সেই ঠাঞি।
যে কিছু কহিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই ॥৮৯
কথোদূর গিয়া সভে ঈশ্বরী আজ্ঞায়।
বিদায় হইয়া ভাসে নেত্রের ধারায় ॥৯০

শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী হইতে নারে স্থির।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে বহে নীর॥৯১
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত শ্রীমাধব আচার্য্য।
মুরারি চৈতন্য আদি হইল অধৈর্য্য॥৯২
এ সভে কান্দয়ে আর কান্দে ব্রজবাসী।
হইলেন স্থির সভে কথোদূর আসি॥৯৩
ব্রজবাসিগণ নিজ ব সায় চলিলা।
সভাসহ শ্রীঈশ্বরী মথুরা আইলা॥৯৪
সে দিবস স্থিতি করিলেন মথুরাতে।
মথুর ব্রাহ্মণ ভুঞ্জাইলা যত্নমতে॥৯৫
তথা হৈতে গমন করিলা গৌড়দেশে।
খেতরি গ্রামেতে আইলা কথোক দিবসে॥৯৬
ঈশ্বরীর আগমন শুনি লোকমুখে।
নরোত্তম আত্ম বিস্মিত হৈলা সুখে॥৯৭
রামচন্দ্র ডাকিয়া কহিলা সমাচার।
শুনি আগমন হৈল আনন্দ সভার॥৯৮
চলিলেন আগুসরি গোষ্ঠির সহিতে।
খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে॥৯৯
কথোদূর গিয়া দেখে অপূর্ব গমন।
পরস্পর হৈল মহা আনন্দে মিলন॥১০০
ভূমে লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরী চরণে।
ঈশ্বরী হৈলা হর্ষ দেখি সর্ব্বজনে॥১০১
খেতরি গ্রামের লোকে কৃপাদৃষ্টি কৈলা।
সভাসহ খেতরি গ্রামেতে প্রবেশিলা॥১০২
উত্তরিলা ঈশ্বরী পূর্বের বাসায়।
হইলা অনেক লোক নিযুক্ত সেবায়॥১০৩
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি হর্ষমনে।
উত্তরিলা পূর্বের বাসায় সর্ব্বজনে॥১০৪

বড়ু গঙ্গাদাস আদি যত বিজ্ঞগণ।
উত্তরিলা দেখি অতি অপূর্ব নির্জ্জন॥১০৫
রামচন্দ্র কবিরাজ অতি সাবধানে।
লৈয়া গেলা বিবিধ সামগ্রী স্থানে স্থানে॥১০৬
ঈশ্বরী সমীপে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নান করিবারে পুনঃ পুনঃ নিবেদয়॥১০৭
উষ্ণ জলে শীঘ্র স্নানাদিক ক্রিয়া সারি।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী॥১০৮
শীঘ্র পাক কৈলা প্রভুরে অর্পণ।
ভুঞ্জিলেন যাতে হর্ষ হৈলা সর্বজন॥১০৯
ঐছে সর্ব্ব মহান্তের স্নানাদি হইল।
শ্রীসন্তোষ সভে নব্য বস্ত্র পরাইল॥১১০
মিষ্টান্ন প্রসাদ সভে করিলা ভক্ষণ।
তথা একস্থানে শীঘ্র হইল রন্ধন॥১১১
কৃষ্ণে সমর্পিয়া ভোগ পাককর্ত্তা গণে।
সকল মহান্তে ভুঞ্জাইলা হর্ষমনে॥১১২
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্বজন।
পাককর্ত্তাগণ সহ করিলা ভোজন॥১১৩
প্রসাদি তাম্বুল সভে করিয়া ভক্ষণ।
নিজ নিজ স্থানে শুইলেন অল্পক্ষণ॥১১৪
বড়ু গঙ্গাদাস আদি নিজস্থানে গিয়া।
কিছুকাল বিশ্রাম করিলা হর্ষ হৈয়া॥১১৫
শ্রীঈশ্বরী কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া।
শীঘ্র সারিলেন পুনঃ স্নানাদিক ক্রিয়া॥১১৬
নরোত্তম রামচন্দ্র সন্তোষাদি সনে।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লসিত মনে॥১১৭
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সভে আসনে বসিলা।
নরোত্তম কিছু জিজ্ঞাসিতে মনে কৈলা॥১১৮

জানিয়া মনের কথা জাহ্নবী ঈশ্বরী।
বৃন্দাবন গমনাদি কহিলা বিবরি ॥১১৯
গোস্বামী সভার চেষ্টা মনে বিচারিতে।
হৈল অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে ॥১২০
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সভা প্রবোধিলা।
শ্রীগোপীনাথের আজ্ঞা ভঙ্গীতে কহিলা ॥১২১
যাইতে হইবে শীঘ্র ইহা জানাইতে।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহে যোড়হাতে ॥১২২
এথা কথোদিন রহিবেন মনে ছিল।
মো সভার অভিলাষ বিফল হইল ॥১২৩
ঈশ্বরী কহেন কিছু কহিতে না পারি।
বিচারিয়া কহ যে উচিত তাহা করি ॥১২৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় ধীরে ধীরে কহে।
তুই চারদিনে যাত্রা হৈব খড়দহে ॥১২৫
সাক্ষাতেই নির্ম্মাণ হইলে ভাল হয়।
এ সকল কার্য্যেতে বিলম্ব কিছু নয় ॥১২৬
পথে যাইতে কিছুদিন বিলম্ব হইব।
কালি প্রাতে খড়দহে লোক পাঠাইব ॥১২৭
ঐছে কহি শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
পত্রী লেখাইয়া দিলা সন্তোষের হাতে ॥১২৮
আচার্য্য ঠাকুরে এক পত্রিকা লিখিলা।
তুই পত্রী দিয়া দূতে সীঘ্র পাঠাইলা ॥১২৯
হইল সময় সন্ধ্যা আরতি দর্শনে।
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে গেলা প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥১৩০
শ্রীমাধব আচার্য্যাদি সভে শীঘ্র আইলা।
প্রভুর আরতি হর্ষে দর্শন করিলা ॥১৩১
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
করিলেন দর্শন ভঙ্গীতে কিবা কৈয়া ॥১৩২

কতক্ষণ করিলেন কীর্ত্তন শ্রবণ।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা নিজ বাসায় গমন ॥১৩৩
মাধব আচার্য্য আদি সভে বাসা গেলা।
প্রভুর প্রাঙ্গণে রামচন্দ্রাদি রহিলা ॥১৩৪
প্রভুর প্রসাদি পক্কান্নাদি শীঘ্র লৈয়া।
ভুঞ্জাইলা সভারে পরম যত্ন পাঞা ॥১৩৫
পথশ্রমেতে সভে করিলা শয়ন।
শ্রীসন্তোষ আদি কৈল চরণ সেবন ॥১৩৬
রামচন্দ্র ঈশ্বরী সমীপে শীঘ্র গেলা।
কিঞ্চিৎ প্রসাদি দুগ্ধ পান করাইলা ॥১৩৭
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেতে যত ছিলা বিপ্র নারী।
তাঁ সভারে কিছু ভুঞ্জাইলা যত্ন করি ॥১৩৮
শ্রীঈশ্বরী শয়ন করিলে মহাশয়।
রামচন্দ্র সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥১৩৯
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি সভারে লইয়া।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ মহাশয় হর্ষ হৈয়া ॥১৪০
অবসর পাইয়া ঠাকুর মহাশয়ে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যত্নে নিবেদয়ে ॥১৪১
গোস্বামী সকল যে কহিতে আজ্ঞা কৈলা।
তাহা কহি গোপাল বিরুদাবলি দিলা ॥১৪২
শুনি মহাশয় রহিলেন মৌন ধরি।
হইলা অধৈর্য্য যৈছে কহিতে না পারি ॥১৪৩
কতক্ষণে আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা।
গোপাল বিরুদাবলি রামচন্দ্রে দিলা ॥১৪৪
তথাপি ব্যাকুল হৈয়া করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে লোকনাথ দিলা দরশন ॥১৪৫
নরোত্তম পড়িয়া গোস্বামী পদতলে।
পাদপদ্ম সিক্ত কৈলা নয়নের জলে ॥১৪৬

নরোত্তমে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন।
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ বচন ॥১৪৭
নরোত্তমে মহামোদ করিয়া প্রদান।
মন্দ মন্দ হাসিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান ॥১৪৮
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা।
শ্রীনাম গ্রহনে রাত্রি প্রভাত করিলা ॥১৪৯
সভে প্রাতঃক্রিয়া করি নরোত্তমে লৈয়া।
মগ্ন হৈলা শ্রীবৃন্দাবনের কথা কৈয়া ॥১৫০
ঐছে মহানন্দে গোঙাইলা দিন চারি।
পূর্ব্বমত পাক আদি করিলা ঈশ্বরী ॥১৫১
যে আনন্দ প্রকাশ করিলা চারিদিনে।
কে বর্ণিতে পারে তা দেখিলে ভাগ্যবানে ॥১৫২
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
দোঁহে স্থির করিলেন গমন সময় ॥১৫৩
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজনে।
পাঠাইলা বুধরি পরমানন্দ মনে ॥১৫৪
শ্রীসন্তোষ কহে কালি প্রভাতে গমন।
শীঘ্র করি কর গমনের আয়োজন ॥১৫৫
পূজারী সকলে কহে পরম যতনে।
সাবধান হবে প্রভু বৈষ্ণব সেবনে ॥১৫৬
ঐছে সভে সর্ব্বকার্য্যে সাবধান কৈলা।
শ্রীশ্বরী সমীপে এ সব নিবেদিলা ॥১৫৭
এথা শ্রীসন্তোষ রায় আদি কতজন।
করিলেন শীঘ্র গমনের আয়োজন ॥১৫৮
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাসে সমর্পিয়া তাহা ॥১৫৯
রজনী প্রভাতকালে প্রভুর অঙ্গনে।
বিদায় হৈতে আইলেন সর্বজনে ॥১৬০
করিয়া দর্শন সভে মনের উল্লাসে।
করিলেক কতেক প্রার্থনা মৃদুভাষে ॥১৬১
পূজারী প্রসাদি মালা বস্ত্র সভে দিলা।
ভূমে পড়ি প্রণমি বিদায় সভে লৈলা ॥২৬২
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী অধৈর্য্য দরশনে।
বিদায় হইলা কিবা কহি মনে মনে ॥১৬৩
করিয়া প্রণাম মালা বস্ত্র ধরি মাথে।
চলিলেন সভাসহ প্রাঙ্গণ হইতে ॥১৬৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় বিদায় হইলা।
নিজকৃত শ্লোক পড়ি প্রণাম করিলা ॥১৬৫

তথাহি—

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

১৬৬

যে যে সঙ্গে যাইবেন তাঁ সভারে লৈয়া।
রামচন্দ্র বিদায় ব্যাকুল হৈল হিয়া ॥১৬৭
খেতরি গ্রামের লোক হইয়া অস্থির।
চলিলেন সঙ্গে সভে পদ্মাবতী তীর ॥১৬৮
শ্রীঈশ্বরী সকল লোকের প্রবোধিয়া।
চড়িলা নৌকায় অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥১৬৯
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে কর্ণধারে।
শীঘ্র নৌকা লইয়া চলহ পদ্মাপারে ॥১৭০
কর্ণধার নৌকা লৈয়া পদ্মাপার আইলা।
এথা লোক ব্যাকুল হইয়া গ্রামে গেলা ॥১৭১
পদ্মাবতী তীরে সভা সহিত ঈশ্বরী।
স্নানাদি করিয়া শীঘ্র আইলা বুধরি ॥১৭২

তথা যে যে নিকটে গ্রামের লোকগণ।
ধাইয়া আইল সভে করিতে দর্শন ॥১৭৩
সকল মহান্তে করি দর্শন সকলে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ভাসে নেত্রজলে ॥১৭৪
ঐছে চেষ্টা দেখি বিজ্ঞগণ হর্ষ হৈলা।
তাঁ সভারে সুমধুর বাক্যে সম্বোধিলা ॥১৭৫
সভাসহ শ্রীঈশ্বরীর উল্লাস অন্তরে।
উত্তরিলা অপূর্ব্ব নির্জ্জন বাসাঘরে ॥১৭৬
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পাককর্ত্তাগণে।
করিলেন নিবেদন যাইতে রন্ধনে ॥১৭৭
সে সকলে শীঘ্র পাক করি হর্ষ হৈলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা ॥১৭৮
শ্রীঈশ্বরী করি অতি সংক্ষেপে রন্ধন।
দুগ্ধাদি সহিতে কৃষ্ণে কৈল সমর্পন ॥১৭৯
ভোগ সরাইয়া সুখে ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী।
বসিলা আসনে আসি পুনঃ স্নান করি ॥১৮০
এথা অতি যত্ন করি পাককর্ত্তাগণ।
সর্ব্ব মহান্তেরে করাইলেন ভোজন ॥১৮১
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে।
করিল ভোজন পাককর্ত্তাগণ সনে ॥২৮২
সে দিবস ঈশ্বরী কি আনন্দ হইল।
বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ স্থির কৈল ॥১৮৩
বিরক্তের শিরোমণি বড়ু গঙ্গাদাস।
স্বপ্নেও নাহিক যাঁর কোন অভিলাষ ॥১৮৪
বড়ু গঙ্গাদাস অতি সঙ্কোচিত হৈলা।
ঈশ্বরীর ইচ্ছামতে বিবাহ করিলা ॥১৮৫
দিলেন বিবাহ যৈছে জাহ্নবী ঈশ্বরী।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে বর্ণিতে না পারি ॥১৮৬

শ্যামরায় নামে ঐ বিগ্রহ মনোহর।
কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥১৮৭
তেঁহ স্বপ্নচ্ছলে কহে ঈশ্বরীর পাশে।
এবে মোরে সমর্পহ বড়ু গঙ্গাদাসে ॥১৮৮
স্বপ্নাদেশে ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
বড়ু গঙ্গাদাসে দিলা সেবা সমর্পিয়া ॥১৮৯
ভোগের নির্বন্ধ করিলেন সেইক্ষণে।
মহামহোৎসব হৈল তার পরদিনে ॥১৯০
বড়ু গঙ্গাদাস প্রতি নিভৃতে ঈশ্বরী।
কহিলেন কি তাহা বুঝিতে না পারি ॥১৯১
বড়ু গঙ্গাদাসে রাখি বুধরি গ্রামেতে।
সভাসহ আইলা কণ্টক নগরেতে ॥১৯২
শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ হৃদয়ে।
আগুসরি আনিলেন প্রভুর আলয়ে ॥১৯৩
ভোজন করিয়া প্রভু করিবে শয়ন।
হেনকালে অঙ্গনে প্রবেশ দরজন ॥১৯৪
দেখি গৌরচন্দ্রে অতি আনন্দ হিয়ায়।
সভাসহ উত্তরিল পূর্বের বাসায় ॥১৯৫
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্বজনে।
দিলেন অপূর্ব বাসা পরম নির্জ্জনে ॥১৯৬
গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন সর্বজন।
এথা সব সামগ্রীর হৈল আয়োজন ॥১৯৭
জাজিগ্রামে শীঘ্র এক লোক পাঠাইলা।
সভাসহ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা ॥১৯৮
এথা স্নানাদিক ক্রিয়া করি সর্ব্বজন।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু করিলা ভক্ষণ ॥১৯৯
হেনকালে আচার্য্য হইলা উপনীত।
দেখিয়া সকলে হইলেন উল্লাসিত ॥২০০

শ্রীনিবাস আচার্য্য সভারে প্রণময়ে।
সভে প্রণমিয়া শ্রীনিবাসে আলিঙ্গয়ে॥২০১
স্নেহে জিজ্ঞাসিলা শ্রীনিবাসেরে কুশল।
শ্রীনিবাস কহে এই দর্শন মঙ্গল॥২০২
শ্রীনিবাস সঙ্গেতে ছিলেন যতজন।
সবে বন্দিলেন সর্ব মহান্ত চরণ॥২০৩
সকল মহান্ত যথাযোগ্য ক্রিয়া কৈল।
স্নেহাবেশে যৈছে তা বর্ণিতে না পারিল ২০৪
এথা পাক-কর্ত্তাগণ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা॥২০৫
শ্রীঈশ্বরী করি পাক সংক্ষেপেতে।
ভুঞ্জাইয়া প্রভুকে ভুঞ্জিলা যত মতে ২০৬
পুনঃ স্নান করিয়া কহয়ে সর্বজনে।
বেলা অবসান হৈল বৈসহ ভোজনে॥২০৭
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সবারে লইয়া।
সকল মহান্ত ভুঞ্জিলেন হর্ষ হৈয়া॥২০৮
আচমন করি সভে বসিলা আসনে।
আচার্য্য গেলেন ঈশ্বরী দরশনে॥২০৯
ভূমে পড়ি ঈশ্বরী-চরণে প্রণমিলা।
স্নেহাবেশে ঈশ্বরী কুশল জিজ্ঞাসিলা॥২১০
শ্রীনিবাস কহে এই চরণ দর্শনে।
সব অকুশল দূরে গেল এতদিনে॥২১১
শ্রীঈশ্বরী পুনঃ অতি সুমধুর ভাষে।
আদ্যোআন্ত সকল কহিলা শ্রীনিবাসে॥২২২
শ্রীনিবাস শুনিলেন উল্লাস হিয়ায়।
আইলেন প্রিয় নরোত্তমের বসায়॥২১৬
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কহিলেন তাহা।
কহিতে কহিলা শ্রীগোস্বামী সব যাহা॥২১৪

শুনিয়া আচার্য্য মনে করয়ে বিচার।
প্রভু পাদপদ্ম কি দেখিতে পাব আর॥২১৫
রামচন্দ্র কবিরাজ কতক্ষণ পরে।
গোপাল বিরুদাবলি দিলা আচার্য্যেরে॥২২৬
আচার্য্য লইয়া তাহ মস্তকে ধরিলা।
সন্ধ্যা আরাত্রিক শীঘ্র দেখিতে চলিলা॥২১৭
সকল মহান্ত মিলি আইলা প্রাঙ্গণে।
হইলন পরমানন্দ আরতি দর্শনে॥২১৮
কতক্ষণ করিলেন নাম সংকীর্ত্তন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন॥২১৯
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী প্রভুর মন্দিরেতে।
হইলে অধৈর্য্য প্রভুর দর্শনেতে॥২২০
যত্নে স্থির হৈয়া কৈলা বাসায় গমন।
কতক্ষণে গৌরাঙ্গের হইল শয়ন॥২২১
শ্রীনিবাসাচার্য্যে লৈয়া মহান্ত সকল।
গেলেন বাসায় হৈয়া আনন্দে বিহ্বল॥২২২
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহি কতক্ষণ।
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন॥২২৩
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গেলেন বাসায়।
আচার্য শয়ন কৈলা ব্যাকুল হিয়ায়॥২২৪
কিছু নিদ্রা হৈলে নিশি অবসান কালে।
শ্রীগোপাল ভট্ট দেখা দিল স্বপ্নছলে॥২২৫
শ্রীনিবাস লোটাইয়া ভূমিতে পড়িলা।
নয়নের জলে পাদপদ্ম প্রক্ষালিলা॥২২৬
শ্রীভট্ট গোস্বামী করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন॥২২৭
তোমার নিকটে আমি আছি নিরন্তর।
জন্মে জন্মে তুমি মোর প্রধান কিঙ্কর॥২২৮

ঐছে কত কহি মাথে ধরিয়া চরণ।
অদর্শন হইতেই হইল চেতন ॥২২৯
শ্রীগোপাল ভট্ট পাদপদ্ম ধ্যান করি।
উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণচৈতন্য সঙরি ॥২৩০
হইল প্রভাত সভে করি প্রাতঃক্রিয়া।
সুরধনী স্নানাদি করিলা হর্ষ হৈয়া ॥২৩১
শ্রীগৌরাঙ্গ দেখি দেখে ভারতীর স্থান।
বিদায় হইতে হৈল ব্যাকুল পরাণ ॥২৩২
শ্রীযদুনন্দনে কত কহি স্থির কৈলা।
সভাসহ শ্রীঈশ্বরী জাজিগ্রামে আইলা ॥২৩৩
আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে লোক পাঠাইলা।
শুনিয়া সংবাদ খণ্ডবাসী হর্ষ হৈলা ॥২৩৪
জাজিগ্রামে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীরে করিলা দর্শন ॥২৩৫
সভাসহ মিলনে যে উল্লাস হইল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥২৩৬
কতক্ষণ জাজিগ্রামে অবস্থিত কৈলা।
শুনিয়া ব্রজের কথা অধৈর্য্য হইলা ॥২৩৭
পুনঃ সঙ্গে লৈয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে।
ঈশ্বরী সমীপে নিবেদয়ে মৃদুভাষে ॥২৩৮
শুনিলু সকল ইথে বিলম্ব না সহে।
শীঘ্র করি যাইতে হইবে খড়দহে ॥২৩৯
কালি প্রাতে করিবেন খণ্ডে আগমন।
আমারে দাইতে তথা হইবে এখন ॥২৪০
এত কহি প্রণমিয়া শ্রীখণ্ডে চলিলা।
প্রত্যেকে সকল মহান্তের নিবেদিলা ॥২৪১
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সভে সম্বোধিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন খণ্ডে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥২৪২

করাইলা সকল সামগ্রী আয়োজন।
বাসা পরিষ্কার করাইলা সেইক্ষণ ॥২৪৩
হইল প্রস্তুত সব দেখে স্থানে স্থানে।
খণ্ডবাসী লোক অতি উৎকণ্ঠা দর্শনে ॥২৪৪
এথা জাজিগ্রাম সভা সহিত ঈশ্বরী।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন শীঘ্র করি ॥২৪৫
আচার্য্য করিলা গ্রন্থ পাঠ ততক্ষণ।
তারপর হইল অদ্ভুত সংকীর্ত্তন ॥২৪৬
জাজিগ্রামে সেদিন সুখের নাহি অন্ত।
তাহা কি বর্ণিব দেখিলেন ভাগ্যবন্ত ॥২৪৭
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া করি।
সভাসহ শ্রীখণ্ডেতে আইলা ঈশ্বরী ॥২৪৮
খণ্ডবাসী লোক হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
দেখিয়া শ্রীজাহ্নবীর চরণ যুগল ॥২৪৯
যে আনন্দ হৈল সর্বমহান্ত দর্শনে।
তাহা কি বর্ণিব যে দেখিল সেই জানে ॥২৫০
সভাসহ প্রভুর প্রাঙ্গনে শীঘ্র গিয়া।
প্রভুর দর্শনে উল্লাসিত হৈল হিয়া ॥২৫১
নিত্যানন্দ প্রভু যথা নর্ত্তন করিলা।
প্রেমের আবেশে যথা মধু পান কৈলা ॥২৫২
যথা নরহরি নৃত্য দেখিলা নিতাই।
ধূলায় ধূসর হইলেন যেই ঠাঞি ॥২৫৩
যে সকল স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায়।
উত্তরিলা সভে অতি অপূর্ব বাসায় ॥২৫৪
সে দিবস পাকক্রিয়া অল্পে সমাধিলা।
প্রভুরে সমর্পি শীঘ্র সকলে ভুঞ্জিলা ॥২৫৫
ঈশ্বরীর মন জানি শ্রীরঘুনন্দন।
আরম্ভিলা ভুবন মঙ্গল সংকীর্ত্তন ॥২৫৬

হইল অদ্ভুত প্রেমবন্যা সংকীর্ত্তনে।
সভে সাঁতারয়ে কার ধৈর্য্য নাহি মনে ॥২৫৭
আত্ম বিস্মরিত হইলেন সর্বজন।
কেহ কার পায়ে ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥২৫৮
লুঠয়ে ধরণীতলে বিহ্বল অন্তর।
হইল সভার অঙ্গ ধূলায় ধুসর ॥২৫৯
যৈছে গীত বাদ্য তৈছে করয়ে নর্ত্তন।
ইথে দ্রবে পাষাণ সমান যার মন ॥২৬০
কেহ কার প্রতি কহে রহি একভিতে।
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাই দিতে ॥২৬১
কেহ কহে ওহে ভাই মনে এই করি।
নৃত্য গীত বাদ্যের বালাই লৈয়া মরি ॥২৬২
কেহ কহে গীত নৃত্য বাদ্যের পাথারে।
সেই সে ডুবয়ে এ সভার কৃপা যারে ॥২৬৩
ঐছে কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়।
চারিপাশে ফিরে সবে মত্তহস্তী প্রায় ॥২৬৪
কি মধুর কীর্ত্তনে অদ্ভূত ভাবাবেশে।
কিছু স্মৃতি নাই রাত্রি হৈল অবশেষে ॥২৬৫
প্রভূ ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
করিলা বিশ্রাম সভে বাসায় আসিয়া ॥২৬৬
কিছু নিদ্রা হৈয়া রাত্রি প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া আদি সভে শীঘ্র সমাধিল ॥২৬৭
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া শীঘ্র করিয়া ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইল প্রভুরে অপূর্ব পাক করি ॥২৬৮
মাধবাচার্য্যাদি লৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সভে বসিলা ভোজনে ॥২৬৯
ঈশ্বরী আপনে পরিবেশন করিলা।
না জানি সকলে কত আনন্দে ভুঞ্জিলা ॥২৭০
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী সভারে ভুঞ্জাইয়া।
করিলা ভোজন সর্ব্বশেষে প্রীত পাঞা ২৭১
ঈশ্বরীর স্নেহাবেষে শ্রীরঘুনন্দন।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥২৭২
শ্রীখণ্ড গ্রামের লোক ঈশ্বরীর গুণে।
হইলা বিহ্বল সুখ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥২৭৩
শ্রীঈশ্বরী করি পুনঃ স্নান হর্ষ হৈয়া।
বসিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি লৈয়া ॥২৭৪
সুমধুর বাক্যে কহে অতি স্নেহ করি।
এথা হৈতে সভে শীঘ্র যাইবা খেতরি ॥২৭৫
খড়দহ যাত্রা কালি করিব প্রভাতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইব তথা হৈতে ॥২৭৬
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
হইল আনন্দ সন্ধ্যা আরতি দর্শনে ॥২৭৭
কতক্ষণ করি নাম কীর্ত্তন শ্রবণ।
বিদায় হইয়া বাসা করিলা গমন ॥২৭৮
শ্রীরঘুনন্দন আদি ঈশ্বরীর পাশে ॥
নিবেদন করে কিছু সুমধুর ভাষে।২৭৯
শুনিলাম কালি প্রাতে হইবে গমন ॥
প্রৌঢ় করি রাখিতেও নারিবে এখন ॥২৮০
আপনি স্বতন্ত্র নিবেদিতে পাই ভয় ॥
মধ্যে মধ্যে গমন হইলে ভাল হয় ॥২৮১
মোর সম নির্লজ্জ নাহিক কোনজন।
ঐছে বিচ্ছেদাগ্নি দায়ে আছয়ে জীবন ॥২৮২
রঘুনন্দনের ঐছে বচন শ্রবণে।
ঈশ্বরী অধৈর্য্য ধারা বহে দুনয়নে ॥২৮৩
কতক্ষণে শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া।
আইলেন বিনয় পূর্ব্বক কত কৈয়া ॥২৮৪

গৌরাঙ্গের প্রসাদি সামগ্রী সভে দিলা।
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি ভুঞ্জিলা ॥২৮৫
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে দিবেন সেই সেইক্ষণ।
শ্রীমাধব আচার্য্যে করিলা সমর্পণ ॥২৮৬
হইল অনেক রাত্রি শয়ন করিলা।
রজনী প্রভাতে সভে বিদায় হইলা ॥২৮৭
সে সময় যৈছে চিত্ত ব্যাকুল সভার।
যৈছে নেত্রধারা বর্ণিতে শক্তি কার ॥২৮৮
শ্রীমতী ঈশ্বরী পূর্ব্বে যে পথে আইলা।
সভে দেখি সেই পথে খড়দহে গেলা ॥২৮৯
ঈশ্বরী গমন যৈছে লোক গতাগতি।
সে সকল বর্ণিতে কি আমার শকতি ॥২৯০
এথা শ্রীঠাকুর রঘুনন্দন খণ্ডেতে।
আচার্য্যাদি সহ মহা বিহ্বল প্রেমেতে ॥২৯১
সে দিবস আচার্য্যাদি তথাই রহিলা।
প্রভাতে বিদায় হৈয়া জাজিগ্রামে আইলা ॥২৯২
জাজিগ্রামে দুই চারি দিবস রহিয়া।
দুইজন সঙ্গে শীঘ্র গেলেন নদীয়া ॥২৯৩
নবদ্বীপে ভ্রমণ করিলা যে প্রকারে।
তাহা বিস্তারিত গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকরে ॥২৯৪
তথা হৈতে শ্রীআচার্য্য জাজিগ্রামে আসি।
সে দিবস সংকীর্ত্তনে গোঙাইল নিশি ॥২৯৫
তার পরদিন যাত্রা করিলা প্রভাতে।
চারি পাঁচদিনে আইল বুধরি গ্রামেতে ॥২৯৬
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজনে।
তথা রাখি খেতরি আইল পরদিনে ॥২৯৭
শুনিয়া গমন লোক ধায় চারিপাশে।
করয়ে দর্শন অতি মনের উল্লাসে ॥২৯৮

আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তা সভারে সন্তোষয় ॥২৯৯
সভাসহ গৌরাঙ্গনে অতি শীঘ্র গিয়া।
করিলা দর্শন অতি অধৈর্য্য হৈয়া ॥৩০০
হেনকালে খড়দহ হৈতে পত্রী আইল।
সকল মঙ্গল পত্রী পাঠে জ্ঞাত হৈল ॥৩০১
পরম মঙ্গল পত্রী লিখি সেইক্ষণে।
খড়দহ পাঠাইলা অতি হৃষ্টমনে ॥৩০২
কতক্ষণ রহি তথা আইলা বাসাতে।
দিবানিশি মত্ত কৃষ্ণকথা আলাপেতে ॥৩০৩
প্রতিদিন মহামহোৎসব যৈছে হয়।
তাহা বর্ণিবারে নারি বাহুল্যের ভয় ॥৩০৪
আচার্য্য শ্রীমহাশয় রামচন্দ্র তিনে।
না জানি প্রসঙ্গ কিবা করিল নির্জ্জনে ॥৩০৫
শ্রীআচার্য্য পঞ্চদশ দিবস রহিয়া।
কাঞ্চনগড়িয়া গেলা বধুরি হইয়া ॥৩০৬
তথা পঞ্চদিবস পরমানন্দে রহিলা।
বহু শিষ্য সঙ্গে করি জাজিগ্রামে আইলা ॥৩০৭
নিরন্তর ভক্তিশাস্ত্র পড়ান সভারে।
হেন সাধ নাহি কার বাদকল্প করে ॥৩০৮
সভা মধ্যে গর্জ্জে মহা মত্তসিংহ প্রায়।
শুনিয়া তার্কিক আদি দূরেতে পলায় ॥৩০৯
নানাদেশ হৈতে লোক পড়িতে আইসে।
ভক্তিগ্রন্থে অধ্যাপক হৈয়া ধায় দেশে ॥৩১০
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি মহাধন।
শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে করে বিতরণ ॥৩১১
পাপিয়া পাষণ্ডিগণ আচার্য্য কৃপায়।
অনুক্ষন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ গায় ॥৩১২

হেন আচার্য্যের অভিন্ন কলেবর।
শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণের সাগর ॥৩১৩
প্রাণের অধিক প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে।
শ্রীখেতরি গ্রামে বিলসয়ে প্রেমরঙ্গে ॥৩১৪
শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
নিরন্তর শিষ্যেরে করান অধ্যয়ন ॥৩১৫
ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনি কর্ম্মী জ্ঞানিগণে।
হইয়া বৈষ্ণব সে নিন্দয়ে কর্ম্মজ্ঞানে ॥৩১৬
অন্যদেশে আসি বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ি পড়ান সর্ব্বত্রে ॥৩১৭
ঐথে ভক্তি গ্রন্থরত্ন করে বিতরণ।
ভাগ্যবন্তজন ইহা করয়ে শ্রবন ।৩১৮
একদিন নরোত্তম রামচন্দ্র সনে।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥৩১৯
হেনকালে আইলা এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।
মহাশয় প্রতি কহে করিয়া ক্রন্দন ॥৩২০
মোর পাঠ শিষ্যগণ আগে দর্প করি।
করিলুঁ যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥৩২১
যে দিবস তোমারে করিলুঁ শূদ্র বুদ্ধি।
সেইদিন হইতে মোর হৈল কুষ্ঠব্যাধি ॥৩২২
রোগ শান্তি হেতু কৈলুঁ ঔষধ অনেক।
শিব স্বস্ত্যয়ন আদি ক্রিয়া বা কতেক ॥৩২৩
রোগ শান্তি হৈবে কি বাড়িল মহাক্লেশ।
মনে কৈলুঁ গঙ্গায় করিব পরবেশ ॥৩২৪
স্বপ্নে মোরে বিমুখী হইয়া ভগবতী।
ক্রোধাবেশে কহে হৈবে বিশেষ দুর্গতি ॥৩২৫
নরোত্তমে শূদ্র বুদ্ধি কৈলি অহঙ্কারে।
পড়িয়া শুনিয়া বুদ্ধি গেল ছারেখারে ॥৩২৬
নরোত্তমে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি যার।
সে পাপির কোনকালে নাহিক নিস্তার ॥৩২৭
যদি তেঁহ তোর ভাগ্য হয়েন সদয়।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিহ নিশ্চয় ॥৩২৮
ঐছে কহি তেঁহ হইলেন অদর্শন।
প্রাতঃকাল হৈল এথা করিলুঁ গমন ॥৩২৯
আসিতে তোমার আশে মনে হৈল ভয়।
পথে এক বিজ্ঞ কহে তেঁহ কৃপাময় ॥৩৩০
দূর হৈতে তোমারে করিয়া দরশন।
জুড়াইল নেত্র যেন পাইলুঁ জীবন ॥৩৩১
মোর অপরাধ ক্ষমা কর এইবার।
লইলুঁ শরণ এই চরণে তোমার ॥৩৩২
এত কহি ভাসে দুই নয়নের জলে।
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র পড়ে মহীতলে ॥৩৩৩
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে বারবার।
মোর স্থানে অপরাধ নাহিক তোমার ॥৩৩৪
বিপ্র কহে মোর মাথে ধরহ চরণ।
তবে সে প্রফুল্ল হয় এ পাপীর মন ॥৩৩৫
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙরিয়া।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥৩৩৬
বিপ্র মহাহর্ষে লৈয়া চরণের ধুলি।
করয়ে নর্ত্তন দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি ॥৩৩৭
কতক্ষণ পরে বিপ্র হইলেন স্থির।
দূরে গেল ব্যাধি হৈল নির্মল শরীর ॥৩৩৮
বিপ্রচিত্তে হৈল প্রেমভক্তির উদয়।
ব্যাধি ভাল হৈল ইথে মনে বিচারয় ॥৩৩৯
ব্যাধি দেহে থাকিলে হইতে উপকার।
না জানিয়ে পাছে বা জন্ময়ে অহঙ্কার ॥৩৪০

ঐছে মনে করে বিপ্র ভক্তি প্রভাবেতে।
হইয়া বৈষ্ণব নিজ গোষ্ঠীর সহিতে ॥৩৪১
সকল কথা হৈল সদত্রে প্রচার।
ব্রাহ্মণগণের ভয় বাড়িল অপার ॥৩৪২
কেহ কার প্রতি কহে হও সাবধান।
শ্রীনরোত্তমেরে না করিও শূদ্রজ্ঞান ॥৩৪৩
কেহ কহে মত্ত হৈয়া বিপ্র অহঙ্কারে।
নরোত্তম হেন রত্ন নারি চিনিবারে ॥৩৪৪
কেহ কহে নরোত্তম কৃপার আলয়।
নিজগুণে কৃপা করি নাশে ভবভয় ॥৩৪৫
কেহ কহে নরোত্তমেব গুণগানে।
অধম উত্তম হৈল দেখিলুঁ নয়নে ॥৩৪৬
নরোত্তম গুণের সমুদ্র কেহ কহে।
এত গুণ মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে ॥৩৪৭
কেহ কহে এ কেবল মনুষ্য আকার।
জীব উদ্ধারিতে ঈশ্বরাংশ অবতার ॥৩৪৮
ঐছে বহু কহি বৃদ্ধ বিপ্র গুণবান।
নিজ নিজ গোষ্ঠীগণে কৈলা সবধান ॥৩৪৯
শ্রীনরোত্তমের গুণ গায় অবিরত।
নরোত্তম চেষ্টা যৈছে কি কহিব কত ॥৩৫০
মধ্যে মধ্যে জাজিগ্রাম গিয়া মহাশয়।
আচার্য্যের সহ যৈছে সুখে বিলসয় ॥৩৫১
যৈছে বীর হাম্বীরের সহিত মিলন।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে হইল বর্ণন ॥৩৫২
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি ॥৩৫৩

ইতি শ্রীরোত্তম বিলাসে শ্রীজাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন পরিভ্রমন প্রেয়সী নির্মানে গোপীনাথের স্বপ্নাদেশ,বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে জাহ্নবার পুনঃ খেতরি আগমন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে বুধরিতে বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ প্রদান শ্যামরায় সেবা স্থাপন, শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তন। নরোত্তমের কুষ্ঠ ব্যাধি বিপ্রের উদ্ধার নাম নবম বিলাস ॥

॥ দশম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগন।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥২
আচার্য্যের শিষ্য রাম শ্রীরঘুনন্দন।
বৃন্দাবন হইতে আইলা দুইজন ॥৩
ব্রজের মঙ্গল মহাশয়ের নিবেদিয়া।
পুনঃ নিবেদয়ে অতি উল্লাস হইয়া ॥৪

শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী প্রেরিত ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব শোভা তাঁর কহিতে কি জানি ॥৫
গোস্বামী সকল গোপীনাথের আদেশে।
বসাইলা শ্রীগোপীনাথের বামপাশে ৷৬
হৈল মহামহোৎসব দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
ব্রজবাসী বৈষ্ণব উল্লাস মহাপ্রীতে ॥৭
শুনি এ প্রসঙ্গ সব সবে হর্ষ হৈলা।
রামচন্দ্র দোঁহে শীঘ্র স্নানে পাঠাইলা ॥৮
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
প্রেমাবেশে চলে দোঁহে পদ্মাবতী স্নানে ॥৯
সেই পথে আইসে দুই ব্রাহ্মণ কুমার।
ছাগ মেঘ মহিষ শাবক সঙ্গে তার ১০
তাহা দেখি রামচন্দ্রে কহে মহাশয়।
কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য এই বিপ্রদ্বয় ॥১১
রামচন্দ্র সেই বিপ্রে লক্ষ করি।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গে চলয়ে ধীরি ধীরি ॥১২
কিছুদূরে সেই দুই বিপ্র বিদ্যমান।
শুনি শাস্ত্র প্রমাণ নির্মল হৈল জ্ঞান ॥১৩
দোঁহে দেখি মনের উল্লাসে দোঁহে কয়।
এই কবিরাজ শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥১৪
লোকমুখে শুনিলুঁ মহিমা দূরে হ'তে।
আজি সুপ্রভাত হৈল দেখিলুঁ সাক্ষাতে ॥১৫
এত কহি ছাগাদিক দূরে রাখাইলা।
মহাসশঙ্কিত হৈয়া নিকটে আইলা ॥১৬
সুমধুর বাক্যে দোঁহে কহে মহাশয়।
কি নাম কাহার পুত্র দেহ পরিচয় ॥১৭
শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরিরাম।
আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম ॥১৮
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সভে জানে।
বহু অর্থ ব্যয় তার ভবানী পূজনে ॥১৯
বলরাম কবিরাজ বৈদ্য ভালমতে।
ছাগাদি লইতে আইলুঁ পিতার আজ্ঞাতে ॥২০
জীবহিংসা করিতে তাঁহার নাহি ভয়।
এ কর্ম করিলে স্বর্গভোগ সে জানয় ॥২১
এত কহি নিজ লোকে কহে ডাক দিয়া।
পদ্মাপার যাও সভে ছাগাদি ছাড়িয়া ॥২২
হরিরাম আচার্য্যের বচন প্রমাণে।
ছাগাদিক ছাড়িয়া দিলেন সেইখানে ॥২৩
গেলেন সকল লোক পদ্মাবতী পার।
এ দোঁহার আগে দোঁহে করে পরিহাস ॥২৪
ছাগাদি কিনিতে এথা আইলুঁ শুভক্ষণে।
ঘুচিল অজ্ঞানতম এ পদ দর্শনে ॥২৫
এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার।
ঘুচুক জগতে যশ তোমা দোঁহাকার ॥২৬
এতকহি মহীতলে পড়ি প্রণমিলা।
নয়নের জলে অতিশয় সিক্ত হৈলা ॥২৭
দেখিয়া ব্যাকুল দোঁহে করুণা বাঢ়িল।
দুঁহু দোঁহে আলিঙ্গন করি স্থির হৈল ॥২৮
পদ্মাবতী স্নান করি দোঁহে দোঁহা লৈয়া।
প্রভুর আলয় গেলা উল্লাসিত হৈয়া ॥২৯
সর্ব সুমঙ্গল সে দিবস শাস্ত্রমতে।
বিষয়ে প্রবল অনুরাগ বৃদ্ধ চিত্তে ॥৩০
হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে।
করিলেন মন্ত্রদীক্ষা অতি সাবধানে ॥৩১
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে ঠাকুর মহাশয়।
দিলা মন্ত্রদীক্ষা হৈল উল্লাস হৃদয় ॥৩২

হরিরাম রামকৃষ্ণ অতি ভাগ্যবান।
রামচন্দ্র নরোত্তমে কৈল এক জ্ঞান ॥৩৩
লোটাইয়া পড়ে দোঁহে দোঁহার চরণে।
দোঁহে মহাশক্তি সঞ্চারিলা দুইজনে ॥৩৪
ভাগবতী তার দণ্ড দিলা যথোচিত।
বৈষ্ণবধর্ম্মেতে লোক হৈলা সাবহিত ॥৬৫
এসব প্রসঙ্গ সর্বদেশেতে ব্যাপিল।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দ পাইল ॥৬৬
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য দুইজন।
মহানন্দে করে সদা নাম সংকীর্ত্তন ॥৬৭
পরম দুর্লভ ভক্তিপথে অনুরক্ত।
কহিয়া সংসারমাঝে পরম বিভক্ত ॥৬৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মত্ত দিবারাতি।
বলরাম কবিরাজ সঙ্গে সদা স্থিতি ॥৬৯
একদিন দোঁহে নিজ প্রয়োজন মতে।
সুরধূনী তীর আইলা গাম্ভীলা গ্রামেতে ॥৭০
তথা বিদ্যাবন্ত বহু তাহাতে প্রধান।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গুণগান ॥৭১
সাত্ত্বিক স্বভাব অতি রত সুক্রিয়াতে।
মহাজিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞ বিদ্যা প্রদানেতে ॥৭২
তেঁহ অলক্ষিতে দাণ্ডাইয়া নিজালয়ে।
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্যে নিরীক্ষয়ে ॥৭৩
দেখি দিব্য তেজ মনে করয়ে বিচার।
পূর্ব্বেও দেখিলুঁ এবে দেখি চমৎকার ॥৭৪
কবির জ আর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহে করিলা কৃপা হইয়া সদয় ॥৭৫
হইয়া বৈষ্ণব চিত্তাকর্ষয়ে শোভাতে।
স্ফুরিল সকল শাস্ত্র সে দুহু কৃপাতে ॥৭৬
করিলেন পরাজয় অনেক পণ্ডিতে।
দিগ্বিজয়ী ভিক্ষুক হইলেন লজ্জামতে ॥৭৭
এ দুঁহু প্রভাব হেতু সে কৃপার বল।
দুঁহু মহাভাগ্যবন্ত জনম সফল ॥৭৮
এ দুঁহু সম্বন্ধে মহাশয়ে যে নিন্দিল।
ভগবতী ক্রমে সে পাষণ্ডে দণ্ড দিল ॥৭৯
মুঞি বিপ্র প্রধান তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে।
না বুঝিয়া আজ্ঞা কৈলুঁ সে মহাশয়েরে ॥৮০
যদি মোরে অনুগ্রহ করে মহাশয়।
তবে মোর নরক হইতে ত্রাণ হয় ॥৮১
মো পাপীরে অবশ্য করিব অঙ্গীকার।
শুনিয়াছি এমন দয়ালুঁ নাহি আর ॥৮২
ঐছে মনে বিচারিলা গঙ্গানারায়ণ।
আপনা মানয়ে দীন করয়ে ক্রন্দন ॥৮৩
করিতে ক্রন্দন হৈল ভক্তির উদয়।
করি কত খেদ পুনঃ ফুকারিয়া কয় ॥৮৪
বৈষ্ণব ধর্মের পর ধর্ম নাহি আর।
এ হেন ধর্মেতে মন না হৈল আমার ॥৮৫
ধিক্ ধিক্ কিবা ফল এ ছার জীবনে।
গোঙালুঁ জন্ম বৃথা কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥৮৬
ওহে নরোত্তম প্রভু দেহ ভক্তিধন।
তুয়া পাদপদ্মে মুঞি লইলুঁ শরণ ॥৮৭
ঐছে কত খেদে দিবারাত্রি গোঙাইল।
শেষরাত্রি হৈতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥৮৮
স্বপ্নে দেখা দিলেন ঠাকুর মহাশয়।
করুণা নিৰ্ম্মিত মূর্ত্তি মহাতেজোময় ॥৮৯
মন্দ মন্দ হাসি কহে গঙ্গানারায়ণে।
তুমি মোর কিঙ্কর করহ খেদ কেনে।৯০

পরাভব হৈয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাধ্য নয় ॥৬১
এত বলি দ্রব্য সব কৈল বিতরণ।
লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ না কৈলা গমন ॥৬২
ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিলা সেইক্ষণে।
মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা কহে সর্ব্বজনে ॥৬৩
শিবাই পাইয়া লজ্জা মৃতপ্রায় হৈল।
করিয়া বৈষ্ণব দ্বেষ মহাদুঃখ পাইল ॥৬৪
ভাগবতী তার দণ্ড দিলা যথোচিত।
বৈষ্ণবধর্ম্মেতে লোক হৈলা সাবহিত ॥৬৫
এসব প্রসঙ্গ সর্বদেশেতে ব্যাপিল।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দ পাইল ॥৬৬
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য দুইজন।
মহানন্দে করে সদা নাম সংকীর্ত্তন ॥৬৭
পরম দুর্লভ ভক্তিপথে অনুরক্ত।
কহিয়া সংসারমাঝে পরম বিভক্ত ॥৬৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মত্ত দিবারাতি।
বলরাম কবিরাজ সঙ্গে সদা স্থিতি ॥৬৯
একদিন দোঁহে নিজ প্রয়োজন মতে।
সুরধুনী তীর আইলা গাম্ভীলা গ্রামেতে ॥৭০
তথা বিদ্যাবন্ত বহু তাহাতে প্রধান।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গুণগান ॥৭১
সাত্ত্বিক স্বভাব অতি রত সুক্রিয়াতে।
মহাজিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞ বিদ্যা প্রদানেতে ॥৭২
তেঁহ অলক্ষিতে দাণ্ডাইয়া নিজালয়ে।
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্যে নিরীক্ষয়ে ॥৭৩
দেখি দিব্য তেজ মনে করয়ে বিচার।
পূর্ব্বেও দেখিলুঁ এবে দেখি চমৎকার ॥৭৪
কবিরাজ আর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহে করিলা কৃপা হইয়া সদয় ॥৭৫
হইয়া বৈষ্ণব চিত্তাকর্ষয়ে শোভাতে।
স্ফুরিল সকল শাস্ত্র সে দুহু কৃপাতে ॥৭৬
করিলেন পরাজয় অনেক পণ্ডিতে।
দ্বিগ্বিজয়ী ভিক্ষুক হইলেন লজ্জামতে ॥৭৭
এ দুঁহু প্রভাব হেতু সে কৃপার বল।
দুঁহু মহাভাগ্যবন্ত জনম সফল ॥৭৮
এ দুঁহু সম্বন্ধে মহাশয়ে যে নিন্দিল।
ভগবতী ক্রমে সে পাষণ্ডে দণ্ড দিল ॥৭৯
মুঞি বিপ্র প্রধান তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে।
না বুঝিয়া আজ্ঞা কৈলুঁ সে মহাশয়েরে ॥৮০
যদি মোরে অনুগ্রহ করে মহাশয়।
তবে মোর নরক হইতে ত্রাণ হয় ॥৮১
মো পাপীরে অবশ্য করিব অঙ্গীকার।
শুনিয়াছি এমন দয়ালুঁ নাহি আর ॥৮২
ঐছে মনে বিচারিলা গঙ্গানারায়ণ।
আপনা মানয়ে দীন করয়ে ক্রন্দন ॥৮৩
করিতে ক্রন্দন হৈল ভক্তির উদয়।
করি কত খেদ পুনঃ ফুকারিয়া কয় ॥৮৪
বৈষ্ণব ধর্মের পর ধর্ম নাহি আর।
এ হেন ধর্ম্মেতে মন না হৈল আমার ॥৮৫
ধিক্ ধিক্ কিবা ফল এ ছার জীবনে।
গোঙাইলুঁ জন্ম বৃথা কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥৮৬
ওহে নরোত্তম প্রভু দেহ ভক্তিধন।
তুয়া পাদপদ্মে মুঞি লইলুঁ শরণ ॥৮৭
ঐছে কত খেদ দিবারাত্রি গোঙাইল।
শেষরাত্রি হৈতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥৮৮

স্বপ্নে দেখা দিলেন ঠাকুর মহাশয়।
করুণা নির্ম্মিত মূর্ত্তি মহাতেজোময় ॥৮৯
মন্দ মন্দ হাসি কহে গঙ্গানারায়ণে।
তুমি মোর কিঙ্কর করহ খেদ কেনে ॥৯০
সব মনোরথ সিদ্ধি হইব তোমার।
কালি গঙ্গাস্নানে দেখা পাইবা আমার ॥৯১
খেতরি হইতে আমি আইলাম এথা।
স্নানকালে তোমারে কহিব সব কথা ॥৯২
এতকহি অদর্শন হৈলা মহাশয়।
স্বপ্নভঙ্গে চক্রবর্ত্তী ব্যাকুল হৃদয় ॥৯৩
হইল প্রভাত শীঘ্র প্রাতঃক্রিয়া করি।
গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন ধ্যান করি ॥৯৪
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য আইলা তথি।
দোঁহে মহাসমাদর কৈলা চক্রবর্ত্তী ॥৯৫
অতি দীন প্রায় হৈয়া কহে মৃতুভাষে।
কিছুকাল এথাতে রহিবা মোর পাশে ॥৯৬
যদি মোর ভাগ্যে প্রভু দেন দরশন।
তবে তাঁরে জানাবা তোমরা দুইজন ॥৯৭
পরস্পর ঐছে বহু কহে হেনকালে।
সভাসহ মহাশয় আইলা গঙ্গাকুলে ॥৯৮
হরিরামাচার্য্য কহে দেখ বিদ্যমানে।
অকস্মাৎ প্রভুর গমন গঙ্গাস্নানে ॥৯৯
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দিত হৈলা।
যৈছে স্বপ্নে দেখে তৈছে সাক্ষাতে দেখিলা ॥১০০
চক্রবর্ত্তী কহে হরিরাম আচার্য্যেরে।
কি নাম কাহার মোরে চিনাহ সভারে ॥১০১
দূরে হৈতে হরিরাম সভে জানাইয়া।
চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গ কহিলা আগে গিয়া ॥১০২

হাসিয়া কহয়ে মহাশয় মৃতুভাষে।
গঙ্গানারায়ণে শীঘ্র আন মোর পাশে ॥১০৩
হরিরাম গঙ্গানারায়ণে লৈয়া আইলা।
গঙ্গারাম ভূমে পড়ি পদে প্রণমিলা ॥১০৪
প্রেমাবেশে মহাশয় করি আলিঙ্গন।
চক্রবর্ত্তী প্রতি কহে মধুর বচন ॥১০৫
ওহে বাপু তোমার এসব আচরণে।
এথা বিপ্রবর্গ কিবা করিবেক মনে ॥১০৬
চক্রবর্ত্তী কহে প্রভু কৃপা কর যারে।
সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে ॥১০৭
এত কহি রামচন্দ্র চরণ বন্দিল।
সভাসহ যথাযোগ্য মিলন হইল ॥১০৮
গঙ্গানারায়ণ চেষ্টা দেখি কোনজন।
কহে কার প্রতি করি সঙ্গোপন ॥১০৯
এই গাম্ভীলায় দেখিলাম কতবার।
এরূপ স্বভাব কভু না দেখি ইঁহার ॥১১০
কেহ কহে বিদ্যাদি মত্তেতে মত্ত যেহ।
অতি দীন প্রায় কৈছে হইলেম তেঁহ ॥১১১
কেহ কহে ইঁহার সম্ভব কভু নয়।
কিরূপে হইল ঐছে ভক্তির উদয় ॥১১২
কেহ কহে ওহে ভাই বিচারিলু মনে।
সকল সম্ভব মহাশয়ের দর্শনে ॥১১৩
কেহ কহে যাঁরে কৃপা করে মহাশয়।
অনায়াসে তাঁহার সকল সিদ্ধি হয় ॥১১৪
ধন্য ধন্য গঙ্গানারায়ণ বিপ্রবংশে।
হইলা বৈষ্ণব ঐছে কহিয়া প্রশংসে ॥১১৫
চক্রবর্ত্তী কিছু নিবেদিতে মনে করে।
বুঝিয়া ঠাকুর মহাশয় কহে তাঁরে ॥১১৬

এথন ওসব কিছু না করিহ মনে।
স্নাণ করি বুধরি যাইব এইক্ষণে ॥১১৭
খেতরি যাইব কালি প্রভাত সময়ে।
আছয়ে বিশেষ কার্য্য গৌরাঙ্গ আলয়ে ॥১১৮
হরিরাম রামকৃষ্ণ দোঁহার সহিতে।
রহিবে যাইয়া কালি বুধরি গ্রামেতে ॥১১৯
কর্ণপুর আদি তথা একত্র হইয়া।
খেতরি যাইবে শীঘ্র প্রভাতে উঠিয়া ॥১২০
এত কহি স্নানাদিক ক্রিয়া শীঘ্র করি।
সভাসহ মহাশয় আইলা বুধরি ॥১২১
গঙ্গানারায়ণ গঙ্গাস্নান শীঘ্র কৈলা।
হরিরাম রামকৃষ্ণে গৃহে লৈয়া আইলা ॥১২২
সে দিবস গাম্ভীলাতে রহি তিনজন।
অতি প্রাতঃকালে তিনে করিলা গমন ॥১২৩
বুধরি যাইয়া শীঘ্র উল্লাস অন্তরে।
রহিলেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঘরে ॥১২৪
দিব্য সিংহ কবিরাজ গোবিন্দ তনয়।
তাঁর ভক্তিরীতি দেখি হইল বিস্ময় ॥১২৫
তথা কর্ণপুর কবিরাজ আদি ছিলা।
প্রাতঃকালে সভে শীঘ্র খেতরি আইলা ॥১২৬
সভে গিয়া করিলা গৌরাঙ্গ দরশন।
হইল সভার মহা আনন্দিত মন ॥১২৭
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভু আগে।
নিজ মনোরথ সিদ্ধি এই মাত্র মাগে ॥১২৮
সে দিবস সংকীর্ত্তনানন্দে গোঙাঞিলা।
প্রাতঃকালে সভে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা ॥১২৯
অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিয়া মনে।
মহাশয় শিষ্য কৈলা গঙ্গানারায়ণে ॥১৩০

মন্ত্রদীক্ষা দিয়া মহাশয় হর্ষ হৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে সমর্পিলা ॥১৩১
নরোত্তম মহাশয় ভক্তি অবতার।
গঙ্গানারায়ণে কৈলা স্বশক্তি সঞ্চার ॥১৩২

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্।

নরোত্তম ভক্ত্যাঽবতার এব যস্মিন্ স্বশক্তিং
বিদধে মুদৈব।

শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তস গঙ্গা, নারায়ণং
প্রেমরসাম্বুধির্মাম্ ॥১৩৩

গঙ্গানারারণ হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥১৩৪
ভূমে লোটাইয়া পড়ে পাদপদ্ম তলে।
দয়াব সমুদ্র নরোত্তম কৈলা কোলে ॥১৩৫
রামচন্দ্র কবিরাজে কৈলা সমর্পণ।
তেঁহ বন্দিলেন রামচন্দ্রের চরণ ॥১৩৬
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সে সকলে।
প্রণমিলে প্রণাম করিলা সভে কোলে ॥১৩৭
সকল বৈষ্ণব মনে আনন্দ হইল।
গঙ্গানারায়ণে কৃপা সর্বত্রে ব্যাপিল ॥১৩৮
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ গঙ্গানারায়ণ।
গোস্বামীগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন ॥১৩৯
নিরবধি সংকীর্ত্তন সুখের পাথারে।
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দে সাঁতারে ॥১৪০
প্রেমভক্তি ধনে ধনী হৈলা চক্রবর্ত্তী।
পূর্বে হৈতে হৈলা মহা তেজোমর মূর্ত্তি ॥১৪১

গঙ্গানারায়ণ কৃষ্ণে হইলা অনন্য।
ঐছে মহাশয় বিপ্রাদিকে করে ধন্য ॥১৪২
জগন্নাথ আচার্য্য নামেতে বিপ্রবর।
ভগবতী পূজাতে সে পরম তৎপর ॥১৪৩
তারে দেবী আজ্ঞা দিলা প্রসন্ন হইয়া।
নরোত্তম পাদপদ্মাশ্রয় কর গিয়া ॥১৪৪
তবে সে ঘুচিবে তব এ ভব বন্ধন।
পাইবে মো সভার দুর্লভ ভক্তিধন ॥১৪৫
হইবে অনন্য সেই প্রভুর চরণে।
কৃষ্ণের ভজন বিনা বিফল জীবনে ॥১৪৬
ঐছে আজ্ঞা পাইয়া বিপ্র রজনী প্রভাতে।
আইলা ব্যাকুল হৈয়া খেতরিগ্রামেতে ॥১৪৭
বসিয়া আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
তাঁরে আগে আসি ভূমে পড়ি প্রণময় ॥১৪৮
অশ্রুযুক্ত হৈয়া বিপ্র ব্যাকুল অন্তরে।
করযোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥১৪৯
ভগবতী আজ্ঞা কৈলা আইলুঁ তুয়া আগে।
মোর ভালমন্দ প্রভু তোমারে সে লাগে ॥১৫০
দীক্ষামন্ত্র দিয়া মোরে করহ উদ্ধার।
মো পাপীর সর্বস্ব এ চরণে তোমার ॥১৫১
মোর অল্প বুদ্ধি কিছু না জানি কহিতে।
শুনি বিপ্রবাক্য দয়া উপজিল চিতে ॥১৫২
বিপ্র শিষ্য করিলা ঠাকুর নরোত্তম।
ভক্তিবলে হৈলা তেঁহ পরম উত্তম ১৫৩
ঐছে বহুজনে শিষ্য করে মহাশয়।
কেহ শুনে সুখে কার শুনি দুঃখ হয় ১৫৪
নরসিংহ নামে রাজা রহে দূরদেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তাঁর পাশে ॥১৫৫
ক্রোধে বিপ্র রাজা প্রতি কহে বারবার।
ধর্ম লোপ হৈল কেহ না করে বিচার ॥১৫৬
কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব মত কৈল সর্বনাশ ॥১৫৭
না জানিয়ে কিবা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তাঁর স্থানে ॥১৫৮
যদি কহ তাঁর আছে শাস্ত্রে অধিকার।
সে সকল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার ॥১৫৯
মো সভার আগে কি তাহার বাক্য স্ফুরে।
করহ গমন শীঘ্র লৈয়া মো সভারে ॥১৬০
দেখিবে কৌতুক একা আমার ত্রাসেতে।
ভাব কালি লৈয়া সে পালাবে সেথা হৈতে ॥১৬১
সকল দেশেতে হৈবে তোমার সুখ্যাতি।
তোমা দ্বারে রহিবেক ব্রাহ্মণের জাতি॥ ১৬২
রাজা দণ্ড কর্ত্তা যাতে ঈশ্বরের অংশ।
নহিলে হইবে বহু বিপ্রজাতি ধ্বংস ॥১৬৩
শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপনারায়ণ ॥১৬৪
অধ্যাপকগণ বহু পুস্তক লইয়া।
মহাদর্প করি চলে উল্লাসিত হৈয়া ॥১৬৫
খেতরি নিকট গ্রাম কুমরপুরেতে।
তথা আইলেন রাজা বহু লোক সাথে ॥১৬৬
এথা রাজা গমন শুনিয়া মহাশয়।
রামচন্দ্র প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয় ॥১৬৭
করিতে হইবে চর্চ্চা অধ্যাপক সনে।
হইব ভজন বাদ বিচারিলুঁ মনে ॥১৬৮
শ্রীমহাশয়ের ঐছে বচন শুনিয়া।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহেন হাসিয়া ॥১৬৯

অনায়াসে দর্পচূর্ণ হবে তা সভার।
পশ্চাৎ পড়িব আসি চরণে তোমার ॥১৭০
এত কহি রামচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ।
চলয়ে কুমরপুর গ্রামে দুইজন ॥১৭১
কুমার বারুই দোঁহে হইলেন পথে।
কেহ পান কেহ হাঁড়ি লইলেন মাথে ॥১৭২
কুমরপুরেতে প্রবেশিয়া বিক্রী স্থানে।
দোকান পাতিয়া বসিলেন দুইজনে ॥১৭৩
এথা এক পড়ুয়া আইলা পান লৈতে।
তেঁহ মূল্য পুছে ঞিঁহ কহে সংস্কৃতে ॥১৭৪
পড়ুয়া করিয়া দর্প সংস্কৃত কয় ॥
দুই চারি বাক্যেই হইল পরাজয় ॥১৭৫
বারুই কহয়ে মূর্খ তুমি কিবা জান।
যদি লজ্জা হয় তবে অধ্যাপকে আন ॥১৭৬
পড়ুয়া যাইয়া অধ্যাপক প্রতি কয়।
বারুই কুমার স্থানে হৈলুঁ পরাজয় ॥১৭৭
খেতরি গ্রামেতে নরোত্তম রহে যথা।
বারুই কুমার পান হাঁড়ি দেয় তথা ॥১৭৮
কি বলিব এ দোঁহার বিদ্যা অতিশয়।
বুঝি এই দোঁহে বা করয়ে পরাজয় ॥১৭৯
যদি জিনিবারে পার বারুই কুমারে।
তবে যাবে খেতরি নইলে চল ঘরে ॥১৮০
শুনি অগ্নিমূর্ত্তি হইরা কহে বারবার।
দেখাহ আছয়ে কোথা বারুই কুমার ॥১৮১
এত কহি অধ্যাপক যাইয়া ত্বরিত।
নানা শাস্ত্রচর্চ্চা করে বারুই সহিত ॥১৮২
ক্রমে ক্রমে তথা আইলা অধ্যাপকগণ।
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ ॥১৯৩

চতুর্দ্দিকে লোক ভীড় হৈল অতিশয়।
পরস্পর কি অদ্ভুত শাস্ত্রযুদ্ধ হয় ॥১৮৪
বারুই কুমার অতি মনের উল্লাসে।
করয়ে খণ্ডন বাক্য সুমধুর ভাষে ॥১৮৫
মহাক্রোধে পূর্ণ হয় অধ্যাপকগণ।
অলৌকিক ব্যাখ্যা নারে করিতে স্থাপন ॥১৮৬
এ সব প্রসঙ্গ অল্পে না হয় বর্ণন।
পরাভব হৈলা শীঘ্র অধ্যাপকগণ ।১৮৭
অধ্যাপক সহ রাজা গেলেন বাসায়।
কে কার প্রতি হাসি কহেন তথায় ॥১৮৮
আইলেন অধ্যাপক সিংহের সমান।
পরাভব হৈয়া যেন হইলেন শ্বান ॥১৮৯
শ্রীমহাশয়েরে মুর্খ না পারে জানিতে।
পার্বতীর আজ্ঞা বিপ্রে যার শিষ্য হতে ॥১৯০
ঐছে মহাশয়ের মহিমা সভে কয়।
লোক মুখে শুনি রাজার হৈল ভয় ॥১৯১
রূপনারায়ণ প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
এবে কি উপায় ভাই বোলহ আমারে ॥১৯২
রূপনারায়ণ কহে সকলের সার।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম পর ধর্ম নাহি আর ॥১৯৩
বৈষ্ণবের নিন্দা সদা হইল শ্রবণ।
ইহাতে অবশ্য হয় নরকে গমন ॥১৯৪
চল গিয়া করি তাঁর চরণ আশ্রয়।
তবে সে হইব রক্ষা কহিল নিশ্চয় ॥১৯৫
নরসিংহ কহে এই হইল মোর মনে।
বিলম্বের কার্য্য নাহি চল এইক্ষণে ॥১৯৬
রূপনারায়ণ কহে অদ্য এথা রহ।
কালি প্রাতে গমন করিবা গণসহ ॥১৯৭

এই কথা সর্বত্র হইল সেইক্ষণে।
কালি রাজা খেতরি যাইব গণসনে ॥১৯৮
অধ্যাপকগণের হইল মহাদায়।
রাজার সম্মুখ হৈতে না পারে লজ্জায় ॥১৯৯
মৃতপ্রায় হয়া আছয়ে নিজ স্থানে।
পরস্পর কহে কালি কি হবে বিহানে ॥২০০
এথা অধ্যাপকগণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলয়ে খেতরি ॥২০১
রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিলা পান।
গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ি করিলা প্রদান ॥২০২
পরম কৌতুকে দোঁহে খেতরি আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সব নিবেদিলা ॥২০৩
এথা রাজা নরসিংহ চিন্তে মনে মনে।
অনুগ্রহ করিব কি এ হেন দুর্জ্জনে ॥২০৪
করি কত খেদ কহে রূপনারায়ণ।
তাঁর অনুগ্রহ বিনা বিফল জীবন ॥২০৫
অকস্মাৎ দূরে থাকি কহে একজনে।
তেঁহ অনুগ্রহ করিবেন নিজ গুণে ॥২০৬
অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা একথা শ্রবণে।
মনে এই রজনী পোহাবে কতক্ষণে ॥২০৭
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন।
মনে মনে ভাবে এথা অধ্যাপকগণ ॥২০৮
সভামধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় গর্ব্ব যার।
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা হৈল তার ॥২০৯
দেখয়ে স্বপনে দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া।
সম্মুখে কহয়ে মহাক্রোধযুক্তা হৈয়া ॥২১০
বৃথা অধ্যয়ন কৈলা ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিল তোর হবে অধোগতি ॥২১১
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সাবধান ॥২১২
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে দীক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহ হৈলে তোর রক্ষা ॥২১৩
ঐছে কত কহি রক্তলোচনে চাহিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈল দেবী ক্ষণেক রহিয়া ॥২১৪
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অধ্যাপক কাঁপে ডরে।
করি মহাঘোর শব্দ জাগায় সভারে ॥২১৫
ক্রন্দন করিয়া বিপ্র কহে সভাপতি।
ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা মুঞি পাইলুঁ সম্প্রতি ॥২১৬
নরোত্তমে হেয় বুদ্ধি কৈলুঁ এ নিমিত্তে।
মোরে সংহারিতে দেবী আইলা খড়্গহাতে ॥২১৭
যদি অনুগ্রহ করে সেই মহাশয়।
তবে ঘোর নরক হইতে রক্ষা হয় ॥২১৮
ঐছে কহিতে হৈল রজনী প্রভাত।
কহিল এ সব গিয়া রাজার সাক্ষাত ॥২১৯
রাজা কহে পূর্বে নিবেদিলুঁ না মানিলা।
মহাশয় সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা ॥২২০
যে কার্য্য সে করে একি মনুষ্যের সাধ্য।
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম আরাধ্য ॥২২১
ঐছে কত কহি অধ্যাপকে স্থির কৈলা।
প্রাতঃকালে স্নানাদিক করি সজ্জা হৈলা ॥২২২
বিনা যানে রাজা অধ্যাপক আদি সনে।
গেলেন খেতারি শীঘ্র গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥২২৩
গৌরাঙ্গ দর্শনে অতি দীন প্রায় হৈয়া।
করয়ে প্রণাম মহীতলে লোটাইয়া ॥২২৪
মহাবিজ্ঞ রামচন্দ্র গোবিন্দাদি তথি।
কৈলা সমাদর সভে হৈলা হৃষ্ট অতি ॥২২৫

শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন নিভৃতে।
সকলে ব্যাকুল তাঁর দর্শন নিমিত্তে ॥২২৬
হেনকালে নিবন্ধ সমাধি মহাশয়।
আইসেন দূরে সভে শোভা নিরীখয় ॥২২৭
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
প্রাঙ্গণ হইতে আগে করিলা গমন ॥২২৮
রামচন্দ্র মহাশয়ে করি নিবেদন।
রাজা নরসিংহ এই রূপনারায়ন ॥২২৯
দোঁহে কহে প্রভূ কিবা দিব পরিচয়।
বিষয়ী অধম অপরাধী অতিশয় ॥২৩০
লইলুঁ শরণ নিবেবিতে পাই ত্রাস।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥২৩১
ঐছে কত কহি দোঁহে পড়ি ভূমিতলে।
প্রণময়ে বারবার ভাসে নেত্রজলে ॥২৩২
দোঁহে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
করি কত প্রবোধ দোঁহারে আলিঙ্গয়া ॥২৩৩
ভূমে পড়ি নরসিংহ রূপনারায়ণ।
লইয়া মস্তকে মহাশয়ের চরণ ॥২৩৪
দূরে গেল দুঃখ হৈল আনন্দ হৃদয়ে।
অধ্যাপকে আনি নিবেদয়ে মহাশয়ে ॥২৩৫
যত অধ্যাপক তাহে ঞিহ সে প্রধাম।
দূরে গেল দর্প এবে কর পরিত্রাণ ।২৩৬
মহাশয় আগে অধ্যাপক দাণ্ডাইয়া।
কহিলা দেবীর কথা কাতর হইয় ॥২৩৭
পুনঃ কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার।
শরণ লইলু মুঞি অতি দুরাচার ॥২৩৮
ইহা বলি ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দে।
করয়ে যতন কত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥২৩৯

শ্রীঠাকুর মহাশয় করুণা বিগ্রহ।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা করি অনুগ্রহ ॥২৪০
পাইয়া পরশ বিপ্র হরষ হিয়ায়।
লইয়া চরণধুলি ধুলায় লোটায় ॥২৪১
রামচন্দ্র স্থির করিলেন অধ্যাপকে।
অধ্যাপক ধন্য করি মানি আপনাকে ॥২৪২
সভে হৈল কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তিপাত্র।
এ সকল কথা ব্যক্ত হইল সর্বত্র ॥২৪৩
মহাশয় সুখে সন্তোষিয়া সর্বজনে।
সভাসহ আইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥২৪৪
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
হইল সভার মহা আনন্দিত মন ॥২৪৫
সভে সমাদর করি শ্রীসন্তোষ রায়।
লইয়া গেলেন অতি অপূর্ব্ব বাসায় ॥২৪৬
বিবিধ সামগ্রী তথা শীঘ্র আনাইলা।
পাকের নিমিত্ত অতি যত্নে নিবেদিলা ॥২৪৭
রাজা নরসিংহ আদি অধ্যাপকগণ।
সভে কহে শ্রীপ্রসাদ করিব সেবন ॥২৪৮
ইহা শুনি সন্তোষ সঙ্গের লোকগণে।
প্রৌঢ় করি ভক্ষ্যদ্রব্য দিলেন যতনে ॥২৪৯
রাজা নবসিংহ আর রূপনারায়ণ।
অধ্যাপক আদি শিষ্ট লোক কথোজন ॥২৫০
সভে মিলি উল্লাসে গমন কৈলা তথা।
গোষ্ঠীসহ শ্রীঠাকুর মহাশয় যথা ॥২৫১
ভোজন আনন্দ তথা হৈল সে প্রকারে।
বর্ণিতে নারি এ গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥২৫২
রূপনারাশণ আদি প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
দিবারাত্রি পরম আনন্দে গোঙাইলা ॥২৫৩

তার পরদিন অতি অপূর্ব সময়।
হইলেন শিষ্য মহা আনন্দ হৃদয় ॥২৫৪
শ্রীঠাকুর নরোত্তম বহু কৃপা কৈলা।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া প্রভু পদে সমর্পিলা ॥২৫৫
কথোদিনে তথাই রহিলা সর্ব্বজন।
গোস্বামীগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন ॥২৫৬
দিনে দিনে যে আনন্দ কহিতে না পারি।
হইলেন সভে প্রেমভক্তি অধিকারি ॥২৫৭
সংকীর্ত্তন বিনা স্থির নহে কার মন।
সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হৈলা সর্বজন ॥২৫৮
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নির্ম্মিত শ্রীগীত।
তাহা আস্বাদয়ে সদা করি কত প্রীত ॥২৫৯
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীমুখে।
শ্রীমদ্ভাপবত সভে শুনে মহামুখে ॥২৬০
দিবারাত্রি কাহার নাহিক অবসর।
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে সকলে তৎপর ॥২৬১
যে বারেক আইসয়ে খেতরি গ্রামেতে।
এ হেন আনন্দ ছাড়ি না পারে যাইতে ॥২৬২
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
দেশে গিয়া শীঘ্র আইলেন দুইজন ॥২৬৩
রাজা নরসিংহের ঘরণী রূপমালা।
অতি পতিব্রতা লক্ষীবতী সে সুশীলা ॥২৬৪
তার তক্তিরীতি দেখি আনন্দ হৃদয়।
করিলেন শ্রীমন্ত্র প্রদান মহাশয় ॥২৬৫
রূপমালা মনে বহু বাঢ়িল আনন্দ।
করিলেন লক্ষ নাম গ্রহণ নির্বন্ধ ॥২৬৬
গণসহ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে।
হৈল মহা গাঢ় রতি বাড়ে দিনে দিনে ॥২৬৭

ঐছে শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজগুনে।
করয়ে করুণা গুণগান সর্বজনে ॥৩৬৮
হরিশ্চন্দ্র রায় নামে দস্যু একজন।
গুণ শুনি লৈলা মহাশয়ের শরণ ॥২৬৯
দীক্ষামন্ত্র দিয়া তাঁরে করিলা উদ্ধার।
শেষে হরিদাস নামক হইল তাঁহার ॥২৭০
হইলেন দুর্লভ ভক্তির অধিকারী।
ত্যাগ কৈলা সে জলাপন্থের জমীদারী ॥২৭১
দস্যু অনুগ্রহ দেখি হইয়া বিস্ময়।
নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কার প্রতি কয় ॥২৭২
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণের নিধান।
অনায়াসে করিলা দস্যুর পরিত্রাণ ॥২৭৩
কেহ কহে দস্যের প্রধান চান্দরায়।
ইহার ভয়েতে লোক কাঁপয়ে সদায় ॥২৭৪
যদি এ অধমে দয়া করে মহাশয়।
তবে সর্বমতে সে দেশের রক্ষা হয় ॥২৭৫
কেহ কহে ওহে ভাই চিন্তা না করহ।
চান্দরায়ে অবশ্য হইব অনুগ্রহ ॥২৭৬
অনুগ্রহে এ সব দুর্বদ্ধি দূরে যাবে।
গোষ্ঠিসহ চান্দরায় বৈষ্ণব হইবে ॥২৭৭
কেহ কহে সর্বশেষ এই দুরাচার।
মনে হেন লয় শীঘ্র হইব উদ্ধার ॥২৭৮
হেনকালে হর্ষে এক বিপ্র আসি কয়।
চান্দরায়ে অনুগ্রহ কৈলা মহাশয় ॥২৭৯
শ্রীনরোত্তমের পাদপদ্ম করি সার।
সংসার সঙ্কট হৈতে হইল উদ্ধার ॥২৮৯
পূর্ব্বে তারে দেখিলে হইত মহা ভয়।
এবে দৃষ্টিমাত্রে হয় আনন্দ উদয় ॥২৮১

কি বলিব পূর্ব্বের দুর্ব্বুদ্ধি এই সব।
হইল সুশান্ত কিবা অপূর্ব্ব বৈষ্ণব॥২৮২
দেখিয়া আইলুঁ মুঞি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নাচে সংকীর্ত্তনে॥২৮৩
শুনি এ সকল কথা অতি হৃষ্ট হইয়া।
চান্দরায়ে দেখিতে চলয়ে লোক ধাঞা॥২৮৪
দূর হৈতে দেখে চান্দরায় প্রেমাবেশে।
পড়িয়া ধরণীতলে নেত্রজলে ভাসে॥২৮৫
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্প হয় বারবার।
দেখি সর্ব্বলোকের হইল চমৎকার॥২৮৬
কেহ কহে এতদিনে গেল দস্যুভয়।
সর্বমতে রক্ষা করিলেন মহাশয়॥২৮৭
ঐছে কত কহি অতি আনন্দ অন্তরে।
শ্রীচান্দরায়ের ভাগ্য শ্লাঘা সভা করে॥২৮৮
হেনই সময়ে তথা আইলা কতজন।
নানা অস্ত্রধারী সভে দূরদেশী হন॥২৮৯
অজানত রূপে জিজ্ঞাসয়ে এ সভারে।
চান্দরায় বৈষ্ণব কেমন কি প্রকারে॥২৯০
ইহা শুনি সভা প্রতি কহে সংক্ষেপেতে।
চান্দরায় দেবীভক্ত গোষ্ঠীর সহিতে॥২৯১
মহাবলবান চান্দরায় জমীদার।
দস্যুর প্রধান অতিশয় দুষ্টাচার॥২৯২
অতি ক্রোধযুক্তা দেবী দেখিয়া দুর্নীত।
ব্রহ্মদৈত্য দ্বারে দুঃখ দিলা যথোচিত॥২৯৩
পুনঃ সেই দেবী দেখি জীবন সংশয়।
আজ্ঞা কৈলা কর নরোত্তম পদাশ্রয়॥২৯৪
নরোত্তম মহাশয় অতি দয়াবান।
নরক হইতে তোরে করিবেক ত্রাণ॥২৯৫
ঐছে স্বপ্নাদেশে চান্দরায় সেইক্ষণে।
লইলা শরণ মহাশয়ের চরণে॥২৯৬
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেখি মহাক্লেশ।
নিজগুণে করিলা শ্রীমন্ত্র উপদেশ॥২৯৭
ঘুচিল দুর্ব্বুদ্ধি দীন মানে আপনার।
বলে লৈয়া দিল দণ্ড যবন রাজায়॥২৯৮
যে সকল দুঃখ চান্দরায়ের নাহি গণে।
কেবল একান্ত মন প্রভুর চরণে॥২৯৯
যবন আনিল হস্তী চান্দেরে মারিতে।
পলাইল হস্তী চান্দরায়ের ডরেতে॥৩০০
অতি ব্যস্ত হৈয়া রাজা কহয়ে সভারে।
অতি সাবধানেতে রাখহ কারাগারে॥৩০১
মনে বিচারয়ে চান্দ হৈয়া উল্লাসিত।
করিলুঁ কুক্রিয়া তাঁর দণ্ড এ উচিত॥৩০২
কেহ কহে দেবীমন্ত্রে দুঃখ ঘুচাইব।
চান্দরায় কহে অন্য মন্ত্র না স্পর্শিব॥৩০৩
ঐছে নিষ্ঠা দেখি প্রভু হইলা সদয়।
অকস্মাৎ যবনের হৈল মহাভয়॥৩০৪
করিয়া প্রার্থনা রায়ে বিদায় করিলা।
এ দুই চারি দিনে এথায় আইলা॥৩০৫
শুনিয়া এ সব পুনঃ জিজ্ঞাসে সভায়।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন কোথায়॥৩০৬
কেহ কহে ওই দেখ বৃক্ষের তলাতে।
বসিয়া আছেন মিত্র প্রিয়গণ সাথে॥৩০৭
দূর হৈতে মহাশয়ে করিতে দর্শন।
ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা সেইক্ষণ॥৩০৮
খড়্গাদিক অস্ত্র সব দূরে ফেলাইয়া।
মহাশয় আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥৩০৯

সভে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে কহে দেহ পরিচয় ॥৩১০
কোথা হৈতে আইলা এথা কিবা প্রয়োজন।
শুনি অশ্রুসক্ত হৈয়া কহে সর্ব্বজন ॥৩১১
বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
প্রায় চান্দরায় কর্ত্তা হন মো সভার ॥৩১২
নৌকাপথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইলু রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে ॥৩১৩
লোকমুখে শুনিলুঁ রায়ের বিবরণ।
শুনিতেই মো সভার ফিরি গেল মন ॥৩১৪
দূরে রহি পাদপদ্ম দর্শন করিতে।
না বুঝিলুঁ কিবা লৈল মো সভার চিতে ॥৩১৫
মো সভার সমান অধম নাহি আর।
লইলুঁ শরণ এবে করহ উদ্ধার ॥ ৩১৬
এত কহি কান্দে সভে ব্যাকুল হইয়া।
মহাশয় স্থির কৈলা সভে প্রবোধিয়া ॥৩১৭
হেনকালে চান্দরায় আইলা সেইখানে।
সভে মহাহর্ষ হৈলা তাহার দর্শনে ॥৩১৮
চান্দরায় এ সভারে দেখি দীন প্রায়।
হইয়া পরম হর্ষ প্রশংসে সভার ॥৩১৯
শ্রীঠাকুর মহাশয় কিছুদিন পরে।
কৃপা করি শিষ্য করিলেন সে সভারে ॥৩২০
হইলেন সভে মহাভক্তি অধিকারী।
পরম অদ্ভূত চেষ্টা বিস্তারিতে নারি ॥৩২১
এ সব প্রসঙ্গ যার কর্ণে প্রবেশয়।
ঘুচে তার দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীভক্তি লভ্য হয় ॥৩২২
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥৩২৩

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে হরিরাম রামকৃষ্ণের গঙ্গানারায়ন চক্রবর্ত্তী বিবরন, রাজা নরসিংহের পণ্ডিত মণ্ডলী সহ খেতরী আগমন ও নরোত্তমের কৃপা লাভ, ও চান্দরায়ের উদ্ধার লীলা কথনং নাম দশমোধ্যায়।

—

॥ একাদশ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥২
কবিরাজ ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
লিখিলেন সকল সংবাদ পত্রীদ্বয় ॥৩
শ্রীগোবিন্দ কৃত গীত পত্রিকা সহিতে।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা পরম যত্নেতে ॥৪
তথাকার মঙ্গল শুনিয়া হর্ষ হৈলা।
এসব সংবাদ জাজিগ্রামে পাঠাইলা ॥৫
জাজিগ্রামে আচার্য্য লইয়া নিজগণ।
ভক্তিশাস্ত্র আলাপে উল্লাস অনুক্ষণ ॥৬

শ্রীনরোত্তমের ভক্তি দান দীনহীনে।
দস্যু পাষণ্ডীরে উদ্ধারয়ে নিজগুনে ॥৭
এসব প্রসঙ্গ শুনি আচার্য্য অন্তরে।
যে আনন্দ বাড়ে তাহা কে কহিতে পারে ॥৮
শ্বেতরি যাইব শীঘ্র করিতেই মনে।
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্টি হইল সেইক্ষণে ॥৯
কেহ আসি কহে বীরভদ্র আইল এথা।
আচার্য আনন্দ শুনি আগমন কথা ১০
দেখে গিয়া গ্রামের নিকটে উপনীত।
দর্শন করিয়া সভে মহা উল্ল্যসিত ১১
প্রভু বীরচন্দ্র দেখি আচার্য্য ঠাকুরে॥
মনুষ্যের যানে হৈতে নামিলা সত্বরে ॥১২
গণসহ আচার্য্য ভূমিতে প্রণময়ে।
বীরচন্দ্র প্রভু মহাযত্নে আলিঙ্গয়ে ॥১৩
জিজ্ঞাসিল কুশল অতি আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্যের করে ধরি চলে ধীরে ধীরে ॥১৪
মহাযত্নে আচার্য্য করয়ে নিবেদন।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে হৈল আগমন ॥১৫
প্রভু কহে খড়দহে বিচারিলুঁ চিতে।
জাজিগ্রাম হৈয়া যাব খেতরি গ্রামেতে ॥১৬
গণসহ নদীয়াদি ভ্রমণ করিলুঁ।
শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র এথায় আইলুঁ ॥১৭
ঐছে কহি ভুবন ভিতরে নিজস্থানে।
বসিলেন প্রভু বীরচন্দ্র নিজাসনে ॥১৮
প্রভুর আগমনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
ঘরেতে আইলা যেন ঘরের ঠাকুর ॥৯৯
দ্রৌপদী ঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া।
আচার্য্যের ভার্য্যা দোঁহে প্রণমিলা গিয়া ॥২০
সুশীতল জল আনি উল্লাস হৃদয়ে।
প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ পাখালয়ে ॥২১
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বিচক্ষণ।
শ্রীজীব গোস্বামী দত্ত নাম বৃন্দাবন ॥২২
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগতি গোবিন্দ এই তিনে।
পড়িলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে ॥২৩
এ তিন বালকে প্রভু আশীর্ব্বাদ কৈলা।
এ তিনের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিলা ।২৪
আচার্য্যের কন্যা তিন ভক্তিপ্রেমরতা।
হেমলতা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকাঞ্চনলতা ॥২৫
তিনে প্রণমিলা প্রভু বীবচন্দ্র পায়।
প্রভু আশীর্ব্বাদ কৈল বাৎসল্য হিয়ায় ॥২৬
গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আইলা দর্শনে।
সভে প্রণমিলা বীরচন্দ্রের চরণে ॥২৭
প্রত্যেকে সভারে প্রভু কুশল জিজ্ঞাসে।
সভে আত্মনিবেদন কৈলা মৃদুভাষে ॥২৮
ঐছে কতক্ষণ প্রভু রহি সেইখানে।
গণসহ পরম আনন্দে গেলা স্নানে ॥২৯
এথা শীঘ্র স্নান করি আচার্য্য ঘরণী।
করয়ে রন্ধন যৈছে কহিতে না জানি ॥৩০
শাকাদি ব্যঞ্জন কৈলা সিদ্ধ পক্ক আর।
ক্ষীর সর ননী আদি অনেক প্রকার ॥৩১
সুগন্ধি তণ্ডুল পাক করিয়া যত্নেতে।
সদ্য ঘৃত সিক্ত করি ধরিলা থালাতে ॥৩২
আচার্য্যের সিক্ত এক অতি বিচক্ষণ।
শালগ্রামচন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ ॥৩৩
প্রভু নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভু বীরচন্দ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা ॥৩৪

তাঁহারেও ভোগ সমর্পণ কৈলা রঙ্গে।
ভুঞ্জয়ে পরম প্রীতে দোঁহে এক সঙ্গে ॥৩৫
ভোগ সাজাইয়া দিলা দুই ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা হৈল কহিতে না জানি ॥৩৬
গোবর্দ্ধন শিলা আর শ্রীবংশীবদন।
ভুঞ্জিলেন পুজারী দিলেন আচম ॥৩৭
তাম্বুল ভক্ষণ করাইয়া যত্নমতে।
করাইলা শয়ন সে অপূর্ব শয্যাতে ॥৩৮
এথা স্নানাহ্নিক সারি সভে প্রভুসনে।
ভোজনে বসিলা গিয়া অপূর্ব প্রাঙ্গণে ॥৩৯
প্রভু বীরন্দ্র শ্রীআচার্য প্রতি কন।
ভোজনে বৈসহ সঙ্গে লৈয়া সর্বজন ॥৪০
আচার্য্য ঠাকুর কহে ইথে পাই ভীত।
সর্বশেষে ভুঞ্জি আমি এই যে উচিত ॥৪১
শুনি প্রভু আচার্য্যের করে ধরি হাসে।
কহয়ে উচিত এই বৈস মোর পাশে ॥৪২
আচার্য্য ঠাকুর আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে।
সভাসহ বসিলা প্রভুর আজ্ঞামতে ॥৪৩
প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গী মহাবিজ্ঞগণ।
হইল সভার মহা উল্লাসিত মন ॥৪৪
কি অপূর্ব বৈষ্ণবমণ্ডলী শোভা করে।
প্রভু বীরচন্দ্রে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥৪৫
অপূর্ব্ব কদলীপত্র সকলে লইলা।
প্রভু পরিবেশন করিতে আজ্ঞা দিলা ॥৪৬
ভক্তিমূর্ত্তি পতিব্রতাচার্য্য ভার্য্যাদ্বয়।
করে পরিবেশন আনন্দ অতিশয় ॥৪৭
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস এ তিনেতে।
সাজাইলা নানাদ্রব্য অপূর্ব্ব পাত্রেতে ॥৪৮

চিনিপানা পক্কান্নাদি দিয়া থরে থরে।
বসিলেন গিয়া শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জিবারে ॥৪৯
বীরচন্দ্র তাহা কিছু প্রথমে ভুঞ্জিয়া।
আজি এ ব্রজের মত কহয়ে হাসিয়া ॥৫০
তদুপরি ভুঞ্জে সিদ্ধ পক্ক সুমধুর।
শাকাদি ব্যঞ্জন ভুঞ্জি আনন্দ প্রচুর ॥৫১
পরম কৌতুকে সভে করিলা ভোজন।
আচমন করি কৈলা তাম্বুল ভক্ষন ॥৫২
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি আনন্দ আবেশে।
দিবারাত্র গোঙাইল কৃষ্ণকথা রসে ॥৫৩
প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য সহিতে।
করিলেন যাত্রা অতি উল্লাসিত চিতে ॥৫৪
প্রভু বীরচন্দ্রের যতেক প্রিয়গণ।
মনের উল্লাসে সভে করিলা গমন ॥৫৫
আচার্য্যের শিষ্যগণ আনন্দ হিয়ায়।
কেহ সঙ্গে চলে কেহ আগে চলি যায় ॥৫৬
কণ্টকনগর হৈয়া আইল বুধরী।
পূর্ব্বে গোবিন্দাদি শুনি আছে আগুসরি ॥৫৭
পথে সভাসহ হৈলা অদ্ভুত মিলন।
গোবিন্দ আনন্দ লৈয়া আইলা ভবন ॥৫৮
প্রভু বীরচন্দ্র অতি আনন্দিতমনে।
অপূর্ব বাসায় উত্তরিলা গণসনে ॥৫৯
আচার্য্য ঠাকুরগণ সহ সেই ঠাঞি।
পরস্পর সভার সুখের সীমা নাই ॥৬০
ভোজন কৌতুক আদি যেরূপ হইল।
তাহা বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিল ॥৬১
দুইদিন বুধরি গ্রামতে স্থিতি কৈলা।
তথাতে আসিয়া বহু বৈষ্ণব মিলিলা ॥৬২

সভাসহ পদ্মাপার হৈল স্নান করি।
মনের উল্লাসে প্রভু চলয়ে খেতরি ॥৬৩
গমন সংবাদ পূর্ব্বে শুনি মহাশয়।
করাইল বিবিধ সামগ্রী সুপাদয় ॥৬৪
দধি দুগ্ধ ছানা আদি আম্রাদিক ফল।
আম্রাদি আচার সজ্জ হইল সকল ।৬৫
বাসা পরিষ্কার করাইয়া মহাশয়।
গণসহ আসি দূরে পথ নিরীখয় ॥৬৬
তাপতম নাসিতে উদয় চন্দ্রগণ।
ঐছে দূরে হৈতে দেখি জুড়ায় নয়ন ॥৬৭
নিকটে যাইয়া অতি উল্লাসিত মনে।
প্রণমিলা প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে ॥৬৮
প্রভু বীরচন্দ্র নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
হইল অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া ॥৬৯
নরোত্তম সিক্ত হইমা নয়নের জলে।
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া পড়ে পদতলে ॥৭০
যৈছে পরস্পর হইল সভার মিলন।
একমুখে তার লেশ না হয় বর্ণন ॥৭১
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
প্রভুরে লইয়া আইলা গৌরাঙ্গ আলয় ॥৭২
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥৭৩
বীরচন্দ্র দর্শন করিয়া এ সভার।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৭৪
ভূমেতে পড়িয়া বারবার প্রণময়ে ॥
মনে উপজয়ে যাহা তাহা কে জানয়ে।৭৫
ধৈর্য্যাবলম্বন প্রভু কৈলা কতক্ষণে।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিলা পূজারী যতনে ॥৭৬

আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় যত্ন করি।
লইয়া গেলেন বাসায় যথা ঈশ্বরী ॥৭৭
এথাতে বৈষ্ণব সব অধৈর্য্য দর্শনে।
নেত্রাম্বু নিবারি স্থির হৈল সর্ব্বজনে ॥৭৮
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সভারে।
প্রভুর নিকটে গেলা উল্লাস অন্তরে ॥৭৯
শ্রীখেতরি আদি গ্রামবাসী লোকগণ।
চতুর্দ্দিকে ধায় সভে করিতে দর্শন ॥৮০
দর্শন করিয়া সভে চলে নিজবাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥৮১
ভুবনমোহন নিত্যানন্দ বলরাম।
তাঁর পুত্র প্রভু বীরচন্দ্র গুণধাম ॥৮২
ভুবনমোহম মূর্ত্তি রসের আলয়।
দেখিতে আখেরি তৃষ্ণা বাঢ়ে অতিশয় ॥৮৩
কেহ কহে মো সভার ধন্য এ জীবন।
অনায়সে পাইলুঁ দুর্ল্লভ দরশন ॥৮৪
কেহ কহে শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈতে।
মনোরথ পূর্ণ হৈল খেতরি গ্রামেতে ॥৮৫
ঐছে কত কহে লোক আনন্দ আবেশে।
বীরচন্দ্র গমন ব্যাপিল সর্বদেশে ॥৮৬
এথা বীরচন্দ্র প্রভু অপূর্ব্ব বাসায়।
সভাসহ বসিলেন আনন্দ হিয়ায় ॥৮৭
বীরচন্দ্র প্রভু প্রতি আচার্য্য ঠাকুর।
মন্দ মন্দ হাসি কহে বচন মধুর ॥৮৮
আজি করিবেন এথা পক্কান্ন ভোজন।
হইল প্রস্তুত পুর্ব্বে শুনি আগমন ॥৮৯
প্রভু বীরচন্দ্র নিজ সম্পুটে হইতে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা ভোগ লাগাইতে ॥৯০

তাঁরে নানা সামগ্রী যত্নেতে আনি দিলা।
ভোগ সরাইয়া শিলা সম্পূটে রাখিলা ॥৯১
শ্রীমন্দির হৈতে নানা প্রসাদ আনিলা।
হইল প্রস্তুত সব যত্নে নিবেদিলা ॥৯২
আচার্য্যের বাক্য শুনি কহেন গোসাঞি।
হইয়াছে ক্ষুধা বিলম্বের কাজ নাই ॥৯৩
এত কহি সভা লৈয়া বসিলা প্রাঙ্গণে।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভাগ্যবন্ত জনে ॥৯৪
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন ॥৯৫
বিবিধ পক্কান্ন সব লইয়া যত্নেতে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ চিতে ॥৯৬
আম্র পনস দাড়িম্বাদি নানা ফল।
দধি দুগ্ধ ছানা চিনি পানাদি সকল ॥৯৭
ক্রমে ক্রমে দিয়া শোভা দেখয়ে কৌতুকে।
আচার্য্যাদি সভা সহ ভুঞ্জে প্রভু সুখে ॥৯৮
পুপলড্ডুকাদি কত অতি মনোহর।
স্বাদে স্বাদে ভোজন হইল গুরুতর ॥৯৯
করি আচমন প্রভু বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল খাইলেন হর্ষমনে ॥১০০
শেষে ভুঞ্জে লোক যত লেখা নাই তার।
সে সকল বিস্তারি নারি যে বর্ণিবার ॥১০১
গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আনন্দে ভাসয় ॥১০২
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত্র সুধাপানে।
কত সুখে গেল দিবারাত্রি কেবা জানে।১০৩
প্রাতে সভে প্রাতঃক্রিয়া স্নানাদি করিলা।
শ্রীসন্তোষ প্রভু বীরচন্দ্র আগে আইলা ॥১০৪
পরাইয়া অতি সূক্ষ্ম নবীন বসন।
দেখিয়া প্রভুর শোভা জুড়ায় নয়ন ১০৫
সঙ্গের বৈষ্ণবগণে করিয়া বিনয়।
পরাইয়া নব্য বস্ত্র আনন্দ হৃদয় ॥১০৬
অপূর্ব আসন প্রভু আগে সাজাইলা।
তাহে বসি গোবর্দ্ধনশিলা সেবা কৈলা ॥১০৭
ভূষিত করিয়া পুষ্প তুলসী চন্দনে।
বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সেইক্ষণে ॥১০৮
ভোগ সরাইয়া বহু প্রণাম করিলা।
প্রসাদি সামগ্রী সব জনে বাঁটি দিলা ॥১০৯
প্রভু বীরচন্দ্রের যে পাককর্ত্তাগণ।
অতি শীঘ্র করিলেন অপূর্ব রন্ধন ॥১১০
গোবর্দ্ধনশিলার সে ভোগ সমর্পিলা।
ভোগ সরাইয়া স্বর্ণ সংপুটে রাখিলা ॥১১১
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
সভা সহ কৈল প্রভু আনন্দে ভোজন ॥১১২
তাম্বুল ভক্ষন করি বিশ্রাম করিলা।
কতক্ষণ পরে সভা লইয়া বসিলা ॥১২৩
আচার্য্যের প্রতি প্রভু বীরচন্দ্র কয়।
সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে সাধ হয় ॥১১৪
আচার্য্য কহয়ে সর্ব্ব সাধ কর্ত্তা তুমি।
মো সভার সাধ পূর্ণ হবে এই জানি ॥১১৫
মনের উল্লাসে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য সভা প্রতি কয় ॥১১৬
শ্রীসন্তোষ রায় সব সজ্জ করাইয়া।
সংকীর্ত্তনারম্ভ কথা সকলে শুনিয়া ॥১১৭
ধাইলা সকল লোক চতুর্দ্দিক হৈতে।
আসিয়া বেড়িল প্রাঙ্গণের চারিভিতে ॥১১৮

অপয়াহ্নকালে বীরচন্দ্র সভা সনে।
বাসা হৈতে আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে ॥১১৯
করিলেন উথাপন আরতি দর্শন।
পূজারী দিলেন আনি শ্রীমালাচন্দন ॥১২০
আচার্য্যের হৈল অতি উল্লাস অন্তর।
করিলা চন্দন-চিত্র অতি মনোহর ॥১২১
নানা পুষ্পমালা পরাইয়া প্রভু গলে।
দেখিয়া অপূর্ব শোভা ভাসে নেত্রজলে ॥১২২
মহাশয় গায়ক বাদকগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করয়ে হৃষ্ট হৈয়া ॥১২৩
গোকুল বরিষে সুধারাগ আলাপনে।
দেবীদাস রায় খোল বিচিত্র সন্ধানে ॥১২৪
খোল করতাল ধ্বনি আলাপ প্রকার।
ভেদয়ে গগন দেবলোকে চমৎকার ॥১২৫
শ্রীমহাশয়ের কণ্ঠধ্বনি সুমঙ্গলে।
উথলে আনন্দসিন্ধু অধৈর্য্য সকলে ॥১২৬
চারিদিকে বৈষ্ণবমণ্ডলী মনোহর।
মধ্যে প্রভু বীরচন্দ্র শোভয়ে সুন্দর ॥১২৭
কনক জিনিয়া অঙ্গ ঝলমল করে।
সুমধুর ভঙ্গিতে মদন মদ হরে ॥১২৮
করয়ে নর্ত্তন মহাপ্রেমের আবেশে।
তুলিয়া অজানু বাহু ফিরে চারিপাশে ॥১২৯
পরিসর বক্ষে দোলে নানা পুষ্পহার।
অবিরল বিপুল পুলক অনিবার ॥১৩০
সুচারু বদনে হরি হরিবোল বলে।
ভাসয়ে দীঘল দু'টি নয়নের জলে ॥১৩১
চঞ্চল নয়ন চারু চরণ কমল।
অভিনয় পরশে হরষ মহীতল ॥১৩২
ভুবনমোহন নৃত্য করয়ে কীর্ত্তনে।
হরিষে কুসুম বরিষয়ে দেবগণে ॥১৩৩
গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যের বেশ ধরি।
অনিমেষ নেত্রে দেখে নৃত্যের মাধুরী ॥১৩৪
প্রভু বীরচন্দ্র ইচ্ছা সভার সহিতে।
করিব নর্ত্তন তেঞ্রি চাহে চারিভিতে ॥১৩৫
হেনই সময়ে শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণসহ করে নৃত্য প্রেমানন্দময় ॥২৩৬
কিবা সে অদ্ভুত নৃত্য ভুবনমঙ্গল।
পদভরে ধরণী করয়ে টলমল ॥১৩৭
গীত নৃত্য বাদ্য নব্য নব্য ক্ষণে ক্ষণে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিভুবনে ॥১৩৮
হইলেন আত্ম-বিস্মরিত সর্বজন।
চতুর্দ্দিকে করে মহাহুঙ্কার গর্জন ॥১৩৯
বীরদর্প করে কেহ কেহ দেয় লম্ফ।
বিদ্যুতের প্রায় কার দেহে হয় কম্প ॥১৪০
কেহ বীরচন্দ্রের চরণে পড়ি কান্দে।
ধরণী লোটায় কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥১৪১
প্রভু বীরচন্দ্র হৈলা পরম বিহ্বল।
দূলায় ধূসর অঙ্গ করে টলমল ॥১৪২
মহাসিংহনাদ প্রভু করে বারেবারে।
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে ॥১৪৩
দেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব বাদ্য কহি ধারা কহে চক্ষে ॥১৪৪
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া ॥১৪৫
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালায় লৈয়া মরি ॥১৪৬

তুমি সে জানহ নিত্যানন্দের মহিমা।
আচার্য্যের অনুগ্রহ তার এই সীমা ॥১৪৭
এত কহি গোকুলে কহয়ে বারবার।
গাও গাও ওহে প্রান জুড়াও আমার ॥১৪৮
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লাসিত।
কিবা সে অপূর্ব কবিরাজ কৃত গীত ॥১৪৯

তথাহি গীতম্।

জয় জগতারণ - কারণ - ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥১৫০

ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ফুকরই
গৌর প্রেমের ভরে চলই না পার ॥১৬১
বিচিত্র বন্ধানে শ্রীগোকুল দাস গায়।
ভাসিলা সকল লোক প্রেমের বন্যায় ॥১৫২
সংকীর্ত্তন মধ্যে যে যে হৈল চমৎকার।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবারে শক্তি কার ।১৫৩
চতুর্দ্দিকে হরি হরি ধ্বনি কোলাহল।
ভেদয়ে গমন মহী ব্যাপিল সকল ॥১৫৪
কতশত দীপ জ্বলে দেখিতে সুন্দর।
সংকীর্ত্তনে হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥১৫৫
স্থির হৈয়া বৈসে সভে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল প্রভাত কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥১৫৬
প্রাতঃক্রিয়া করি সভে স্নানাদি করিলা।
প্রভু বীরচন্দ্রের বাসায় সভে আইলা ।১৫৭
গোবর্দ্ধনশিলা সেবা করি প্রভু বীর।
সে আনন্দ আবেশে হইতে নারে স্থির ॥১৫৮

রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে বারেবারে।
শ্রীরাসবিলাস কিছু শুনাহ আমারে ॥১৫৯
রামচন্দ্র কণ্ঠবমি অমৃতের ধায়।
ভাগবত পদ্য অর্থ কৈলা চমৎকার ॥১৬০
শুনি বীরচন্দ্রের আনন্দ অতিশয়।
রামচন্দ্রে ধরি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥১৬১
প্রভু বীরচন্দ্র ধৈর্য্য ধরি কতক্ষণে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে ॥১৬২
এ হেন দুর্লভ সঙ্গ হইব কি আর।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥১৬৩
আচার্য্যাদি সভে ভাসে নয়নের জলে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হইলা সকলে ॥১৬৪
শ্রীরূপ ঘটক আর গঙ্গানারায়ণ।
শ্যামদাস গোবিন্দাদি ভাগবতগণ ॥১৬৫
অপূর্ব্ব পক্কান্ন আম্র পনসাদি যত।
শীঘ্র সজ্জ কৈলা প্রভু আজ্ঞা অভিমত ॥১৬৬
গোবর্দ্ধনশিলা আগে ধরিলা যতনে।
প্রভু বীরচন্দ্র ভোগ দিলেন আপনে ॥১৬৭
সময় জানিয়া প্রভু ভোগ সরাইলা।
তাম্বুল সমর্পি শিলা সম্পুটে রাখিলা ॥১৬৮
গৌরাঙ্গ দর্শন করি সভারে লইয়া।
ভুঞ্জিলেন প্রসাদ পরম যত্ন পাঞা ॥১৬৯
প্রসাদি তাম্বুল সুখে করিয়া ভক্ষণ।
সভা সহ বিশ্রাম করিলা কতক্ষণ ॥১৭০
ঐছে প্রভু নিত্যানন্দচন্দ্রের তনয়।
প্রিয় বর্গসঙ্গে মহারঙ্গে বিলসয় ॥১৭১
একদিন আচার্য্যের প্রতি প্রভু কহে।
একচক্রা হইয়া যাইব খড়দহে ॥১৭২

কালি প্রাতে গমন করিব কৈলুঁ মনে।
কথোদূর পর্য্যন্ত যাইব তুয়া সনে ॥১৭৩
আচার্য্য কহেন মনে হৈল যে তোমার।
ইহা কে অন্যথা করে ঐছে শক্তি কার ॥১৭৪
প্রভু বীরচন্দ্র হাসি কহে ধীরি ধীরি।
তোমা সভাকার বাক্য লঙ্ঘিতে না পারি ॥১৭৫
কহিলাম মনে যাহা হইল উদয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে ইচ্ছা হয় ॥১৭৬
নরোত্তমে কহে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
আমা সহ হৈবে কালি গমন প্রভুর ॥১৭৭
শুনি মহাশয় অতি ব্যাকুল হইলা।
আচার্য্য ঠাকুর কত যত্নে প্রবোধিলা ॥১৭৮
আর যে প্রসঙ্গ দোঁহে করিলা নির্জ্জনে।
সে সকল বুঝিবারে নারে অন্যজনে ॥১৭৯
কতক্ষণে রহি তথা প্রভুপাশ আইলা।
গমনের আয়োজন সন্তোষ করিলা ॥১৮০
প্রভু বীরচন্দ্রের সঙ্গেতে যাবে যাহা।
ঠাকুর কানাঞি ঠাঞি সমর্পিলা তাহা ॥১৮১
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা সমর্পিলা রূপ ঘটকের ঠাঞি ॥১৮২
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র লোক পাঠাইলা।
পদ্মাবতী-তীরে বহু নৌকা রাখাইলা ॥১৮৩
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি খেতরি হইতে।
যাত্রা করিবেন প্রভু রজনী প্রভাতে ॥১৮৪
কেহ কার প্রতি কত কহে ঠাঞি ঠাঞি।
দিবারাত্রি লোক গতায়াত অন্ত নাই ॥১৮৫
শ্রীনিবাসাচার্য লৈয়া বীরচন্দ্র রায়।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে গিয়া হইল বিদায় ॥১৮৬
বাসায় আসিয়া বসিলেন কতক্ষন।
তথাতে একত্রে হইলেন সর্বজন ॥১৮৭
গনন করিলা শীঘ্র পদ্মাবতী তীরে।
কেহ কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥১৮৮
দীন প্রায় মহাশয়ের শিষ্যগণ।
বন্দিলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ ॥১৮৯
করিলা প্রণাম বহু আচার্য্য চরণে।
এ দোঁহে করিলা অনুগ্রহ সর্ব্বজনে ॥১৯০
শ্রীমহাশয়েরে রামচন্দ্র কহি কত।
হইলা বিদায় কথো দিবসের মত ॥১৯১
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ ॥১৯২
বলরাম কবিরাজ আদি কথোজনে।
আচার্য্য রাখিলা মহাশয় সন্নিধানে ॥১৯৩
খেতরি গ্রামেতে হৈতে আইলা যতজন।
সবারে কহিলা নানা প্রবোধ বচন ॥১৯৪
প্রভু বীরচন্দ্র লৈয়া আচার্য্য ঠাকুর।
চড়িলা নোকায় সব ধৈর্য্য গেল দূর ॥১৯৫
রামচন্দ্র আদি সভে চড়িলা নৌকায়।
কর্ণধার নৌকা ছাড়ি দিলেন ত্বরায় ॥২৯৭
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি পদ্মাবতী তীরে।
যাহার শ্রবণে দারু পাষাণ বিদরে ॥১৯৭
গণসহ আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্রে লৈয়া।
গেলেন বুধরি গ্রামে পদ্মাপার হৈয়া ॥১৯৮
এথা অতি অধৈর্য্য হইয়া মহাশয়।
সভাসহ আইলেন গৌরাঙ্গ আলয় ॥১৯৯
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধারমণ ॥২০০

দর্শনে সভার হৈল উল্লসিত হিয়া ।
অতি শীঘ্র করিলেন স্নানাদিক ক্রিয়া ॥২০১
সভা লইয়া মহাশয় প্রসাদ ভুঞ্জিলা ।
কৃষ্ণকথা রসে দিবা রাত্রি গোঙাইলা ॥২০২
সেইদিন হৈতে ঐছে হৈলা মহাশয় ।
ক্ষণে অতি স্থির ক্ষণে ব্যাকুল হৃদয় ॥২০৩
এইরূপ কথোক দিবস গোঙাইতে ।
রামচন্দ্র আইলেন জার্জিগ্রাম হৈতে ॥২০৪
রামচন্দ্র গননাগমন আদি করি ।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিলু বিস্তারি ॥২০৫
রামচন্দ্রাগমনে আনন্দ মহাশয় ।
সভার হইল অতি প্রসন্ন হৃদয় ॥২০৬
গোবিন্দাদি লৈয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে ।
দিবানিশি মত্ত মহাশয় সংকীর্ত্তনে ॥২০৭
রাজা নরসিংহ চান্দরায় আদি যত ।
সভে সংকীর্ত্তন রসে হইল উন্মত্ত ॥২২৮
কিছুদিন পরে শ্রীঠাকুর মহাশয় ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি সভে কয় ॥২০৯
বহুদিম হৈল গৃহে না কৈলা গমম ।
শীঘ্র করি একবার যাহ সর্ব্বজন ॥২১০
যদ্যপি যাইতে কার মন নাহি হয় ।
তথাপিহ গেলা আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয় ॥২১১
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ ।
হরিরাম রামকৃষ্ণ শ্রীগোপীরমণ ॥২১২
বলরাম কবিরাজ আদি এ সভার ।
গমন হইল যৈছে নারি বর্ণিবার ॥২১৩
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয় ।
কথোদিন পরম আনন্দে বিলসয় ॥২১৪

একদিন দোঁহে বসি পরস নির্জ্জনে ।
না জানি কি পরামর্শ কৈলা দুইজনে ॥২১৫
রামচন্দ্র কবিরাজ কিছুদিন পরে ।
জাজিগ্রামে গেলা অতি ব্যাকুল অন্তরে ॥২১৬
তথা হৈতে সংবাদ আইলা কথোদিনে ।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর গেলেন বৃন্দাবনে ॥২১৭
রামচন্দ কবিরাজ সঙ্গে নিরন্তর ।
কে বুঝিতে পারে এই দোঁহার অন্তর ॥২১৮
একদিন মহাশয় স্থির হৈতে নারে ।
কি হইল কান্দিয়া কহয়ে বারেবারে ॥২১৯

ত্রিপদী ।

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নরহরি মুকুন্দমুরারি ।
শ্রীরূপ দামোদর হরিদাস বক্রেশ্বর
এ সব প্রেমের অধিকারী ॥২২০
কহিতে যে সব যীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইলু দেখিতে ।
তখন নহিল জন্ম না বুঝিলুঁ সে না মর্ম্ম
এ না শেল রহি গেল চিতে ॥২২১
প্রভু সনাতণ রূপ রঘুনাথ ভট্ট যুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ ।
এ সকল প্রভু মিলি কৈলা কি মধুর কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥২২২
সভে হৈলা অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভুবন
আন্ধল হইল এ না আঁখি ।

কাহারে কহিব দুঃখ না দেখঙি ছার মুখ
আছি যেন মরা পশু পাখী ॥২২৩
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আছিলুঁ যাহার দাস
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জীউ করে আনচান ॥২২৪
যে মোর মনের ব্যাথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥২২৫

এত কহিতেই সভে করিলা শ্রবন।
রামচন্দ কবিরাজ হৈলা অদর্শন ॥২২৬
শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥২২৭
ওহে রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি।
এত কহি কণ্ঠ রুদ্ধ রহে ভুমে পড়ি ॥২২৮
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
শ্রীরাধা গোবিন্দ সন্তোষাদি কথোপথন ॥২২৯
দূরে থাকি দেখি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
পড়িয়া আছেন মহাশয় মহীতলে ॥২৩০
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সভে করয়ে ক্রন্দন।
কতক্ষণে মহাশয় হইলা চেতন ॥২৩১
সভা লৈয়া আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
কতক্ষণ স্থির হইলা প্রভুর দর্শনে ॥২৩২
ঐছে দিন পাঁচ সাত রহি মহাশয়।
গঙ্গাস্নামে যাইব সভরে প্রতি কর ॥২৩৩

প্রভুর সেবাতে সভে সাবধান করি।
কথোজন সঙ্গে শীঘ্র আইল বুধরি ॥২৩৪
তথা হইতে আইলা গাম্ভীলা গঙ্গাতীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে ॥২৩৫
চিতা সজ্জা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া!
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া ॥২৩৬
অত্যান্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্যগণ।
সভারে করিলা স্থির গঙ্গানারায়ণ ॥১৩৭
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইসে লইয়া নিজগণে।
দেখা মাত্র হয় কথা নাহি কার সনে ॥২৬৮
ঐছে মহাশয় তিনদিন গোঙাইলা।
লোকদৃষ্টে দেহ হৈতে পৃথক হইলা ॥৩৩৯
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে।
চিতার উপরে রাখিলেন দিব্যাসনে ॥২৪০
পরষ্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল।
বিপ্রে শিষ্য কৈল যৈছে হৈল তার ফল ২৪১
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল ॥
বাক্যরোধ হইয়া নরোত্তম দাস মৈল ।২৪২
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তেয়াগিয়া ॥২৪৩
দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন।
না জানি ইহার দশা হইবে কেমন ।২৪৪
পুনঃ পুনঃ গঙ্গানায়ণে শুনাইয়া।
ঐছে কত কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥২৪৫
পাষণ্ডীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে।
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিতা সন্নিধানে ॥২৪৬
কড়যোড় করিয়া কহয়ে বারবার।
নিজগুণে কৈলা প্রভু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥২৪৭

এবে এ পাষণ্ডীগণ মর্ম্ম না জানাইয়া।
নিন্দে তোমা সভে দুঃখ পায়েন শুনিয়া ॥২৪৮
এ সভার হৈল ঘোর নরকে গমন।
রক্ষা কর কৃপাদৃষ্টে করি নিরীক্ষণ ॥২৩৯
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে।
নিজদেহে মহাশয় আইল সেইক্ষণে ॥২৫০
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হৈতে তেজে সূর্য্যসম ॥২৫১
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে ॥২৫২
দূরে থাকি দেখি সব নিন্দুক ব্রাহ্মণ।
মহাভয় হৈল স্থির নহে কোনজন ॥২৫৩
কেহ কার প্রতি কহে কি কার্য্য করিলুঁ।
আপনা খাইয়া হেন জনের নিন্দিলুঁ ॥২৫৪
ঐছে কত কহি শিরে করে করাঘাত।
কাঁপয়ে অন্তর নেত্রে হয় অশ্রুপাত ॥২৫৫
নিন্দুক ব্রাহ্মগণ সাপরাধী হৈয়া।
গঙ্গানারায়ণ পদে পড়ে প্রণমিয়া ॥২৫৬
কাতরে কহয়ে রক্ষা কর মো সভারে।
বৃথা জন্ম গোঙাইলু বিপ্র অহঙ্কারে ॥২৫৭
শ্রীমহাশয়ের আগে যাইতে না পারি।
করাহ তাঁহার অনুগ্রহ কৃপা করি ॥২৫৮
শুনিয়া ব্যাকুল বাক্য গঙ্গানারায়ণ।
মহাশয় সমীপে গেলেন সেইক্ষণ ॥২৫৯
করযোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে।
অনুগ্রহ কর প্রভু এ সব বিপ্রেরে ॥২৬০
এত কহিতেই বিপ্রগণ ভূমে পড়ি।
প্রণমিয়া কাতরে কহয়ে কর যুড়ি ।২৬১
মো সভার সম বিপ্রাধম নাহি আর।
করিলুঁ যতেক নিন্দা লেখা নাহি তার ॥২৬২
বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মিথ্যা অহঙ্কারে।
সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিলুঁ তোমারে ॥২৬৩
হইল বিফল সভে পড়িনু যে সব।
কভু না স্পর্শিল সে দুর্লভ ভক্তি লব ॥২৬৪
কৃপা করি নাশহ দুর্দ্দৈব মো সভার।
লইলুঁ শরণ এই চরণে তোমার ॥২৬৫
দেখিয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ভক্তিরত্ন দিয়া সে সভারে আলিঙ্গয় ॥২৬৬
সভে আজ্ঞা কৈলা গঙ্গানারায়ণ সনে।
ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কর সাবধানে ॥২৬৭
কিছুদিন পরে সভে যাইবা খেতরি।
অদ্য আমি এথা হৈতে যাইব বুধরি ॥২৬৮
এত কহি শীঘ্র করিলেন গঙ্গাস্নান।
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন ভাগ্যবান ॥২৬৯
শ্রীমহাশয়ের এই প্রসঙ্গ সকল।
ব্যাপিল সর্বত্র হৈল সভার মঙ্গল ॥২৭০
গঙ্গাতীর হৈতে মহাশয় সভা সনে।
গঙ্গানারায়ণ গৃহে গেলা কথোক্ষণে ॥২৭১
তথা নানা মিষ্টান্ন ভুঞ্জিলা সভা লৈয়া।
অতি শীঘ্র বুধরি আইলা হৃষ্ট হৈয়া ॥২৭২
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কর্ণপুর আর।
কবিরাজ গোকুল বল্লবী মজুমদার ॥২৭৩
এ সভা সহিতে গিয়া খেতরি গ্রামেতে।
নিরন্তর রহে কৃষ্ণ কথা আলাপেতে ॥২৭৪
শ্রীপ্রভুগণের সেবা পরিচর্য্যা যত।
তাহাতেই নিযুক্ত হইল অবিরত ॥২৭৫

গৌরাঙ্গ অঙ্গন ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন প্রভু মুখপানে চাঞা ॥২৭৬
হাহা প্রভু গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত কৃষ্ণ।
করুণা করহ মুঞি বিষয় সতৃষ্ণ ॥২৭৭
ওহে প্রভু রাধাকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
সংসার যাতনা হৈতে করহ মোচন ॥২৭৮
রে রাধারমণ মোরে রাখহ চরণে।
তোমা না ভুলিয়ে যেন জীবনে মরণে ॥২৭৯
ঐছে কত প্রকার করয়ে নিবেদন।
সে সব শুনিতে কান্দে পশু পক্ষিগণ ॥২৮০
লোক ভীড় দেখি কভু নির্জ্জনে যাইয়া।
নাম উচ্চারয়ে মহাব্যাকুল হইয়া ॥২৮১
ওহে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ওহে নিত্যানন্দ শদ্মাবতীর কুমার ॥২৮২
ওহে সীতানাথ অদ্বৈত দয়াময়।
ওহে শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥২৮৩
ওহে করুণাময় সিন্ধু পণ্ডিত শ্রীবাস।
ওহে বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥২৮৪
ওহে শ্রীস্বরূপ রামানন্দ দামোদর।
ওহে শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ কাশীশ্বর ॥১৮৫
ওহে বাচস্পতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
ওহে সূর্য্যদাস গৌরীদাস পণ্ডিতার্য্য ॥২৮৬
ওহে শ্রীপণ্ডিত জগদীশ শুক্লাম্বর।
ওহে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ দাস গদাধর ॥২৮৭
ওহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ ধনঞ্জয় ॥২৮৮
ওহে শ্রীজগদানন্দ সঞ্জয় শ্রীধর।
ওহে শ্রীমুকুন্দ নরহরি বিজ্ঞবর ॥২৮৯

ওহে শ্রীমদ্রূপ সনাতন গুণসিন্ধু।
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু ॥২৯০
ওহে শ্রীগোপাল ভট্ট পতিতের প্রাণ।
ওহে রঘুনাথ ভট্ট গুণের নিধান ॥২৯১
ওহে কুণ্ডবাসী স্বরূপের রঘুনাথ।
ওহে জীব গোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত ॥২৯২
ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ।
করহ করুণা মুঞি লইলু শরণ ॥২৯৩
দেখি অতি পামর মোরে না উপেক্ষিবা।
মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা ॥২৯৪
ঐছে কত কহিয়া নারয়ে স্থির হৈতে।
পুনঃ বিলপয়ে কৃপা করহে ললিতে ॥২৯৫
শ্রীবিশাখা সুচিত্রা শ্রীচম্পকলতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী পরম গুণাত্মিকা ॥২৯৬
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সখী সুচতুরী।
শ্রীরূপমঞ্জুরী রতিমঞ্জুরী কস্তুরী ॥২৯৭
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী সর্ব্বজনে।
রাখ মোরে শ্রীরাধিকা-চরণ সেবনে ॥২৯৮
হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমার প্রাণেশ্বর।
তাঁর পাদপদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর ॥২৯৯
তোমা দোঁহা বসাইব রত্ন সিংহাসনে।
নেত্রভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে ॥৩০০
সখীঙ্গিতে চামর ব্যজন করি সুখে।
সমর্পিব তাম্বুল দোঁহার চান্দমুখে ॥৩০১
হইব কি পূর্ণ এ মনের অভিলাষ।
এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥৩০২
কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয়।
নবদ্বীপ লীলাগত হইল হৃদয় ॥৩০৩

উর্দ্ধে দুই বাহু তুলি কহে বারবার।
দেখিব কি নেত্রভরি নদীয়া বিহার ॥৩০৪
চতুর্দ্দিকে শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুবন পাবন ॥৩০৫
নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধর।
মধ্যে বিলসিব নবদ্বীপ সুধাকর ॥৩০৬
দেখিব কি ঐছে গণসহ গৌররায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥৩০৭
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে উদ্বেগ বিপরীত ॥৩০৮
শ্রীমহাশয়ের ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবল্লভের ব্যাকুল হয় হিয়া ॥৩০৯
ঐছে পরস্পর সভে ভাবে মনে মনে।
মহাশয় যত্নে স্থির করে প্রিয়গণে ॥৩১০
কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয়গণ লৈয়া।
সদা মাম সংকীর্ত্তনে রহে মগ্ন হৈয়া ॥৩১১
একদিন মহাশয় কহে প্রিয়গণে।
গঙ্গানারায়ণের বিলম্ব হৈল কেনে ॥৩১২
হেনকালে রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
দোঁহে আইলা সঙ্গে সেই বিপ্র কথোজন ॥৩১৩
পড়িলেন শ্রীমহাশয়ের পদতলে।
ভক্তিরসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্রজলে ॥৩১৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ।
কথোজনে শিষ্য কৈলা দেখিয়া আগ্রহ ॥৩১৫
মহাশয় প্রিয় গঙ্গানারায়ন স্থানে।
কৃপা করি শিষ্য করাইলা কথোজনে ॥৩১৬
সভে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণমিলা।
শ্রীমালাপ্রসাদ শ্রীপুজারী আনি দিলা ॥৩১৭
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ।
দেখি বিপ্র চেষ্টা হৈল উল্লসিত মন ॥৩১৮
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আদি বিপ্র যত।
দীন হৈয়া সে সভার পদে হৈলা নত ॥৩১৯
শ্রীসন্তোষ রাজা নরসিংহ আদি সব।
দেখিলেন প্রিয়বর্গে পরম বৈষ্ণব ॥৩২০
মহামহোৎসব কৈলা তার পরদিনে।
বিপ্রগণ উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তনে ॥৩২১
সভে হইলেন প্রেমভক্তি অধিকারী।
ঐছে অনুগ্রহের বালাই লৈয়া মরি ॥৩২২
শ্রীমহাশয়ের চারু চরিত্র অপার।
সর্ব মনোরথ পূর্ণ করিলা সভার ॥৩২৩
একদিন মহাশয় অতি প্রাতঃকালে।
হৈয়া মহা ব্যাকুল ভাসয়ে নেত্রজলে ॥৩২৪
অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কতক্ষণে ক্ষিতিতলে রহয়ে পড়িয়া ॥৩২৫
সে হেন বদনপদ্ম শুখাইয়া যায়।
গদগদস্বরে কহে কি হইল হায় ॥৩২৬
হায় হায় বিধাতা হইলা মোরে বাম।
আর কি পাইব হে সে হেন গুণধাম ॥৩২৭

ত্রিপদী।

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হিয়ামাঝে দিয়া দারুণ ব্যাথা।
গুণে রামচন্দ ছিলা সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥৩২৮
পূনঃ কি এমন হব রাবচন্দ্র সঙ্গ পাব
এই জন্ম মিছা বহি গেল।

যদি প্রাণ দেহ থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাঙ সেই ভাল ॥৩২৯
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস রামচন্দ্র যার দাস
পুনঃ নাকি মিলিব আমারে ॥৩৩০
না দেখিয়া সেই মুখ বিদরিয়া যায় বুক
বিষ শরে কুরঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল কোনছলে কেবা নিল
নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥৩৩১

এত কহি নীরব হইলা মহাশয়।
শুনি সভে ভাবয়ে না জানি কিবা হয় ॥৩৩২
মহাশয় জানি প্রিয়গণের অন্তর।
সভারে প্রবোধ বাক্য কহিলা বিস্তর ॥৩৩৩
প্রভুর প্রাঙ্গণে আসি বিদায় হইলা।
প্রভুগণ চরণে জীবন সমর্পিলা ॥৩৩৪
কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্য্য হইয়া।
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া ॥৩৩৫
বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি তথা আইলা ॥৩৩৬
অতি সুমধুর বাক্যে সভে প্রবোধিলা।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে দিবারাত্রি গোঙাইলা ॥৩৩৭
বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকুলে ॥৩৩৮
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে ॥৩৩৯
দোঁহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইয়া গঙ্গার জলেতে ॥৩৪০
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা বুঝিব কি আন ॥৩৪১
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল ॥৩৪২
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥৩৪৩
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা হরি হরি ধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে নারয়ে ইহা শুনি ॥৩৪৪
সভে শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণ গায়।
ব্যাপিল জগত গুণে পাষাণ মিলায় ॥৩৪৫
শ্রীমহাশয়ের সঙ্গে ছিলা যত জন।
সভে লৈয়া গেলা গৃহে গঙ্গানারায়ণ ॥৩৪৬
হরিরাম রামকৃষ্ণ আদি যত জন।
পরস্পর কৈলা সভে ধৈর্য্যাবলম্বন ॥৩৪৭
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সভাসনে।
মহোৎসব আয়োজন কৈলা সেইক্ষণে ॥৩৪৮
গাম্ভীলা গ্রামেতে মহামহোৎসব করি।
বুধরি হইয়া শীঘ্র গেলেন খেতরি ॥৩৪৯
তথা রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।
কৃষ্ণ সিংহ চান্দরায় শ্রীগোপীরমণ ॥৩৫০
শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি প্রিয়গণ।
সভে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন ॥৩৫১
যৈছে মহোৎসব হৈল খেতরি গ্রামেতে।
সহস্রেক মুখেও তা না পারি বর্ণিতে ॥৩৫২
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে যে হৈল চমৎকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার ॥৩৫৩

তথাপি কহিয়ে কিছু শুন দিয়া মন।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন ॥৩৫৪
দেবীদাস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি যত।
গীত বাদ্যে সভাই হইলা উনমত্ত ॥৩৫৫
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন।
মহামত্ত হৈয়া সভে করয়ে নর্ত্তন ॥৩৫৬
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি ভাবাবেশে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি অট্ট অট্ট হাসে ৩৫৭
রাজা নরসিংহ আদি ভূমে গড়ি যায়।
চতুর্দ্দিকে সভে সিক্ত নেত্রের ধারায় ॥৩৫৮
সংকীর্ত্তন রসের সমুদ্র উথালিল।
সেইকালে সভে আত্ম বিস্মরিত হৈল ॥৩৫৯
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের অলৌকিক লীলা।
নরোত্তম করে নৃত্য সকলে দেখিলা ॥৩৬০
সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করি কতক্ষণ।
অতি অলক্ষিতে হইলেন অদর্শন ॥৩৬১
শ্রীমহাশয়ের প্রিয়গণ প্রেমময়।
হইল সভার অতি অধৈর্য্য হৃদয় ॥৩৬২
স্বপ্নচ্ছলে সভে পুনঃ দিয়া দরশন।
করিলেন স্থির কহি প্রবোধ বচন ॥৩৬৩
এমন করুণাময় কেবা আছে আর।
নিজ পরকার দুঃখ নারে সহিবার ॥৩৬৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
যাঁর গুণ শুনি দারু পাষাণ বিদরে ॥৩৬৫
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥৩৬৬

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে যাজিগ্রাম খেতুরীতে বীরচন্দ্রের আমন ও সংকীর্ত্ত বিলাস, রামচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন ও অন্তর্দ্ধানে নরোত্তমের আর্ত্তি,গাম্ভীলায় নরোত্তমের অন্তর্দ্ধান অছিলায় বৈভব প্রকাশ নরোত্তমের দিব্য ভাবোন্মাদ ও অন্তর্দ্ধান নাম একাদশোবিলাসঃ।

——

॥ দ্বাদশ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥১
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥২
শ্রীঠাকুর মহাশয় শিষ্য কৈলা যত।
তাঁ সভার চেষ্টা কেবা বর্ণিবেক কত ॥৩
শ্রীমহাশয়ের শাখা প্রশাখা বিস্তর।
তার মধ্যে কিছু কহি মো মূর্খ পামর ॥৪

আগে পাছে নাম ইথে দোষ না লইবে।
নিজ ভৃত্য জানি সভে প্রসন্ন হইবে ॥৫
জয় জয় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সভার জীবন ॥৬
জয় পূজারী বলরাম ভক্তিময়।
যাঁর সেবাবশে প্রভু প্রসন্ন হৃদয় ॥৭
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ।
গণসহ গৌরচন্দ্র যার প্রাণধন ॥৮
জয় শ্রীআচার্য্য রামকৃষ্ণ গুণমণি।
যার শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল অবনী ॥৯
জয় ভক্তিদাতা শ্রীপূজারী রবিরায়।
মহানন্দ পান যেহ বৈষ্ণব সেবায় ॥১০
জয় জয় চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল ভুবন ॥১১
জয় রাধাবল্লভ চৌধুরী দয়াময়।
যার প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥১২
শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত ॥১৩
জয় শ্রীনবগৌরাঙ্গ দাস গুণরাশী।
যেহ গৌরচন্দ্র নামে মত্ত দিবানিশি ॥১৪
জয় নারায়ণ ঘোষ প্রেমভক্তিময়।
যাঁর গানে মত্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥১৫
জয় জয় সিংহ সিংহ বিক্রম বিদিত।
নিরন্তর প্রেমে মত্ত সঙ্গীতে পণ্ডিত ॥১৬
জয় শ্রীসন্তোষ রায় বিদিত ভুবনে।
মহাশয় হর্ষ যাঁর সেবা আচরণে ॥১৭
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সহ প্রীত অতি।
কবিরাজ গীতে ব্যক্ত কৈলা তাঁর রীতি ॥১৮

শ্রীসন্তোষাদেশে কবিরাজ হর্ষ হৈলা।
সঙ্গীতমাধব নাম নাটক বর্ণিলা ॥১৯
জয় মহাবিজ্ঞ রাজা শ্রীগোবিন্দরাম।
নিরন্তর যাঁর জিহ্বা জপে হরিনাম ॥২০
জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বন্ধনে।
করয়ে নর্ত্তন প্রেমে মাতি সংকীর্ত্তনে ॥২১
জয় কান্ত চৌধুরী পরম বিদ্যাবান্।
গন্ধর্ব্ব মানয়ে ধন্য শুনি যাঁর গান ॥২২
জয় জয় মহাকবি বসন্ত রায়।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায় ॥৩৩
জয় শ্রীশীতল রায় স্বভাব শীতল।
যারে দেখি মহাসুখী বৈষ্ণব সকল ॥২৪
জয় প্রভু রামদত্ত পরম সুধীর।
নিরন্তর যাঁর নেত্রে বহে প্রেম নীর ॥২৫
অতি জিতেন্দ্রিয় শ্রীচৌধুরী ধর্ম্মদাস।
অকৈতব যাঁহার বৈষ্ণবে বিশ্বাস ॥২৬
জয় শ্রীভকত দাস ভক্তিরসপাত্র।
শ্রীবৈষ্ণব যাঁরে না ছাড়য়ে তিলমাত্র ॥২৭
জয় নিত্যানন্দ দাস প্রেমভক্তিময়।
নিত্যানন্দ গুণে যে মত্ত অতিশয় ॥২৮
জয় চণ্ডীদাস সে মণ্ডিত সর্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥২৯
জয় ধরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশুপক্ষীগণ যার গুণ শুনি ॥৩০
জয় বোঁচারাম ভদ্র পরম কৌতুকী।
সর্ব বৈষ্ণবের সুখ যার চেষ্টা দেখি ॥৩১
জয় রামভদ্র রায় দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর তাঁর কার্য নাম সংকীর্ত্তন ॥৩২

জয় জয় রূপ নারায়ণ দয়াবান।
কার না দ্রবয়ে হিয়া শুনি তাঁর গান ॥৩৩
জয় জানকীবল্লভ চৌধুরী ঠাকুর।
যার চেষ্টা দেখি বাড়েআনন্দ প্রচুর ॥৩৪
জয় শ্রীশ্রীমন্ত দত্ত ভাণ্ডারী প্রবীণ।
যেহ গৌরগুণেতে উন্মত্ত রাত্রিদিন ॥৩৫
জয় রূপনারায়ণ পূজারী ঠাকুর।
যার গুণ শ্রবণে ত্রিপাপ যায় দূর ॥৩৬
জয় জয় শ্রীবৈষ্ণব চরণ বিরক্ত।
সদা গৌরচন্দ্র গুণগানে অনুরক্ত ৩৭
জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাহার ॥৩৮
জয় জয় কৃষ্ণদাস বৈরাগী ঠাকুর।
যাঁর অনুগ্রহে সর্ব্বদুঃখ যায় দূর ॥৩৯
জয় রাজা নৃসিংহ পরম তেজোময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥৪০
জয় রূপমালা নরসিংহের ধরণী।
যার ভক্তিরীতে ধন্যা মানয়ে ধরণী ॥৪১
জয় চাঁদরায় চারু চরিত্র বিদিত।
বৈষ্ণব সেবায় যাঁর পরম পিরীত ॥৪২
জয় নারায়ণ রায় পরম সুশান্ত।
সদা মত্ত দেখি শ্রীবিগ্রহ রাধাকান্ত ॥৪৩
জয় রামচন্দ্র রায় অতি আকিঞ্চন।
সর্পাষদে গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন ॥৩৪
জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্ত্তনীয়া।
বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্ত্তন শুনিয়া ॥৪৫
জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দয়াবান।
অতি পুর্ব্বে নবদ্বীপে যার বাসস্থাম ॥৪৬

জয় মহারিজ্ঞ শ্রীঠাকুর কৃষ্ণদাস।
বৈষ্ণবের প্রতি যার পরম ষিশ্বাস ॥৪৭
জয় শ্রীচাটুয়া রান দাস ভক্তিপাত্র।
বৈষ্ণবের পত্র অবশেষে ভুঞ্জে মাত্র ॥৪৮
জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌরগুণ গানে যেঁহ পরম উল্লাস ॥৪৯
জয় শ্রীগন্ধর্ব রায় গানে বিচক্ষণ ॥
যাঁর গানে লজ্জা পায় গন্ধবের গণ ॥৫০
জয় শ্রীমদন রায় গন্ধর্ব তনয়।
যাঁর গুণ শুনিতে সভার প্রেমোদয়।
জয় গদাদাস রায় স্নেহের মুরতি ॥
অতি অলৌকিক যাঁর প্রেমভক্তি রীতি ॥৫২
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বায়ন ঠাকুর।
যাঁহার মৃদঙ্গ বাদ্যে তাপ যায় দূর ॥৫৩
জয় শ্রীআচার্য্য জয় কৃষ্ণ বিজ্ঞবর।
প্রভু পাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর ॥৫৪
জয় জয় শ্রীবড়ু চৈতন্যদাস বিজ্ঞ।
প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি পরম মনোজ্ঞ ॥৫৫
জয় ব্রজরায় ভক্তি রীতি চমৎকার।
প্রাণ দিয়া করে যেহ পর উপকার ॥৫৬
জয় রাধাকৃষ্ণ দাস রসিক অনন্য।
ভক্তি প্রবর্ত্তাই কৈলা পতিতের ধন্য ॥৫৭
জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণরায় প্রেমেতে বিহ্বল।
নিরন্তর যাঁর দুই নেত্রে বহে জল ॥৫৮
জয় জয় ঠাকুর শ্রীদয়ারাম দাস।
তুলসী সেবায় যাঁর পরন উল্লাস ॥৫৯
জয় শ্রীপুরুয়োত্তম গুণের আলয়।
বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর প্রীতি অতিশয় ॥৬০

জয় শ্রীগোকুল ভক্তি রসের মুরতি।
যাঁর পানে নাহি বৈষ্ণবের দেহ স্মৃতি ॥৬১
জয় জয় হরিদাস হর্ষ গৌররসে।
নিরন্তর অভিলাষ নবদ্বীপ বাসে ॥৬২
জয় গঙ্গাহরি দাস গঙ্গাতীরে স্থিতি।
লোকে চমৎকার দেখি যাঁর ভক্তিরীতি ॥৬৩
জয় জয় শ্রীঠাকুর শ্রীহরিদাস।
ভক্তিগ্রন্থ সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥৬৪
জয় শ্রীজগতরায় পরম পণ্ডিত।
পাষণ্ডী অসুরে দণ্ড দেন যে উচিত ॥৬৫
জয় রূপরায় গানে অতি বিচক্ষন।
যাঁর গান শুনি প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥৬৬
জয় খিরু চৌধুরী হরয়ে দুঃখ শোক।
যাঁর চেষ্টা দেখি সুখে ভাসে সর্ব্বলোক ॥৬৭
জয় জয় শ্রীকান্ত পরম বিদ্যাবান্।
নিজ গুণে করে যেহ পতিতের ত্রাণ ॥৬৮
জয় শ্রীমথুরাদাস পরম সুধীর।
সদা দৈন্যভাব দাস অন্তর বাহির ॥৬৯
জয় ভাগবত দাস ভক্তিরসাপাত্র।
সাধনেতে অবসর নাহি তিলমাত্র ॥৭০
জয় জগদীশ রায় জগতে প্রচার।
প্রভু সেবাযুক্ত সদা অতি শুদ্ধাচার ॥৭১
জয় জয় ঠাকুর শ্রীমহেশ চৌধুরী।
সদা অশ্রুকম্প পুলকাঙ্গ সুমাধুরী ॥৭২
জয় জয় গণেশ চৌধুরী মগ্ন গানে।
দিবানিশি যায় যৈছে কিছুই না জানে ॥৭৩
জয় ভক্তিরত্ন দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু পাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর ॥৭৪

জয় শ্রীগোবিন্দরায় গুণের নিধান।
কৃষ্ণনাম লয় যে তাঁহারে দেয় প্রাণ ॥৭৫
জয় অতি বিজ্ঞ নরোত্তম মজুমদার।
মজুমদার বিনা কেহ না কহয়ে আর ॥৭৬
জয় শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গুণে পূর্ণ।
পাষণ্ডীগণের অহঙ্কার করে চূর্ণ ॥৭৭
জয় শ্রীগোসাঞি দাস অদ্ভুত আশয়।
যারে প্রশংসয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥৭৮
জয় শ্রীমুরারি দাস দীনে দয়া অতি।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে যাঁর পরম পীরিতি ॥৭৯
জয় জয় প্রেমময় শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রেমরসে সদা মত্ত ॥৮০
জয় ঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী।
দুঃখীগণ ভাসে প্রেমানন্দে যাঁরে দেখি ॥৮১
জয় জয় শ্রীজীব গোপল দত্ত যারে।
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণবগণ ছাড়িতে না পারে ॥৮২
জয় রাম দেবদত্ত দীনে দয়া যার।
সংকীর্ত্তন রসেতে উন্মত্ত অনিবার ॥৮৩
জয় গঙ্গাদাস দত্ত দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর করে যেহ নাম সংকীর্ত্তন ॥৮৪
জয় মনোহর ঘোষ ক্রিয়া মনোহর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুন গায় নিরন্তর ॥৮৫
জয় শ্রীমুকুট মৈত্র অতি শুদ্ধরীতি।
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে দৃঢ় রতি ॥৮৬
জয় শ্রীবিশ্বাস মনোহর মহাশান্ত।
যাঁহার সর্ব্বস্ব গৌর শ্রীবল্লবীকান্ত ॥৮৭
জয় জয় অর্জ্জুন বিশ্বাস বলবান্।
প্রভু পরিচর্য্যায় পরম সাবধান ॥৮৮

জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধণ ভাগ্যবান।
যেহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান ॥৮৯
জয় শ্রীবালকদাস বৈরাগ্য ঠাকুর।
সদা বালকের চেষ্টা করুণা প্রচুর ॥৯০
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৈরাগী প্রবীণ।
সদা আপনাকে যেঁহ মানে অতি দী ॥৯১
জয় শ্রীযিহারীদাস বৈরাগী ঠাকুর।
অতি অকিঞ্চন বেশ চরিত্র মধুর ॥৯২
জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল।
নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাসে যে বিহ্বল ॥৯৩
জয় শ্রীপ্রসাদ দাস বৈরাগী প্রধান।
স্থিতি শ্রীখেতরি বিনা যেনা জানে আন ॥৯৪
এ সভার চরিত্র বর্ণিতে নাহি সীমা।
জগৎ ব্যাপিল এই সভার মহিমা ॥৯৫
মনে এই অভিলাষ করিলে সদাই।
নির্মৎসর হৈয়া এ সভার গুণ গাই ॥৯৬
সংক্ষেপে কহিলু এই শাখাগণ নাম।
যে নাম শ্রবনে পূর্ণ হয় সব কাম ॥৯৭
জয় জয় উপশাখা বিখ্যাত জগতে।
নামমাত্র কহি কিছু আপনা শোধিতে ॥৯৮
রামকৃষ্ণাচার্য্য শাখা বহু শিষ্য তাঁর।
কহি কিছু সংক্ষেপেতে নারি বর্ণিবার ॥৯৯
আচার্য্যের ভার্য্যা নাম কনকলতিকা।
ভক্তি মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা গুণাধিকা ॥১০০
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
অল্পকালে সঙ্গোপন হৈলা মহা আর্য্য ॥১০১
বেতুল্যা নিবাসী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।
ভক্তি অঙ্গ সাধনে যাঁহার মহা আর্ত্তি ॥১০২

শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসেন পুরেতে ॥১৯৩
কুমরপুরেতে শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী।
সকল লোকেতে যার গায় গুণকীর্ত্তি ॥১০৪
ঐছে শাখা উপশাখা লেখা নাহি যার ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রাণ জীবন সভার ॥১০৫
শ্রীমহাশয়ের শাখা যার গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী খ্যাত্তি সভে কন ॥১০৬
কেবা না ঝুরয়ে গঙ্গানারায়ণ গুণে।
অদ্যাপিহ বিজ্ঞ যশ গায় বৃন্দাবনে ॥১০৭

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্।

বৃন্দাবনে যস্য যশঃ প্রসিদ্ধমদ্যাপি গীয়তে
সতাং সদঃ সুঃ।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ
প্রেমসাম্বুধির্ম্মাম্ ॥১০৮

মহা বিদ্যাবন্ত অতি করুণার ধাম।
তাঁর বহু শাখা এথা কহি কিছু নাম ॥১০৯
শ্রীচক্রবর্ত্তীর পত্নী নাম রামনারায়ণী।
জগৎ বিদিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী ॥১১০
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিরাশি।
শ্রীরাধার অনুগৃহীতা যে রাধাকুণ্ডবাসী ॥১১১
শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী দয়াময়।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয় ॥১১২
শ্রীকৃষ্ণচরণ গুণ না পারি বর্ণিতে।
যৈছে শিষ্ট হৈলা তাহা কহি সংক্ষেপেতে ॥১১৩
রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ এক প্রাণ।
দেহ মাত্র ভিন্ন লোকে করে একজ্ঞান ॥১১৪

শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী সন্তানরহিত।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত ॥১১৫
আচার্য্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষমনে।
অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে ॥১১৬
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভক্তিরস আস্বাদনে।
তার্কিকাদি পাষণ্ডীগণের নাহি গণে ॥১১৭
শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী শাখা আর।
গঙ্গানারায়ণ প্রাণ জীবন যাঁহার ॥১১৮
রঘুদেব ভট্টাচার্য্য পরম প্রবীন।
শ্রীঠাকুর চক্রবত্তী যাঁর প্রেমাধীন ॥১১৯
শ্রীচক্রবর্ত্তীর শাখা উপশাখাগন।
কেবা বর্ণিবারে পারে ব্যাপিলা ভুবন ॥১২০
আর যে শাখা উপশাখার শাখাগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈনু বর্ণন ॥১২১
শ্রীমহাশয়ের শাখাগণ মনোহর।
সংকীর্ত্তন আনন্দে আবেশ নিরন্তর ॥১২২
এ সব শাখার পূর্ণ কৈলা অভিলাষ।
শ্রীমহাশয়ের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥১২৩
ইহ যে বর্ণিয়ে মোর কোন সাধ্য নাই।
কেবল ভরসা ইথে বৈষ্ণব গোঁসাই ॥১২৪
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥১২৫

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে ঠাকুর নরোত্তমের শাখানুশাখা বর্ণন নাম দ্বাদশো বিলাসঃ
ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাস সম্পুর্ণঃ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট অংশটি শ্রীনরোত্তম বিলাসের বহরমপুর সংস্করণ (সন ১৩০০ সাল) হইতে সংগৃহীত।

॥ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ॥

ওহে বিজ্ঞগণ শুন হইয়া সদয়।
এবে কিছু আপনার দিয়ে পরিচয় ॥
করুণার সিন্ধু কৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে।
হইলুঁ বিমুখ মুঞি গেলুঁ ছারখারে ॥
তাঁর ভক্ত কৃপা মোরে হইল দুর্ল্লভ।
ভক্ত কৃপা বিনে প্রভু না হয় সুলভ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভক্তের জীবন।
ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাই মন ॥

ভুবন পাবন সে প্রভুর ভক্ত যত।
নিরুপম মহিমা কহিবে কেবা কত ॥
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত অন্ত কে যা করে।
জগত ছাইল সে ভক্তের পরিকরে ॥
প্রভু প্রিয় পার্ষদ গোস্বামী লোকনাথ।
যাঁহার চরিত্র চারু জগতে বিখ্যাত ॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য নরোত্তম প্রেমময়।
যাঁর খ্যাতি জগতে ঠাকুর মহাশয় ॥
তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
পরম পণ্ডিত যেঁহ প্রেমভক্তি মূর্ত্তি ॥
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচারণ।
প্রেমময় রামকৃষ্ণাচার্য্যের নন্দন ॥
শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী শিষ্য তাঁর।
সর্ব্বাংশে প্রবীন অতি শুদ্ধভক্তি যাঁর ॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।
যাঁর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময় ॥
জন্মঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির সমান।
ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
বালক দেখিয়া মুখ বাঢ়িল সবার।
মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার ॥
দেবগ্রাম বাসি লোক সতত আসিয়া।
বক্ষে করে রাখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া ॥
শ্রীঅন্নপ্রাশন নামকরণ সময়।
হইল যেরূপ তাহা কহিল না হয় ॥
কথোদিন পরে হৈল শ্রীচূড়াকরণ।
শ্রীযজ্ঞোপবীত স্কন্ধে শোভে বিলক্ষণ ॥
সর্ব্বত্র বিদিত প্রশংসয়ে সর্বজনে।
অল্পকালে বিচক্ষণ হৈলা ব্যাকরণে ॥
সঙ্গি সহ ব্যাকরণ চর্চ্চা করে সুখে।
দিগ্বিজয়ী গমন শুনিল কার মুখে ॥
দেবগ্রামী পণ্ডিতের যাঁরে হৈলভয়।
তারে বিশ্বনাথ অনায়াসে কৈল জয় ॥
হইল সুখ্যাতি ইথে লজ্জা বহু পাইলা।
ভ্রাতা অতি বিজ্ঞ মুখে লজ্জা নিবারিলা।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তিন সহোদর।
রামভদ্র জ্যেষ্ঠ সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ সুন্দর ॥
রামভদ্র মধ্যম ভ্রাতার সহিতে।
যথা শিষ্য হৈলা তাহা কহিয়ে ক্রমেতে ॥
শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোপাল ভট্ট নাম।
প্রভু প্রেমসয় মূর্ত্তি আনন্দের ধাম ॥
শ্রীভট্টের প্রিয় শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য।
সর্বত্র বিদিত যাঁর আলৌকিক কার্য্য ॥
আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ।
যাঁর গুণগায় সুখে বৈষ্ণব সমাজ ॥
যার ভেদবুদ্ধি নরোত্তম কবিরাজ।
তাঁর সর্ব্বনাশ প্রভু করেন অব্যাজ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম ভেদবুদ্ধি যার।
সে পাপীর কোনকালে নাহিক নিস্তার ॥
এবে কোন কোন পাপী ভেদবুদ্ধি করে।
এ হেতু লিখিলুঁ এথা দুঃখিত অন্তরে ॥
শ্রীকবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্য্য।
যেঁহ রামকৃষ্ণ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ আর্য্য।
শ্রীহরি রামের পুত্র শ্রীগোপী কান্ত।
পিতার সেবক যেঁহ পরম সুকান্ত ॥
শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য রামভদ্র হন।
রামভদ্র সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষন ॥

শ্রীগোপীকান্তের পৌত্র শ্রীল মনোহর।
শ্রীগোপীকান্তের শিষ্য সর্বাংশে সুন্দর॥
শ্রীরামভদ্রের পুত্র শ্রীল রামনিধি।
শ্রীমনোহরের শিষ্য গুণের অবধি॥
শ্রীমনোহরের পুত্র শ্রীনন্দকুমার।
হইল পিতার শিষ্য অতি শুদ্ধাচার॥
শ্রীরামনিধির পুত্র শ্রীনৃসিংহ নাম।
নন্দকুমারের শিষ্য চেষ্টা অনুপাম॥
মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি॥
পূর্বে যে কহিলু তাহা অল্পে জানাইলুঁ।
শ্রীরাম ভদ্রের গুণ বর্ণিতে নারিলুঁ॥
মধ্যম শ্রীরঘুনাথ পরম পণ্ডিত।
সদা হর্ষ দেখি কনিষ্ঠের ভক্তিরীত॥
কনিষ্ঠ শ্রীবিশ্বনাথ নবীন বয়েস।
যে দেখে বারেক তার আনন্দ বিশেষ॥
পুত্র বাৎসল্যেতে সদা পিতার উৎসাহ।
আজ্ঞা কৈল জ্যেষ্ঠ, পুত্রে করাই বিবাহ॥
মাতার আজ্ঞাতে বিশ্বনাথে বিভাদিলা।
বৈরাগ্য দেখিয়া মনে চিন্তামুক্ত হৈলা॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবারে আজ্ঞা দিল।
পাঠ সঙ্গ হৈলে জ্যৈষ্ঠ সমীপে আইলা॥
নিবেদয়ে কহি কিছু যদি আজ্ঞা পাই।
তেঁহ কহে পুনঃ পড়ো পড়া হয় নাই॥
যেঁহ পড়াইল তেঁহ কহে বারবার।
ঞিহ কি পড়িব পড়া হইল আমার॥
বিশ্বনাথ শ্রীজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা পাঞা।
পুনঃ পড়ি ভ্রাতা আগে রহে দাঁড়াইয়া॥

ভ্রাতা জিজ্ঞাসিতে বিশ্বনাথ নিবেদয়।
যাই যে শ্রীবৃন্দাবনে যদি আজ্ঞা হয়॥
শুনি রামভদ্র কহে মহানন্দ মনে।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হৈল এতদিনে॥
সেই ক্ষনে বিশ্বনাথ বিদায় হইলা।
প্রকারে মাতায় কহি বৃন্দাবনে গেলা॥
সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া কৈল রাধাকুণ্ডে বাস।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবের হইল উল্লাস॥
তথা শ্রীমুকুন্দ দাস নামে শ্রীবৈষ্ণব।
পঞ্চাল দেশীয় শ্রেষ্ঠ বিপ্র কুলোদ্ভব॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে তাঁর অনন্য ভকতি।
কে কহিতে পারে যৈছে রাধাকৃষ্ণে রতি॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর স্থানে।
হৈলামগ্ন গোস্বামির গ্রন্থ অধ্যয়নে॥
কৈল বহু সেবা কবিরাজ গোস্বামির।
তাঁর অপ্রকটে হৈলা অত্যন্ত অস্থির॥
কথোদিন পরে বিশ্বনাথেরে পাইয়া।
জুড়াইল দারুন দুঃখেতে দগ্ধ হিয়া॥
শ্রীমুকুন্দ দাস সর্ব্ব প্রকারে দয়াল।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব দ্বেষির মাত্র কাল॥
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে পরম প্রবীন।
নিরন্তর আপনাকে মানে অতি দীন॥
বর্ণিলেন লীলা গ্রন্থ কিছু শেষ ছিল।
বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল॥
কৃপাকরি অনেকের কৈল বিদ্যাদান।
কথোদিমে রাধাকুণ্ডে হইল নির্যান॥
তেঁহবিনা কার কার জন্মিল দুর্ম্মতি।
তৈছে সেই পাষণ্ডের হইল দুর্গতি॥

সে সব প্রসঙ্গ এথা নারি বিস্তারিতে।
বিস্তারিব বহির্মুখ প্রকাশ গ্রন্থেতে॥
কথোদিনে বিশ্বনাথ শ্রীকুণ্ড হইতে।
গৌড়ে গেলা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞামতে॥
শ্রীগুরুদেবের কৈল চরণ বন্দন।
তেঁহ যৈছে কৃপা কৈল না হয় বর্ণন॥
একদিন দেবগ্রামে লোকের কথায়।
বিশ্বনাথে কহে অতি মধুর ভাষায়॥
বিবাহ করিয়া তুমি গেলা বৃন্দাবন।
অদ্য পত্নী সহ রাত্রে করহ শয়ন॥
বিশ্বনাথ ঐছে গুরু দেবের আজ্ঞাতে।
চলিলেন পত্নী সহ শয়ন করিতে॥
শ্রীবিশ্বনাথের পত্নী পরম সুন্দরী।
বসিয়া আছেন শয্যা বেশাদিক করি॥
বিশ্বনাথ গিয়া করি মৌনাবলম্বন।
শুইতে শয্যয় পত্নী করিল শয়ন॥
বিকার রহিতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
যৈছে তাঁর স্পর্শ নহে কৈল তৈছে রীতি॥
গুরু আজ্ঞা পত্নী সহ করিতে শয়ন।
শুতিয়া করিলা সুখে শ্রীনাম কীর্ত্তন॥
রজনী প্রভাতে জীর্ণ কম্বল উঠিয়া।
বাসায় আসিয়া করিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥
সবার বিস্ময় শুনি ঐছে রাত্রি বাস।
শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস॥
পুনঃ ইষ্টদেব কার কথা না শুনিলা।
বিশ্বনাথ ইষ্ঠ সেবি নিকটে রহিলা॥
শ্রীমদ্ভাগবত ইষ্টদেবে লিখি দিল।
লিখনের কালে অতি কৌতুক হইল॥
যথা বাস ভাগবত লিখে বিশ্বনাথ।
তথা সূর্য্যাতশে ছায়া হয় অকস্মাৎ॥
একদিন এক সরোবর সন্নিধানে।
বসিয়া লিখেন পুঁথি ছায়া হীন স্থানে॥
লিখিতে লিখিতে প্রেমানন্দে মগ্ন হৈলা।
হইল যে মেঘ বৃষ্টি কিছু না জানিলা॥
যানে চটি যায় সে গ্রামের জমিদার।
কিছু দূরে থাকিয়া দেখয়ে চমৎকার॥
শ্রীবিশ্বনাথের চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি হয়।
বিশ্বনাথ অঙ্গে বারি বিন্দু না স্পর্শয়॥
যত্নে প্রনমিয়া জমিদার গেলা ঘরে।
বৃষ্টি সমাধান হৈল কতক্ষণ পরে॥
শ্রীবিশ্বনাথের বাহ্য হৈল কতক্ষণে।
সেই দিন লেখা পূর্ণ দিলা গুরু স্থানে॥
সেই জমিদার এই কথা ব্যাক্ত কৈল।
শ্রীবিশ্বনাথের মহালজ্জা উপজিল॥
গুরু আজ্ঞা লৈয়া পুনঃ আইলা বৃন্দাবন।
মহাহর্ষ হৈলা বৃন্দাবন বাসিগণ॥
করিলেন বাস রাধাকুণ্ড সমীপেতে।
বর্ণিলেন বহু গ্রন্থ ব্যাপিল জগতে॥
কৈল ভাগবতের টিপ্পনী মনোহর।
শ্রীগীতার টিপ্পনী নাহিক যার পর॥
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পুর টীকাতে।
প্রকাশিলা যে চাতুর্য্য বুঝে যে পণ্ডিতে॥
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণচৈতন্যের আজ্ঞা হৈল।
গোবর্দ্ধন কন্দরাতে বসি টীকা কৈল॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থের টীকাতে।
করিল ব্যাখ্যান বহু তুষ্টের নিমিত্তে॥

শ্রীজীবের বাক্য দূরাশয় না বুঝয়।
তত্ত্ববাক্য আনি সব লীলাতে স্থাপয়॥
শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী।
তাঁহার কৃপায় স্ফুর্ত্তি হয় যে আপনি॥
হেন শ্রীজীবের বাক্য বুঝে কোনজন।
শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নন॥
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল।
শ্রীরাধিকা গন সহ বহু কৃপা কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতদিক কাব্যগণে।
বর্নিল যে সব মহানন্দ আস্বাদনে॥
বর্নিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্য রসায়ন।
স্বপ্নচ্ছলে মহাপ্রভু করযে বারন॥
ওহে বিশ্বনাথ এ চৈতন্য রসায়নে।
বর্ণিবা পৃথক কিছু করিয়াছ মনে॥
কলিযুগে মোর এই অদ্ভুত বিহার।
অনেকে জানিব যাথে মোর চমৎকার॥
মোর লীলা রসে মগ্ন মোর ভক্তগন।
আস্বাদয়ে নানামতে করিয়া বর্ণন॥
যে যৈছে রূপ বর্ণিব সে সব তৈছে হয়।
না কর সন্দেহ এ পরমানন্দময়॥
ঐছে কত কহি বিশ্বনাথে কৃপা করি।
হইলেন অদর্শন প্রভু গৌর হরি॥
বিশ্বনাথ জাগিয়া দেখয়ে রাত্রিশেষ।
ব্যাকুল হইয়া দৈন্য করয়ে অশেষ॥
প্রভু অনুগ্রহে ধন্য মানি আপনায়।
নিরন্তর প্রভুর চরিত্র সুখে গায়॥
শ্রীচৈতন্য রসায়ণে বর্ণিতেন যাহা।
না হইল গ্রন্থ পূর্ণ না বর্নিল তাহা॥

প্রভুর কীর্ত্তনে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
বর্ণিলেম গীত সে দিবস মনোহর॥
কে কহিতে পারে তাঁর সাধন প্রক্রিয়া।
যে দেখে বারেক সে জুড়ায় নেত্রহিয়া॥
শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীবিগ্রহ মনোহর।
তাঁর পরিচর্য্যাতে আনন্দ নিরন্তর॥
শ্রীগোকুলানন্দ প্রাপ্ত যৈছে বিশ্বনাথে।
সে অতি অপূর্ব্ব কথা কহি সংক্ষেপেতে॥
পরম সুশান্ত বিজ্ঞ এক ব্রহ্মচারী।
মথুরা আইলা তীর্থ প্রদক্ষিন করি॥
শ্রীগোকুলানন্দের সেবায় সদা রত।
তাঁর যৈছে ক্রিয়া তা কহিবে কেবা কত॥
একদিন স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোকুলানন্দ।
ব্রহ্মচারী প্রতি কহে হাসি মন্দ মন্দ॥
বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যথা।
তাঁরে সমর্পহ মোরে লৈয়া যাহ তথা॥
রজনী প্রভাতে ব্রহ্মচারী মহানন্দে।
বিশ্বনাথে সমর্পয়ে শ্রীগোকুলানন্দে॥
বিশ্বনাথ কহে লহ সেবা অধিকারী।
মোরে সমর্পহ কেন বুঝিতে না পারি॥
ব্রহ্মচারী কহে মোরে হইল আদেশ।
বিশ্বনাথ কহে এথা পাইবেন ক্লেশ॥
আপনি করহ সেবা আমার কথায়।
শুনি ব্রহ্মচারী গেলা আপন বাসায়॥
পুনঃ শ্রীগোকুলানন্দ হইয়া সদয়।
ব্রহ্মচারী প্রতি পুনঃ স্বপ্নে নিদেশয়॥
পুনঃ প্রাতে লৈয়া মোর যাবে তাঁর স্থানে।
লইবেন তেঁহো আমি কহিব তাঁহানে॥

ব্রহ্মচারী প্রাতঃ কালে প্রভুর আজ্ঞায়।
বিশ্বনাথ পাশে চলে উল্লাস হিয়ায়॥
এথা শ্রীগোকুলানন্দ আনন্দ আবেশে।
স্বপ্নে বিশ্বনাথ প্রতি কহে মৃদুভাষে॥
ওহে বিশ্বনাথ তুমি না ভাবিহ মনে।
আপন ভক্ষন দ্রব্য আনিব আপনে॥
যৈছে তৈছে যদি মোর সেবা কর তুমি।
তাহাতেই পরম আনন্দ পাব আমি॥
ব্রহ্মচারী অদ্য মোরে লইয়া আসিবে।
তুমি সেবা কৈলে তেঁহো মহানন্দ পাবে॥
এত কহি অতি অনুগ্রহে কৈল কোলে।
শ্রীবিশ্বনাথের নিদ্রাভঙ্গ হেন কালে॥
হইল ব্যাকুল যৈছে কহিতে না পারি।
হেনকালে আইলা তৈর্থিক ব্রহ্মচারী॥
শ্রীগোকুলানন্দে অতি সুখে সমর্পিল।
বিশ্বনাথ ঐছে সেবা সুখে মগ্ন হৈল॥
কোন কোন দিন মহা উৎসব বিধানে।
দাস গোস্বামির গোবর্দ্ধন শিলা আনে॥
যথা হৈতে আনেন তাঁ কহি সঙ্ক্ষেপেতে।
এ অতি অপূর্ব্ব কথা শুনহ যত্নেতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু গোবর্দ্ধন শিলা।
যত্নে রঘুনাথ দাস গোস্বামিরে দিলা॥
শ্রীদাস গোস্বামি সেবা কৈল যে প্রকারে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥
দাস গোস্বামীর অপ্রকটে যত্ন মতে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমগ্ন সেবাতে॥
কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকট হৈলে।
শ্রীমুকুন্দ সেবা কৈলা ভাব প্রেমজলে॥

কথোদিন শ্রীভুকুন্দ দাস সেবা করি।
যাঁরে সমর্পিল তাহা কহিয়ে বিস্তারি॥
লোকনাথ প্রিয় শ্রীঠাকুর নরোত্তম।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গা নারায়ণ॥
গঙ্গানারায়নের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
শ্রীগোবিন্দ সেবা রসে সদাহর্ষ হিয়া॥
তাঁর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তি মূর্ত্তিমতী।
রাধাকুণ্ডবাসী ঠাকুরানী যাঁর খ্যাতি॥
গৌড় হৈতে ব্রজে গিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমিল।
নিয়ম করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস কৈল॥
শ্রীমুকুন্দ দাস দেখি তাঁর সুচরিত।
নিরন্তর প্রশংসে হইয়া হরষিত॥
মুকুন্দ দাসের অতি প্রাচীন সময়।
ভোজনে অরুচি হইল উদরাময়॥
কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী ঐছে পথ্য দিল।
হইল ভোজনে রুচিরোগ শান্তি হৈল॥
মুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে।
মাতার সমান স্নেহ করিলা আমারে॥
কৃষ্ণে যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি।
গোবর্দ্ধন শিলা রসে যোগ্য হও তুমি॥
এত কহি গোবর্দ্ধন শিলা তাঁরে দিলা।
অল্প দিনে শ্রীমুকুন্দা প্রকট হইলা॥
গোবর্দ্ধন শিলা সেবা করে ঠাকুরানী।
যৈছে তাঁর প্রীতি তাহা কহিতে না জানি॥
শিলায় সাক্ষাত দেখে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
যে দিন যে রঙ্গ তাহা না হয় বর্ণন॥
শ্রীঠাকুরানীর ক্রিয়া কহা নাহি যায়।
নিরন্তর হরিনাম যাঁহার জিহ্বায়॥

তেঁহো কৃপা কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
তাঁর স্থানে অপরাধ হৈলে সর্ব্বনাশ॥
রূপ কবিরাজ যথা অপরাধ কৈল।
কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্তে মৃত্যু হৈয়া তভু হৈল॥
যদ্যপি এ অন্যত্র কাহিব বিবরিয়া।
তথাপি কহিয়ে এথা সংক্ষেপ করিয়া॥
উত্তম কুলেতে জন্ম অতি শিষ্টাচার।
গুরুকৃপা তাঁহারে কহিযে শিষ্য যাঁর॥
শ্রীচৈতন্য প্রিয় লোকনাথ কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য শ্রীনরোত্তম মহাশয়॥
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গা নারায়ন।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তাঁর শিষ্য রূপ কবিরাজ গৌড় হৈতে।
শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গেলেন ব্রজেতে॥
গুরু কৃষ্ণ এক ইথে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
গুরু আজ্ঞা লৈয়া কৈল রাধাকুণ্ডে বাস॥
পূর্ব্বে ব্যাকরন আদি কৈল অধ্যয়ন।
শ্রীভাগবত আদি পড়িতেই হৈল মন॥
গুরু আজ্ঞা লৈয়া শ্রীমুকুন্দ দাস স্থানে।
করিল আরম্ভ ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়নে॥
শ্রীকৃষ্ণচরন চক্রবর্ত্তী গৌড়ে আইলা।
রূপ দাস গোস্বামির গ্রন্থাদি পড়িলা॥
প্রেম ভক্তি রসাস্বাদে সদা মগ্ন হৈল।
শ্রীকুণ্ড নিবাসী সবে দেখি সুখ পাইল।
শ্রীমুকুন্দ কথোদিন করি বিদ্যাদান।
অপ্রকট হৈলে কি আশ্চার্য্য ক্রিয়াতান॥
তাঁর অপ্রকট হৈলে কথোদিন পরে।
অপরাধ কৈল কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী দ্বারে॥

একদিন ভাগবত পাঠারম্ভ কালে।
আইলেন কুণ্ডবাসী বৈষ্ণব সকলে॥
সবাকার মান্যো কৃষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাণী।
তেঁহ আইলেন মনে মহাসুখ মানি॥
সবে মহানন্দে তাঁর সম্মান করিল।
রূপ কবিরাজ কিছু আদর না কৈল॥
তথাপিহ তাঁর কিছু না জন্মিল মনে।
বসিলেন হর্ষ হৈয়া শ্রীকথা শ্রবনে॥
রূপ কবিরাজ ঠাকুরাণী প্রতি কয়।
এককালে দুই কর্ম্ম কৈছে যুক্তি হয়॥
অতিশয় আর্ত্তি দেখি নাম গ্রহনেতে।
শ্রীভাগবত শ্রবন বা হয় কি রূপেতে॥
ঠাকুরানী কহে এই অভ্যাস জিহ্বার।
শ্রবনের বাধা ইথে না হয় আমার॥
শুনি ক্রোধাবেশে রহিলেন রূপদাস।
সেইক্ষণে রূপের হইল সর্ব্বনাশ॥
প্রথমেই হেয় বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবেতে।
তৈছে কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ বৈষ্ণবেতে॥
পরম দুর্ল্লভ ভক্তি পথে হৈল হীন।
না রহিল সে প্রেমাবেশের কিছু চিন॥
সর্ব্ব প্রকারেও বড় মানি আপনারে।
অন্যত্রে ও অপরাধ উপার্জ্জন করে॥
করিতে পৃথক্ মত হৈল মহাআর্ত্তি।
অন্যে বহির্ম্মুখ পথে করায় প্রবৃত্তি॥
ঘুচিল সে তেজ দেহাগ্নি হীন অঙ্গার।
আপনার জানে হৈল কুষ্ঠে সঞ্চার।
কিছুদিনে ব্যক্ত হৈল বিহির্ম্মুখ ক্রিয়া।
লাঘব প্রযুক্ত গৌড়ে গেলা পলাইয়া॥

কপট রূপেতে গেলা ইষ্টদেব স্থানে।
তথা ব্যক্ত হৈল লজ্জা পাইলা আপনে॥
রূপ কবিরাজ গুরুত্যাগি এই কথা।
সর্বত্র ব্যাপিল সবে কহে যথা তথা॥
হইল লাঘব গৌড়ে নারে স্থির হৈতে।
উৎকলে প্রবেশ কৈল খুরিয়া গ্রামেতে॥
তথা কুষ্ঠ রোগ দেহ খণ্ড খণ্ড হৈল।
পাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ কথোদিনে মৈল॥
ভূত হৈয়া কোজ জনে করিয়া গ্রহন।
জানাইল অপরাধে হইলুঁ এমন॥
যদি কহ যোগ্য হৈয়া কেনে এ আচরে।
তাহে কহি বৈষ্ণবাপরাধে কিনা করে॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা প্রেমির প্রেমেতে পড়ে বাদ॥
ঐছে গ্রন্থকার ইহা বিস্তারি বর্ণিল।
বৈষ্ণবাপরাধ ফল সীমা জানাইল॥
বৈষ্ণবাপরাধে যে হইল সাবধান।
জগতের মাঝে সেই মহাভাগ্যবান॥
প্রসঙ্গে এ কথা এথা অল্প জানাইলুঁ।
কৃষ্ণ প্রিয়া দেবী গুন বর্ণিতে নারিলুঁ॥
যৈছে তাঁর ব্রজবাসী বৈষ্ণবেতে প্রীত।
যৈছে সর্ব জীবের চিন্তয়ে সদা হিত॥
পর দুঃখে দুঃখী যৈছে যৈছে কুণ্ড বাস।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে যৈছে উপজে উল্লাস॥
যৈছে গন সহ কৃষ্ণচৈতন্যেতে রতি।
তৈছে তাঁর মন গোবর্দ্ধন শিলা প্রতি॥

যৈছে পরামর্ষ রাধাকৃষ্ণের কৌতুকে।
এ সব বিদিত বিজ্ঞ আস্বাদয়ে সুখে॥
হেন কুণ্ডবাসী ঠাকুরাণী বিশ্বনাথে।
মধ্যে মধ্যে শিলা সেবা করান সাক্ষাতে॥
গোবর্দ্ধন শিলা শোভা কহন না হয়।
অদ্যাপি গোকুলানন্দ পাশে বিলসয়॥
শ্রীঠাকুরানীর স্নেহ পাত্র চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি তাঁর নিরুপম কীর্ত্তি॥
ওহে ভাই যে প্রভুর ধর্ম রক্ষা কৈল।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব দ্বেষির দণ্ড দিল॥
অতি নিরপেক্ষ স্বধর্ম্মেতে নিষ্ঠা যাঁর।
এমন দয়ালু কি হইতে আছে আর॥
শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরি বল্লভ।
গীতের আভাগে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞ সব॥
বিশ্বনাথে কেবা না আদরে বৃন্দাবনে।
সদা ভক্তি রসে মগ্ন লৈয়া শিষ্যগনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য কৈল যত।
সকলেই হইলেন মহা ভাগবত॥
বৃন্দাবন হৈতে যবে গৌড়দেশে আইলা।
সেই কালে বিপ্র জগন্নাথে শিষ্য কৈলা॥
জগন্নাথ বিপ্রের আনন্দ অতিশয়।
পাইয়া ঠাকুর বিশ্বনাথ পদাশ্রয়॥
হইল বিবাহ পূর্বে তাহে নাহি মন।
অল্পকালে কৈলা বহু তীর্থ পর্যটন॥
কৃষ্ণে প্রীতি অতি পতিব্রতা ভার্য্যা তাঁর।
স্বামির চরণ বিনা না জানয়ে আর॥
অকস্মাৎ বিপ্র জগন্নাথ দেশ আইলা।
সঙ্ক্ষেপে জানাই যৈছে গৃহেতে রহিলা॥

নিরন্তর প্রভু পাদপদ্ম আরাধয়।
না ভায় সংসার সদা উদ্বিগ্ন হৃদয়॥
যাঁহার আজ্ঞায় স্থিতি করিলেন ঘরে।
তাহা কিছু কহি এই প্রসঙ্গানুসারে॥
প্রভু নিত্যানন্দ হাড়ো ওঝার নন্দন।
রাঢ়ে একচাক্রাগ্রামে যাঁহার ভবন॥
শ্রীসুন্দরামল বন্দিঘাটি গাঁই তেঁহ।
করিলা উজ্জ্বল শ্রীনিতাইর পিতা যেঁহ॥
প্রভু নিত্যানন্দ বলদেব ভগবান।
রামভদ্রে বীরভদ্রে দুই পুত্র তান॥
একদিন প্রনমিয়া নিত্যানন্দ রামে।
অল্পকালে রামভদ্র গেলেন স্বধামে॥
বীরভদ্র প্রভুর হইল পুত্রত্রয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপীজন বল্লভ দয়াময়॥
মধ্যম তনয় রামকৃষ্ণ গুনসিন্ধু।
কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পতিতের বন্ধু॥
প্রভু গোপীজন বল্লভের পুত্রত্রয়।
জ্যেষ্ঠ রামনারায়ন গুনের আলয়॥
শ্রীরামলক্ষন হন মধ্যম সন্তান।
কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্য দয়াবান॥
প্রভু বংশে বিখ্যাত এ রামলক্ষন।
যাঁহার প্রতাপে কাঁপে পাষণ্ডিগণ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীলক্ষ্মণদাস কৃপাবান।
পরম বৈরাগ্য মহা প্রভাব তাহান॥
তেঁহ জগন্নাথে গৃহেস্থিতি করাইল।
হইব সন্তান বর প্রদান করিলা॥
তাঁর আজ্ঞামতে গৃহে করিলেন বাস।
কথোদিন পরে হৈলা অত্যন্ত উদাস॥

বৃন্দাবনে গিয়া কৈল শ্রীগুরু দর্শন।
গুরু আজ্ঞামতে গৃহে কৈল আগমন।
পুনঃ কথোদিন পরে বৃন্দাবন আইলা।
ভক্তিরসে মত্ত ব্রজে ভ্রমন করিলা॥
ইষ্ট অদর্শনে অতি ব্যাকুল হইয়া।
গোঙাইলা কথোদিন কান্দিয়া কান্দিয়া॥
মাঘ পুর্ণিমার শেষে রজনী সময়ে।
অপ্রকট হৈতে প্রভু চরণ চিন্তয়ে॥
সে সময় মোরে অল্পল নিদ্রা আকর্ষিনি।
নিল্লজ্জ হইয়া কহি স্বপ্নে যে দেখিল॥
বিপ্র জগন্নাথ আগে এক ভৃত্য সঙ্গে।
আইলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রঙ্গে॥
পরিধেয় বস্ত্র শুভ্র সূক্ষ্ম সুনির্মল।
চন্দন তিলক চারু ললাট উজ্জ্বল॥
তুলসীর ম্যলা গলে পরম সুন্দর।
অতি স্থূল নহে চম্পকাভা কলেবর॥
কিবা ভুরুদ্বয় নাসা নয়ন যুগল।
কি আশ্চর্য্য গণ্ডগ্রীবা বদন মণ্ডল॥
কিবা বাহু-বক্ষ কাটি জানু পদদ্বয়।
কিবা সে গমন ভঙ্গী উপমা না হয়॥
দেখিতে সে শোভা মোর কি হইল চিতে।
ঝরয়ে নয়নে জল নারি নিবারিতে॥
মোরে যে কহিল মৃদু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে না আইসে মুখে উমরয়ে হিয়া॥
তেঁহ নিজ শিষ্য জগন্নাথে লৈয়া সঙ্গে।
অদর্শন হৈল দুঃখ পাইলু নিদ্রাভঙ্গে॥
হেন জগন্নাথের নন্দন মুঞি ছার।
না বুঝিলুঁ ভক্তিমর্ম হৈলুঁ কুলাঙ্গার॥

আজন্ম করিলুঁ পাপ অপরাধ যত।
এক মুখে তাহা আমি কহিব যা কত॥
মুঞি মহা দুরাচার জানে সর্বলোকে।
মজিল সংসার ঘোর বিষম নরকে॥
আমার দুর্গতি দেখি বৈষ্ণব গোসাঞি।
অনুগ্রহ করিয়া নিলেন নিজ ঠাঁঞি॥
শ্রীমহাশয়ের চারুবিলাস বর্ণিতে।
মোরে আজ্ঞা কৈল মুঞিহীন সর্ব্বমতে॥
শুনি মো মূর্খের মনে আনন্দ বাঢ়িল।
নরোত্তম বিলাসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল॥

শ্রীবিষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন।
করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥
বৈষ্ণব গোস্বাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে।
মাঘগ্রন্থ পূর্ণ হৈলা পৌর্ণমাসি দিনে॥
মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি।
নরোত্তম বিলাস বর্ণিলুঁ যত্ন করি॥

ইতি নরোত্তম বিলাসে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় সমাপ্ত॥

॥ নরহরির বিশেষ পরিচয় ॥

নরহরি লেখারপর লিপিকার আনন্দ নারায়ন মৈত্র ভাগবত ভূষন নরহরি একটুকু বিশেষ পরিচয় এবং নিজের ও দুই এক কথা লিখিয়াছেন।

শুনহ শ্রীশ্রোতাগণ দয়ার সাগর।
কহয়ে কিঞ্চিত দীননন্দ এ পামর॥
বন্দ শ্রীমন্নর হরি রস্তুয়া ঠাকুর।
যাহার স্মরণে তিন তাপ যায় দূর॥
বাল্যবধি ইহার চরিত্র মনোহর।
সর্বশাস্ত্রে নিপূন পণ্ডিত বিজ্ঞবর॥
ক্ষেত্র বৃন্দাবনে যাঁর বিখ্যাত চরিত্র।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করি ভ্রমিলা সর্ব্বত্র॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভক্তিরসময়।
যাঁহার চরিত্রে ভক্ত সদানন্দ হয়॥

স্বপ্নে দেখা দিয়া তেঁহ কৈল উপদেশ।
ভাগবত গোস্বামির গ্রন্থাদি বিশেষ॥
প্রত্যক্ষে পড়িল আর কতশত স্থানে।
সর্ব্বত্র পাইল বহু আদর আপনে॥
নবদ্বীপ ক্ষেত্র বৃন্দাবন আদি ধাম।
যাতায়াত করে সদা নাহিক বিশ্রাম।
ভজনে আগ্রহ দেখি বৈষ্ণব সকল।
কহিল গোবিন্দ সেব হইল সফল॥
বিপ্রবংশে জন্ম বাল্যবধি সদাচার।
অকৌমার ব্রহ্মচর্য্য নাই যার পর॥

তথাপি আপনে দৈন্য মানি দুরাচার।
কহয়ে সেবায় মোর নাহিক অধিকার॥
সবে কহে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যেঁহ।
কৃপা করি মো সবারে কহিলেন তেঁহ॥
সে কালে তোমার অতি বালাবস্থা হয়।
কহিল দেখিও জগন্নাথের তনয়॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দেরে সেবি ঘনশ্যাম।
পুরাইবে মোর মনে আছে যেবা কাম॥
তোমরা সকলে তারে জানিবা আপন।
তাহার নিকটে সবে করিবা শ্রবণ॥
নৃত্যগীত বাদ্য বিদ্যা ভক্তিশাস্ত্র আর।
পরিচর্য্যা কর্মপাক বিবিধ প্রকার॥
এসব বিদ্যায় তেঁহ মহা বিজ্ঞবর।
লক্ষনাম গ্রাহি ভক্তি অঙ্গেতে তৎপর॥
এইমত হবে মোর নরহরি দাস।
তাহারে তোমরা সব দিবা যে আশ্বাস॥
এই তাঁর বাক্যে মোরা ভাবি দিবারাত্রি।
নরহরি কবে আসি রাখিবে কি রীতি॥
শ্রীলক্ষ্মন দাস কহে শুন ঘনশ্যাম।
তুমি যে জন্মিবা পূর্ব্বে মোরা জানিতাম॥
চক্রবর্ত্তী আজ্ঞা লৈয়া তোমার পিতায়।
গৃহবাস করাইলুঁ গৌরাঙ্গ ইচ্ছায়॥
তাহাতে জন্মিলা তুমি দাস নরহরি।
এতদিন আছি মোরা তোর পথ হেরি॥
এবে স্থির হৈয়া ব্রজে গোবিন্দ সেবহ।
তোমার পিতার এই আছিল আগ্রহ॥
শ্রীরামলক্ষ্মনদেব মোর ইষ্ট হন।
স্বপ্নাদেশে তিনি মোরে এই কথাকন॥

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র নরোত্তম।
গঙ্গানারায়ন তাঁর শিষ্য অনুপম॥
তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরন প্রেমময়।
তাঁর শিষ্য শ্রীরামচরন সদাশয়॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য এই বিশ্বনাথ দেব।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতে জানয়ে অভেদ॥
বৈষ্ণব সেবন আর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা প্রেমরসায়ন॥
ভক্তি অঙ্গ আছে যত জগতে বিদিত।
এ সকলে বিশ্বনাথ সদা সাবহিত॥
দেখিছ সাক্ষাতে তুমি কি কহিব আর।
বিশ্বনাথ গুন বহু হইবে প্রচার॥
বিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ ॥
ভক্তি রসে মত্ত সদা সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
পানি শালা পাশে এই রেঞাপুর গ্রাম।
এথাই বৈসয়ে বিপ্রতীর্থে অবিশ্রাম॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে গৃহেতে স্থাপিবা।
তাহার সন্তান এক রতন পাইবা॥
বৈষ্ণব মণ্ডলে তাঁর হইবেক ধ্বনি।
নরহরি ঘনশ্যাম ভ্রমিবে অবনী
শ্রীরাধা গোবিন্দ দেবে সেবি বহুকাল।
শ্রীনিবাসাদিব গুন বর্নিবে রসাল॥
বিশ্বনাথ দিবে তারে সব নিজ শক্তি।
যথা যাইবেক এ স্থাপিবে প্রেম ভক্তি॥
এই প্রভু আজ্ঞা মাথে করিয়া ধারন।
তোমার জনকে বর দিলুঁ সেইক্ষন॥
তথাতে জন্মিলা বাপ ওহে নরহরি।
তোমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি॥

এ সব চৈতন্যদাস গনের আজ্ঞায়।
গোবিন্দে সেবহ বাপ না করিহ ভয়॥
এত শুনি নরহরি অধো মুখ করি।
কান্দয়ে সে উচ্চৈঃ স্বরে ফুকারি ফুকারি॥
ওহে নাথ বিশ্বম্ভর পতিত পাবন।
ওহে নিত্যানন্দ প্রভু দয়ার ভবন॥
হাহা অদ্বৈতদেব কৃপাসিন্ধু মূর্ত্তি।
হাহা গদাধর প্রভু নিজ শক্তি॥
হাহা হরিদাস হে শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দ মুরারী নবদ্বীপ পরিকর॥
কোথা গেলা প্রভুগণ হৈল অন্ধকার।
হেনকালে জন্ম কেন লভিলুঁ মুইছার॥
কৃপার সমুদ্র মোর প্রভু শ্রীনিবাস।
শ্যামানন্দ রামাচন্দ্র নরোত্তম দাস॥
এসব গৌরাঙ্গগন প্রকট যখন।
তখন নহিল মোর এ দুঃখী জনম॥
হা হবিধি কিবা কৈল কি হইল হায়।
কোথা গেলা মোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়॥
বৃন্দাবনে কুজে কুঞ্জে যাঁর গুন শুনি।
সে হেন হারালুঁ মুঞি পাঞা চিন্তামনি॥
এই খানে প্রভু মোর বিশ্বনাথ দেব।
হা হা সনাতন বলি করে খেদ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বলিয়া কান্দয়।
ভট্ট রঘুনাথ দাস রঘুনাথ ছয়॥
তোমরা ছাড়িয়া মোরে গেলা কোথাকারে।
না দেখিলুঁ মুঞি এই প্রকট বিহারে॥
তোমরা সকল বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ গুন।
এ হেন দুঃখিরে কেবা করাবে শ্রবন॥

না শুনিলুঁ সে না মুখ অমৃত বচন।
না দেখিলুঁ সেই সব কমল চরণ॥
গৌরাঙ্গ ললিত লীলা শুনি কার কাছে।
মোর রূপ সনাতন সদা এই যাচে॥
এ সব বিলাপ করি কান্দে বিশ্বনাথ।
দেখিলুঁ শুনিলুঁ কত পিতার সাক্ষাৎ॥
এ হেন দয়ালুঁ প্রভু মোরে ছাড়ি গেল।
না সেবিলুঁ সে না পদ রহি গেল শেল॥
এ সকল পদাম্বুজে বঞ্চিত হইলুঁ।
জন্মিয়া এবার মুঞি কিবা কর্ম্ম কৈলুঁ॥
আপতিত উদ্ধারক গৌরাঙ্গ আমার।
বিশ্বনাথ পাদ পদ্ম দেখাব কি আর॥
মোর তাত নাথ বিশ্বনাথ দয়াময়।
বিশ্ব পালিলেন তেঁহ হইয়া সদয়॥
অযাচকে প্রেমভক্তি রত্ন কৈল দান।
সর্ব্বত্র নোয়ালো গৌর কৃষ্ণ ভগবান॥
নিজ পুত্র শেষ মোরে দিয়া দয়াময়।
বলে কৃপা কর শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
ওহে শ্রীবৈষ্ণবগন করি নিবেদন।
কৃপাকরি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ॥
তোমা সবা পদে যেন বঞ্চিতে না হই।
বিশ্বনাথ পাদ পদ্ম দেখিবারে চাই॥
এত কহি কান্দিতে কান্দিতে ভূমে পড়ি।
গোপেশ্বর সমীপেতে যান গড়াগড়ি॥
তাহার ক্রন্দন শুনি বৈষ্ণব সকল।
হা গৌরাঙ্গ বলি সবে প্রেমায় বিহ্বল॥
কম্প অশ্রু আদি যে যে সাত্বিক বিকার।
নরহরি দেহে সব হইল সঞ্চার॥

ক্রমেতে হইল মূর্চ্ছা যেন প্রান নাই।
বেঢ়িয়া বসিল সব বৈষ্ণব গোঁসাঞি॥
সেই মূর্চ্ছা কালে বিশ্বনাথ দয়াময়।
নরহরি প্রতি কহে অলক্ষিতাশয়॥
ওহে বাপ নরহরি কেন খেদ কর।
এই দেখ নিত্যানন্দ গৌর গদাধর॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যত প্রভুগণ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য রামচন্দ্র নরোত্তম॥
গণসহ গৌরাঙ্গ বিলসে সঙ্কীর্ত্তনে।
তোর গুরু নৃসিংহ নাচয়ে তার বামে॥
আর কিবা চাহ বাপ দেখ নেত্রভরি।
এই তোর পিতা জগন্নাথে সঙ্গে করি॥
নাচিয়ে কীর্ত্তন মাঝে শুন ঘণশ্যাম।
ওই দেখ নাচে প্রভু নিত্যানন্দ রাম॥
এই লহ চামর করহ তুমি তাঁরে।
এই সে গৌরাঙ্গ নাথ দিতে নিতে পারে॥
এত শুনি নরহরি করয়ে চামর।
নয়নে ঝরয়ে জল অন্তর কাতর॥
হাসি হাসি নিত্যানন্দ কহে বিশ্বনাথে।
ইহার পাইলা কোথা কহত আমাকে॥
রিশ্বনাথ নৃসিংহ ঠাকুর করে ধরি।
এ ভৃত্য প্রভু কিঙ্কর তোমারি॥
শ্রীরামাচন্দ্রেরগণ বলি নিত্যানন্দ।
কহিল এ নরহরিদাস প্রেমকন্দ॥
এত কহি গৌরাঙ্গ চরণে ধরি দিল।
তব শ্রীনিবাসের এইগন যে বাঢ়িল॥
হাসিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র অদ্বৈতে মিলায়।
অদ্বৈত বলয়ে মুঞি কেও নাই হায়॥

এই গদাধর দেগ গৌর প্রেমরাশি।
ইহারে সেবিলে মিলে নদিয়ার শশি॥
গদাধর কহে মোরে ছাড় বিড়ম্বন।
লোটাইয়া ধর এই শ্রীবাস চরণ॥
শ্রীবাস কহয়ে ওই রূপ সনাতন।
সকলে করয়ে দ্বয়ে ভক্তি বিতরণ॥
রূপ সনাতন আগে পড়ি নরহরি।
কান্দয়ে গৌরাঙ্গ বলি ফুকরি ফুকরি॥
হাতে ধরি সনাতন শ্রীভট্টেরে দিল।
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীজীবে সমর্পিল॥
শ্রীজীব ধরিয়া দিল শ্রীনিবাস হাতে।
আচার্য্য দিলেন কবিরাজের সাক্ষাতে॥
ক্রমে গুরুগন শ্রীনৃসিংহে সমর্পিল।
চক্রবর্ত্তী শ্রীনৃসিংহ নিত্যানন্দ দিল॥
নিত্যানন্দ বলে এবে পাইলাম সুখ।
না দেখিয়ে আমি গুরু বিমুখের মুখ॥
বিমুখি সে দূরে থাক সঙ্গে নাহি যাঁর।
মোর এই প্রভু পদ না পায় সে ছার॥
গুরু অনাদরি এক দূরাচার হৈল॥
মোর বীর দেখ তারে তেয়াগিল॥
এত কহি নরহরি মস্তক ধরিয়া।
গৌর পাদপদ্মে দিল তোমার বলিয়া॥
শ্রীশচীনন্দন তার শিরে পদধরি।
কহয়ে কি দেখিবা হে বল নরহরি।
নরহরি কান্দে বিশ্বনাথ মুখ চাঞা।
অমূল্য রতন ধন শ্রীচরণ পাঞা॥
চক্রবর্ত্তী হাসি তবে কহে ধীরি ধীরি।
দেখিবেক যাহা তাহা পাইল নরহরি॥

শ্রীরূপাদিগন কভু না মাগয়ে অন্য।
কেবল চাহয়ে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
এই কবিকর্ণপুর তব শিষ্য হয়।
বর্নিল নাটক গ্রন্থে অদ্বৈত আশয়॥
ভালমন্দ মোরা কিছু নাহি জানি প্রভু॥
যেন তব নামরূপ না ভুলিয়ে কভু॥
বিশ্বনাথ বাক্য শুনি নিত্যানন্দাদয়।
বলয়ে রে বিশ্বনাথ তোর জয় জয়॥
এতেক শুনিয়া প্রভু গৌর কৃপাময়।
দেখ নরহরি মোর প্রতিজ্ঞা যে হয়॥
দেখয়ে শ্রীঘনশ্যাম নব বৃন্দাবনে।
রাধাশ্যাম দোঁহে শোভে রত্ন সিংহাসনে॥
গোপগোপী সখাসখী যার যেই ভাব।
পিতা মাতা দাস দাসী আদি এই সব॥
যথা স্থান কালে সবে করয়ে সেবন।
বৃন্দাবনে শোভে কিবা মদনমোহন।
শ্রীমধু মঙ্গল বলদেব শ্রীসুবল।
করে নানাভাতি সেবা প্রেমায় বিহ্বল॥
যতেক দেখিল তাহা কহা নাহি যায়।
জানে সেই নরহরি যাহার হিয়ায়॥
শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণ পরম বিহ্বল।
রাধাপ্রেম আস্বাদিব কহে অনর্গল॥
নানা বিলাসান্তে কৃষ্ণ কহে এই বাণী।
তোর ভাব চাহি ওহে বৃন্দাবন রাণী॥
বিলসিব ভক্ত সঙ্গে প্রেম সঙ্কীর্ত্তনে।
রাধা রাধা বলিয়া লোটাব শ্রীঅঙ্গনে॥
এতেক শুনিয়া রাধা অধৈর্য্য হিয়ায়।
নিজ অঙ্কে কৃষ্ণ হস্ত ধরি তবে কয়॥

ওহে প্রাননাথ তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
এ দুঃখিনী ভাবে কেন হইবা গমন॥
তুমি এই বৃন্দাবনে রাজ রাজেশ্বর।
তোমারে কি শোভিবেক এই ভাব জ্বর॥
যবে তোমা না দেখিয়ে শুন প্রাননাথ।
তবে মোর হয় যেন শিরে বজ্রাঘাত॥
তুমি যবে যাও নাথ এই পথ দিয়া।
সখীগন সঙ্গে মুঞি রহি দাঁড়াইয়া।
দেখিয়া এ চান্দমুখ বুক ভরি যায়।
না দেখিলে যাহা হয় ললিতা জানয়॥
ললিতা কহয়ে শুন ওহে কালাচান্দ।
রাধা নেত্র সুখঞ্জন তুমি তাহে ফান্দ॥
রাধিকার ভাব কিবা বলিব নাগর।
তুমি সব জানহ তাহা রসের সাগর॥
যে বলে এই রাধাভাব বাক্যের গোচর।
তাহারে কি বলিব সে কেবল গোখর॥
তোমা বিনা রাধা লৈয়া যে কালেতে থাকি।
সে কালে যে দশা তার এ পরান সাখি॥
ললিতা বচন শুনি হাসি শ্যামরায়।
বলে মোর মনঃ কথা বংশিকা জানয়॥
শুন হে ললিতে মোর বিনয় বচন।
রাধাভাব দিয়া ঋন করাহ শোধন॥
ললিতা কহয়ে তুমি সর্ব্ব রসময়।
রাধিকা তোমার প্রেম ধাম রসাশ্রয়॥
তোমরা তোমরা জান তোমাদের কথা।
আমরা কি বুঝি প্রেম মরমের ব্যথা॥
শ্রীকৃষ্ণ কহয়ে শুন ললিতা সুন্দরী।
তোমাদের এই মোর পরান কিশোরী॥

ললিতা কহয়ে রাধে শুন মোর বাণী।
কিবা রসে মত্ত তোর নাগর না জানি॥
এত শুনি প্রেমময়ী কৃষ্ণ কর ধরি।
কহয়ে মধুর বাক্য শুন ওহে হরি॥
কেমনে সে সব দশা সহিবা হে তুমি।
তবে অঙ্গেধর এই কঠোর পরানি॥
যে কালে তোমার অঙ্গ ধবণী লোটাবে।
সেই কালে মোর এই অঙ্গ যে ধরিবে॥
নুতবা কে মল অঙ্গে সহিবা কেমনে।
নবনীত সুকোমল ভঙ্গ পরশনে॥
এ হেন কোমল গায় লাগিবেক ধূলা।
কে তোমারে খেলিতে বলিল হেন খেলা॥
শ্যামল সুন্দর করে শুন প্রানেশ্বরী।
আপামরে দিব এই প্রেমের মাধুরী॥
এইরূপ পরামর্ষ করিতে দোঁহায়।
দেখয়ে সে দুই এক শ্যাম গৌররায়॥
দেখিতে দেখিতে দেখে নবদ্বীপ লীলা।
পুনর্ব্বার সেইরূপ সকলে মিলিলা॥
ব্রজ নবদ্বীপ লীলা দেখি নরহরি।
কিছু বাহ্য পাই কান্দে ফুকারি ফুকারি॥
এইরূপ অহোরাত্র তথাই আছিলা।
যে ছিল বৈষ্ণব আর আসিয়া মিলিলা॥
পুনঃ পুনঃ সকলে প্রবোধে ঘনশ্যামে।
কভু নাচে কভু কান্দে কভু ঝুমে ঝামে॥
দেখিয়া বৈষ্ণবগন মহানন্দ পাইল।
বলে বৃন্দাবনে প্রেম পুনং প্রকটিল॥
শ্রীলক্ষন দাস তাঁরে কোলে করি কয়।
বল বাপ নরহরি হইয়া সদয়॥

দেখিলা কি গৌররূপ প্রেমরসে মাতি।
রাধাকৃষ্ণ লীলা আর দোঁহার পীরিতি॥
শুনিয়া শ্রীনরহরি তার পদ ধরি।
কিছু মত নাহি বলে কান্দে গোঁ গোঁ করি॥
ভাবেতে বুঝিল সব বৈষ্ণব সমাজ।
শ্রীলক্ষনদাস যাহা করিল অব্যাজ॥
সকল বৈষ্ণব বলে ওহে নরহরি।
এই দেখ আসিয়াছে গোবিন্দ ভাণ্ডারী॥
ইহার সঙ্গেতে চল আমরাও যাই।
শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবে প্রনাম জানাই।
এতেক কহিয়া সব চলিলা সত্বর।
দেখয়ে গোবিন্দদেবে কৃপা রত্নাকর॥
সকলে প্রনমি কহে শ্রীগোবিন্দদেবে।
এই নরহরি যেন তব পদ সেবে॥
এত কহিতেই রাধা গোবিন্দ গলার।
খড়িয়া পড়িল মালা কিবা চমৎকার॥
সকল বৈষ্ণব তবে জয়ধ্বনি করি।
এই মালা লহ ওহে বিপ্র নরহরি॥
খোবিন্দ দর্শন মাত্রে কান্দে অবিরাম।
বাহ্য জ্ঞান নাহি ভাবাবেশে ঘনশ্যাম॥
সকল শ্রীভক্তগণ জয় জয় দিলা।
নরহরি গলে সবে মালা পরাইলা॥
প্রত্যেক বৈষ্ণব পদধুলি লৈয়া শিরে।
নরহরি দাঁড়াইয়া গোবিন্দ মন্দিরে॥
নিজ নিজ স্থানে সব বৈষ্ণব চলিলা।
নরহরি শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে রহিলা॥
এত সব বল পাই নরহরি দাস।
তথাপি না জান কভূ গোবিন্দের পাশ॥

অঙ্গন মার্জ্জন আর বহিঃ প্রক্ষালন।
চন্দনে শ্রীতুলস্যাদি পুষ্পাবচয়ন॥
বাহিরে থাকিয়া করে চামর ব্যজন।
এ কলা করয়ে কর্ম্ম যেন দশজন॥
তৃণ কাষ্ঠ আহরন আপনে করয়।
আপনার দৈন্যভাবে সদা দূরে রয়॥
শ্রীপূজারীগন তাঁরে মহাশঙ্কা করে।
তেঁহ সে সকল পূজে প্রনয় আদরে॥
পূজারী সকল স্তুতি করিয়া কহয়।
যেবা কর তুমি তাহা উপযুক্ত নয়॥
তেঁহ কহে মো অধম নাহি অধিকার।
ইহা যে করিয়ে সেও কৃপাত সবার॥
এইরূপ কথোদিন পরিচর্য্যা করে।
সকলের কর্ম্ম করি সকলে আদরে॥
দেখিয়া শ্রীনরহরি রীতি সর্ব্বজন।
রাত্রিদিবা সর্ব্বত্রে কহয়ে তাঁরগুন॥
একদিন রাত্রি যোগে নরহরি দাস।
মানসে করয়ে গোবিন্দের পাকরস॥
খেচরান্ন পায়সান্ন বিবিধ প্রকার।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন সূপ ব্যঞ্জন অপার॥
দধি ধুগ্ধ নবনীত মাঠা শিখরিনী।
এ সব করিয়া পাত্রে ধরিলা আপনি॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ দেবে সব খাওয়াইল।
নরহরি মনে বহু আনন্দ বাঢ়িল॥
খাইয়া গোবিন্দ দেব কহয়ে হাসিয়া।
ভাল ভাল নরহরি তুমিত রসুয়া॥
এমন পাকের ক্রম শিখিলা বা কোথা।
আমারে না খাওয়াইয়া কেন পাও ব্যথা॥

বলিতে বলিতে প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈল।
কান্দি নরহরি দেখে নিশি পোহাইল॥
সে কালে শ্রীজয়পুরে রাজা ভক্ত রাজ।
স্বপ্নাবেশে শ্রীগোবিন্দে দেখিল অব্যাজ॥
গোবিন্দ হাসিয়া কহে শুন মহারাজ।
বৃন্দাবনে আসি দেখ বৈষ্ণব সমাজ॥
আর এক কৌতুক তোমারে কিবা কব।
লহ মোর ভুক্ত শেষ খেচরান্ন সব॥
নরহরি নামে এক গৌড়িয়া ব্রাহ্মন।
মানসে খায়ালো মোরে করিয়া রন্ধন॥
আমার মন্দিরে থাকে বহিঃসেবা করে।
আমি তার পাকে ভুঞ্জি এ আশা অন্তরে॥
দৈন্য ভাবে তেঁহ তাহা না করয়ে কভু।
মধ্যে মধ্যে তার অন্ন খাই আমি তবু॥
তুমি তথা গিয়া তারে যতন করিয়া।
করাহ আমার জন্য পাকাদিক ক্রিয়া॥
নিশিশেষে রাজা এই দেখিয়া স্বপন।
জাগিয়া গোবিন্দ বলি নেত্র উন্মীলন॥
সন্মুখে দেখয়ে এক্ক স্বর্ণপাত্র ভরি।
ভাজি শাক অম্লাচার দধি সু খেচরি॥
দেখিয়া করয়ে রাজা অষ্টাঙ্গ প্র াম।
পরিক্রমা করে নেত্রে ধারা অবিরাম॥
রাণী আদি সকলে দেখিয়া প্রনমিলা।
যত্ন করি সেই প্রসাবান্ন যে রাখিলা॥
পাত্রমিত্র আদি যেবা ভাগবতগণ।
সে সবে লইয়া তাহা করিলা ভক্ষন॥
অলৌকিক স্বাদু গন্ধে সবে মত্ত হৈলা।
স্বপ্নাদেশ কথা সবে রাজা শুনাইলা॥

প্রসাদ পাইয়া সবে সাজিলা সত্বর।
রাজ্ঞী আদি সকলে চলিলা হর্ষান্তর॥
গিয়া ব্রজপুরের বহু প্রনাম করিয়া।
মন্দিরে প্রেবেশে কোথা নরহরি কৈয়া॥
গোবিন্দ প্রনমি সবে বসিয়া অঙ্গনে।
ঘনশ্যাম আসি দাঁড়াইলা সন্নিধানে॥
সবে কহে এই নরহরি মহাশয়।
স্বগন সহিত য়াজা তাঁরে প্রনময়॥
তিনি অতি সঙ্কুচিত হৈয়া এক ভীতে।
সকলে প্রনাম করে যথাবৎ রীতে॥
শুনিয়া রাজার বার্ত্তা সকলে আইল।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবের মহানন্দ হৈল॥
সবাকারে বারে বারে প্রনমি রাজার।
অন্তরে হইল অতি আনন্দ অপার॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহে সর্ব্বজনে।
গোবিন্দের কৃপাবধি এই সে ব্রাহ্মনে॥
ইহার পাচিত অন্ন গোবিন্দ খাইল।
অবশেষ কিছু মোরে তাহারি যে দিল॥
তাহাই খাইয়া মোরা মাতিলা সকলে।
গোবিন্দ আজ্ঞায় ব্রজে আইলুঁ কেবলে॥
সবে কহে নরহরি পাক নাহি করে।
রাজা কহে পাক করে অন্তরে অন্তরে॥
সকল বৈষ্ণব ঘনশ্যাম মুখ দেখে।
ঘনশ্যাম অধোমুখে প্রনমে প্রত্যেকে॥
তবে রাজা আদি সবে আজ্ঞা যদি কৈল।
শ্রীঅঙ্গনে নরহরি লুঠিতে লাগিল॥
শ্রীলক্ষ্মন দাস বৃদ্ধ করে ধরি তুলে।
উঠ উঠ বাপ মোর এই মাত্র বলে॥

উঠিয়া শ্রীনরহরি প্রনমি তাহায়।
শ্রীগোবিন্দদেব পাকালয়ে তবে যায়॥
ভক্তিরসে বিবিধ প্রকার পাক কৈল।
নানা যত্নে গোবিন্দেরে ভোগলাগাইল॥
শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন বাসী সবে আইলা।
সকলে অঙ্গনে বসি প্রসাদ পাইলা॥
স্বাদু গন্ধে আহ্লাদিত হইয়া সকলে।
ধন্য ধন্য নরহরি এই মাত্র বলে॥
কেহ কেহ হাসিয়া বলয়ে শুন বাপ।
কিবা সে আশ্চর্য্য এ তোমার শুভ পাক॥
ভাল হে পাচক তুমি পরম প্রবীন।
এইমত পাক তুমি কর প্রতিদিন॥
আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে।
শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে॥
সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগন।
গানাদি রচিবা সে অপূর্ব্ব রসায়ন॥
এত কহি জয়ধ্বনি দিয়া সে সকলে।
মুখভরি নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ বলে॥
ত্রিভাগ বয়স এই রূপ পাক কৈল।
গোবিন্দ সেবার নিত্য সন্তোষিত হৈল॥
তার পর উপবীত ত্যাগ তেঁহ কৈল।
অযাচক হৈয়া ব্রজে ভ্রমন করিল॥
মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মাগিয়া কিছু খান।
কভু মহাপ্রসাদাদি তাঁহারেও দেন॥
বহু গ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়।
গৌর চরিত্র চিন্তামণ্যাদি গ্রন্থাদয়॥
অনুরাগ বল্লী আর ভক্তি রত্নাকর।
কি অপূর্ব্ব বর্ণিলেন নাহি যার পর॥

মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল।
বহির্মুখ প্রকাশ তার নাম যে হইল॥
শ্রীনরোত্তম বিলাস করিল বর্ণন।
এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণ রসায়ন॥
সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হৈল বৃহত্তর॥
শ্রীনিবাস চরিত্র আর পৃথক বর্ণিল।
সেই গ্রন্থে তাঁর শাখাগণ বিস্তারিল॥
এ মহাশয়ের বাক্যে যেনা পায় সুখ।
তাহারে জানিবে গৌর পথে বহির্মুখ॥
ইহা সব কেহ নাহি শুনে এইকালে।
এত দয়া থাকিতেও মরিল বিরলে॥
ধিক্ ধিক্ সেসব পাপীর জন্মে কর্ম।
না বুঝিল সেইজন গৌর দত্ত ধর্ম॥
ইহাঁর চরিত্র মুঞি বর্ণিতে কি জানি।
যেন তেন বাক্যে শোধি এ পরানি॥
মো অতি পাপিষ্ঠ মোর কিবা পরিচয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দনাত্মজ মোর বন্ধু হয়॥
নাম বনয়ারিলাল পরম বৈষ্ণব।
অল্পদিনে মোরে শোধি হৈল তিরোভাব॥
কে আর বলিবে মোরে হরি ভজ ভাই।
একবার মুখে বল গৌরাঙ্গ নিতাই॥
রূপ সনাতনে ডাকি মোরে জাগাইবে।
কেবা সঙ্গে মোর শ্যাম সুন্দর সেবিবে॥
ভাগবত শুনি কেবা করিবে ক্রন্দন।
মহাহর্ষ হবে কেবা দেখি সংস্থাপন॥
সিদ্ধান্ত ছটায় কেবা চিত্তানন্দ হবে॥
বল বল হরি কথা কে আর কহিবে॥
মুঞি দুরাচার কত তাড়ন করিল।
এ সব সহিয়া মোর স্তুতি বাড়াইল॥
হেন সঙ্গ ছাড়িয়া জীবন রৈল কেন।
জল হীন মৎস্য যেন আছি মুঞি তেন॥
গোস্বামীর গ্রন্থগন পড়াইল গুরু।
সেই সব গ্রন্থগন বাঞ্ছা কল্পতরু॥
মোর বাঞ্ছা থাকি গেল না হৈল প্রকাশ।
আমার দুর্দ্দৈবে এঁরা হইল উদাস॥
ব্রত ধর্ম্ম আদি কিছু বৈষ্ণব আচার।
না করিতে পাইলুঁ মুঞি আচার প্রচার॥
ধিক্ এ আনন্দ জীব এ খনিরে যাও।
হরি স্মরি বনয়ারি যাঁহা গেলে পাও॥
যেখানে সেখানে জন্মি সেই সঙ্গ চাই।
এক সঙ্গে গৌর বলি নাচিয়া বেড়াই॥
যাহা তাহা হোক কিন্তু এসব না ভুলি।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে দেহ পদধূলী॥
ওহে প্রভু নরহরি রঙ্গুয়া ঠাকুর।
বনয়ারি সঙ্গ মোর না করাবে দূর॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে শ্রীনরহরি দাসের অবশিষ্ট একটি কথার বিশেষ পরিচয় এবং গ্রন্থ লেখক আনন্দ নারায়ন মৈত্র ভাগবত ভূষণ মহাশয়ের দুই একটি কথা বর্ণিত হইল॥

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ)—দশ টাকা ২। জগদ্ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মহিমামৃত—(শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীবনী)—পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখকের পরিচিত)—দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—(পশ্চিম-বঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ শাস্ত্রীয় প্রমান যুক্ত স্থান মাহাত্ম্য বিভিন্ন তীর্থের চিত্রপট ও বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভৃত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ)—পঁচাশীটাকা ৫। গৌড়ভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী, প্রভুত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ)—দশ খণ্ডের একত্রে দুইশত ষাট টাকা। ৬। শ্রীরাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশবলী (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধা কৃষ্ণ গণোদ্দেশ ও কবি কর্ণপূর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সম্বলিত) —ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম —(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা। ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত —(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত প্রভু নিত্যানন্দের জীবনী)—ত্রিশটাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—(শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী)—কুড়ি টাকা ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভুর জীবনী সহ তাঁহার পুর্ব্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)—দশ টাকা ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভুমির শাস্ত্রীয় বিবরন)—পনের টাকা। অভিরাম লীলামৃত (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে গৌড় এসে অভিরাম নাম ধারন করেন তাঁহার জীবনী)—ত্রিশ টাকা ১৩ সখ্যভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরন—চার টাকা ১৪। সাধকস্মরন (অষ্টক প্রনাম সন্ধ্যারতি প্রভৃতি) দশ টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (বৈষ্ণব শাস্ত্রের নাম বর্ণনীয় বিষয় সমাপ্তি কালাদি)—দশটাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পুজা পদ্ধতি অষ্টক প্রনাম, ভোগারতি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন) —আশী টাকা ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি —পনেরটাকা ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও শানুয়া গোপালের মহিমা)—পাঁচ টাকা ২০। অষ্ট কালীল লীলা স্মরন—দশ টাকা ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মধুরী (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কুড়ি টাকা ২২। অনুরাগবল্লী (নিবাস আচার্য মহিমা)—সাত টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি—কুড়ি টাকা ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা)—পঁচিশ টাকা।

২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পনের টাক ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমা মূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়িটাকা ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌর লীলা পদ)—ষাট টাকা ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ লীলা পদ)—চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড (ঘন শ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ—মাধব—বাসুদেব ঘোষের পদাবলী —পঁচিশ টাকা ৬ খণ্ড (বলরাম দাসের পদাবলী) —পঞ্চাশ টাক, সপ্তম সণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী) ১ম খণ্ড—চল্লিশ টাকা ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়— (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—দশ টাকা। ৩০। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা ৩১। জগদীশ চরিত্র বিজয় (শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের জীবন চরিত্র)—পঁচিশ টাকা ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩৩। মনঃশিক্ষা—পনের ৩৪। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)—সাত টাকা ৩৫। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়)—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা ৩য় খণ্ড চল্লিশ টাকা ৩৬। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা ৩৭ রসিক মঙ্গল (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী) —পঞ্চাশ টাকা ৩৮ চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত)—দশ টাকা ৩৯। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)—চল্লিশ টাকা ৪০। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড দশ টাকা ৪২। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী —আড়াই শত টাকা। ৪৩। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা। ৪৪। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী কুড়ি টাকা ৪৫। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)—চল্লিশ টাকা ৪৬। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৭। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ)—তিনশত টাকা ৪৮। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য—পনের টাকা ৫৯। অষ্টকালীন লীলা স্মরণে ক্রম বিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারন)—সাত টাকা ৫০। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫১। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫২। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকা ৫৩। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৫৪। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)—ত্রিশ টাকা ৫৫। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—চল্লিশ টাকা ৫৬। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচম দাস বিরচিত)—দেড়শত টাকা। ৫৭। শ্রীরূপ সনাতনের রাম কেলী লীলা—দশ টাকা। ৫৮। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা ৫৯। জয়দেব ও শ্রীগীত গোবিন্দ পঁচিশ টাকা ৫৯। তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান—পনের টাকা। ৬০। ভক্তি রত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত—তিনশত টাকা ৬১। সঙ্কল্পকল্প-দ্রুমের পদ্যানুবাদ—ত্রিশ টাকা ৬২। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ-দর্শন—কুড়ি টাকা।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।

জীবনী সহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী—(শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌর লীলা৬৯ শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) —ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা পঁঞ্চাশ টাকা। ৭ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) —ভিক্ষা—কুড়ি টাকা ৮। শ্রীলোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—(১৬৮ পদ) ভিক্ষা কুড়ি টাকা।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউটের গবেষণা প্রসূত পত্রিকার

শ্রীপাদঈশ্বরপুরী

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিনী অবলম্বনে চরিত হয়েছে প্রভুত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরিপুরক। ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুঃপ্রাপ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাই যে সকল অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিপ্রাত করিবার জন্য এই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন, সম্ভব হলে এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পুর্ণ অধ্যায়। আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিত কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল। তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস

মাধুর্য্যাস্বাদি ভক্তবৃন্দের পরম ও চরম উপদেয় বস্তু। সেই সকল দুঃস্প্রাপ্য পদগুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদাভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সূচনা ঘটিয়াছে ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউন।